কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ

(পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক)

মনোমোহন, ষ্টার ও মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত
"মোগলপাঠান", "হিন্দুবীর", "অ্যালেকজাণ্ডার", "সরমা" ও
"কলির সমুদ্র মন্থন" প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা

উৎসর্গ

আমার অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে
মহাশয়ের করকমলে।

দাদা !

আপনি সরল, উদার ব'লে নয়—আপনি সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ব'লে নয়—পৌরাণিক উপাখ্যান আলোচনা ক'রে যে মহাদায়ে আমি প'ড়েছিলুম, সেই দায় হ'তে আপনি আমায় উদ্ধার ক'রেছেন। আমার এ সামান্য চেষ্টা আপনাকে উৎসর্গ না ক'রেত থা'কৃতে পার্‌লুম না।

বাকুলিয়া গ্রাম
জেলা হুগলী
১৩২৯

সুরেন্দ্র

চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, মহাদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন,
নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ,
ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন, শকুনি, ভীষ্ম,
দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ,
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য,
কৃতবর্ম্মা, শিখণ্ডী,
অশ্বসেন

পার্ব্বতী, রুক্মিণী, গান্ধারী, দ্রৌপদী,
সুভদ্রা, উত্তরা।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ
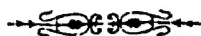
প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হস্তিনা সভা]

যুধিষ্ঠির, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি।

যুধিষ্ঠির। পরাজয় ! পরাজয় !
এত যত্ন তবু পরাজয় !
ধন রত্ন গজ বাজী অমিত বিক্রম
অক্ষাঘাতে চূর্ণ আজ সব !
হৃত ভ্রাতা, নিজ দেহে নাহি অধিকার।
রে কপট ! শেষ আশা, প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
গেছে সব, যা'ক্ সব
পাঞ্চালীরে রাখিলাম পণ।

শকুনি। ধন্য তুমি, ধন্য যুধিষ্ঠির !
জয় সেথা, যেথায় উৎসাহ।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির !

দ্রোণ। ধর্ম্মপুত্র ! ধর্ম্মপুত্র ! শান্ত শিষ্য মোর—

শকুনি। উদ্যোগী পুরুষ-শিরে বিজয় মুকুট—

যুধিষ্ঠির। স্থির হ'ন পিতামহ, স্থির হ'ন গুরু,
স্থির হও বৃকোদর !
ধনঞ্জয় ! বৃথা উত্তেজনা—
রে কপট ! এস পুনঃ, কর অক্ষ-পাত
দ্রৌপদীরে রাখিলাম পণ। (অক্ষ ক্ষেপ)

ধৃতরাষ্ট্র। হ'ল জয় ? হ'ল জয় ?

শকুনি। ধর্ম্মপুত্র ! দুর্ভাগ্য তোমার
পুনর্ব্বার জয়লাভ মোর—

বিদুর। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ—

ধৃতরাষ্ট্র। জয়লাভ হ'ল কি শকুনি ?

দুর্য্যোধন। দাসী—দাসী, কোথায় পাঞ্চালী ?
খুল্লতাত ! যাও ত্বরা
নিয়ে এস দ্রৌপদীরে হেথা,
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী, দাসী সে আমার।

ভীম। ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মরাজ !

অর্জ্জুন। স্থির হও ভ্রাতঃ ! নহে অক্ষ-ক্রীড়া,
পাণ্ডবের এ মহা-পরীক্ষা ;
বিধি-লিপি সৃষ্টি-বিবর্ত্তন।
দুস্তর সাগর বেড়ি;
উঠিয়াছে প্রলয়ের তাণ্ডব নর্ত্তন ;
কর্ণধার, কর্ণধার ঐ উচ্চে বিধি,
মর্ত্ত্যে প্রতিনিধি তাঁর
ধর্ম্মরাজ অগ্রজ মোদের।
লহ ভ্রাতঃ ! লহ কণ্ঠে বিধাতার নাম
চেয়ে থাক' স্থির নেত্রে
অগ্রজের পদ-প্রান্ত-প্রতি।

দুর্য্যোধন। খুল্লতাত ! যাও ত্বরা—
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী দাসী যে আমার।

শকুনি। দাসী, দাসী, পাঞ্চাল-নন্দিনী !
হোঃ হোঃ হাসি, হাসি আমি।

বিদুর। রে শকুনি ! জীবনে ব্যাধির মত
লভেছ আশ্রয় কুরুবৃক্ষ-চূড়ে ;
ধ্বংস তব পাপ-সহবাস,
ফলে ফুলে জ্ব'লে যাবে সাজান বাগান।
দুর্য্যোধন ! পাঞ্চালী যে কুল-লক্ষ্মী,
ভ্রাতৃবধূ তোর !
রে মোহান্ধ ! জিহ্বা তোর হ'ল না অবশ—

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর ! বিদুর !

দুর্য্যোধন। শত্রু শত্রু, মহাশত্রু, নহে খুল্লতাত ;
কালসর্প পুষেছেন পিতা।
যাও বৃদ্ধ, হেথা তব কিবা প্রয়োজন ?
দূরে যাও, উন্মাদ অক্ষম—
দুঃশাসন ! যাও ত্বরা,
নিয়ে এস দ্রৌপদীরে হেথা—
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী দাসী যে আমার।

[দুঃশাসনের প্রস্থান।

(ভীম, নকুল, সহদেব সকলেই উত্তেজিত হইলেন)

অর্জ্জুন। স্থির হও ভাই !
চারিভিতে হের আজ নির্ব্বাক্ বিস্ময়,
যেন কোন গুপ্ত শক্তি বসেছে কোথায়

যত্নে গড়া সাধন-মন্দিরে ;
সারা সৃষ্টি এসেছে দেখিতে,
চেয়ে আছে নীরব আগ্রহে,
কবে তার ভাঙ্গিবে সমাধি !
কবে সে তুলিয়া দেবে বিশ্ববাসী করে
দেব-দত্ত মঙ্গলের ডালা !
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ভাই,—
অক্ষ-ক্রীড়া মিথ্যা কথা, সাধনা মোদের,
চিন্তা শুধু অগ্রজের চরণ-কমল,
আশীর্ব্বাদ চরণের রেণু।

বিদুর। মহারাজ !
দ্বারে তব ধর্ম্মের বিপ্লব
ধ্বংসের তরঙ্গ তুলি নাচিছে দাঁড়ায়ে !
জ্ঞানবৃদ্ধ মহারাজ !
ভুলে যাও পুত্রস্নেহ, কর কর্ণপাত—
জ্ঞান চক্ষু কর উন্মীলন !
এ নহে অক্ষের ক্রীড়া—পাণ্ডবপীড়ন,
প্রলয়ের গভীর গর্জ্জন,
পরিণাম আত্মহত্যা, শোণিত-উৎসব,
কীর্ত্তিনাশ, বংশনাশ, পিণ্ডলোপ হবে !
আত্মহত্যা ক'রোনা রাজন্।
ত্যজ পুত্র কুলাঙ্গারে।

(দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। দাসী, দাসী, এসেছে দ্রৌপদী—

ভীষ্ম। এ কি লীলা হরি ;

ইচ্ছাময় ! এ কি ইচ্ছা,—এ কি আয়োজন !
দুঃশাসন ! দুঃশাসন !

দুঃশাসন। চ'লে আয়—চ'লে আয় দাসী—

দ্রৌপদী। অত্যাচার—অত্যাচার—
রক্ষা কর কে আছ কোথায় ?
একি একি—তোমরা এখানে !
দিগ্বিজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী স্বামীগণ মোর !
জীবিত কি মৃত সব !

দুঃশাসন। মৃত মৃত ওলো সুহাসিনী
আছি শত ভাই—পাবি শত স্বামী।
হাঃ হাঃ হাঃ—
(কেশাকর্ষণ ও দ্রৌপদীর পতন)

দ্রৌপদী। ওহো হো—কোথা কোথা বৃকোদর—

(উপরে গান্ধারী দাঁড়াইয়া, দেখা গেল)

গান্ধারী। একি ! পাঞ্চালীর আর্ত্তনাদ রাজ-সভাতলে—
অট্টহাসে হাসে দুর্য্যোধন !
হাসে দুঃশাসন—কহে কটু ভাষ !
দ্যূত ক্রীড়া পরিণত রমণী পীড়নে !
আছ কি হে গুরুদেব—আছ পিতা—আছ রাজা ?
একি, নীরব—নিথর—

দুঃশাসন। হের রাজা ! কত মজা দেখাই তোমায়—
দাসী, দাসী—উঠহে পাঞ্চালী—

বিদুর। গেল গেল বিশ্ব বুঝি চুরমার হ'য়ে,
ভগবন্ ! ভগবন্ !
জ্যোতিঃ তব কর স বরণ
সারা বিশ্ব ডুবে যাক্ গভীর আঁধারে।

দ্রৌপদী। কে আছ—রক্ষা কর মোরে—রক্ষা কর—

গান্ধারী। মাতা ! ডাকিছ আমারে—

(নামিয়া আসিতে লাগিলেন)

দুঃশাসন। উঠ পঞ্চপ্রদীপের সলিতা সুন্দরি !
জলে যায়, উঠ সখি, লাজ পরিহরি—

দ্রৌপদী। বধিয়াছে দুর্য্যোধন তবে কি গুরুরে,
প'ড়েছে কি শান্তনু নন্দন—
ধর্ম্ম নাই, রাজা নাই, ঘোর অরাজক,
আমি কিরে সৃষ্টির বাহিরে !

(দুঃশাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)

দ্রৌপদী। এস ধ্বংস, এস সর্ব্বনাশ—
নড়ে উঠ ভূমিকম্প প্রচণ্ড আবেগে।
এস বহ্নি আকাশ জুড়িয়া,
পাতালের অন্ধকার এস ঘনাইয়ে,
হলাহল ঢ'লে পড় প্রকৃতির গায়,
জ্বালায় তরঙ্গ তুলি নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আকাশের বজ্র এস,—এস অভিশাপ
দগ্ধ ক'রে ফেলহ সকল—

দুঃশাসন। হাঃ হাঃ হাঃ—

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী, আয় দাসী ক্রোড়ে—

[গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। অত্যাচার অত্যাচার—কাঁদিছে পাঞ্চালী—
পাষাণ গলিয়া যায়,
গলে না'ক দ্বাপরের রাক্ষস হৃদয় !

অত্যাচার অত্যাচার, হাসে খল খল
আমারি তনয়গণ।
গুরু সাক্ষ্য—পিতা সাক্ষ্য—ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি
সাক্ষ্য করি অস্তিত্ব আমার
সতীত্বে মাতৃত্বে আজ দেয় নরবলি !

দুর্য্যোধন। চলে যাও শীঘ্র হেথা হ'তে—
দুঃশাসন ! দুঃশাসন—
বিবস্ত্রা করহ ত্বরা—দর্পিতা কৃষ্ণায়—

দ্রৌপদী। কোথা হরি ! শ্রীমধুসূদন !
বাসুদেব, দেবকী-নন্দন !
গোপীনাথ ! জগন্নাথ ! জীবের জীবন !
কোথা কৃষ্ণ, লজ্জা-নিবারণ !
অবলার গতি তুমি ত্রিতাপ হরণ—
এলেনা এলেনা হরি !
নিভে যাও চন্দ্র সূর্য্য তারা ;
বিশ্ববাসি ! মুদ আঁখি
হে'র নাক' কৃষ্ণার দুর্দ্দশা।

গান্ধারী। তবে, তবে, নাহি যদি স্বামী,
নাহি পুত্র, নাহি পিতা, নাহি যদি গুরু,
রক্ষিতে নারীর লাজ ;
ধর্ষিতে নারীর মান, নারীর সম্ভ্রম
বদ্ধপণ পুরুষ যখন—
যত্তপি জীবিত থাক শুন সভাজন,
ক্ষমা কর স্বামি,
আজি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনে

বিপুল আবর্ত্ত হ'তে রক্ষিতে নারীরে,
নারি আমি, শতপুত্র জননী গান্ধারী,
খুলিব নয়নদ্বার ;
দশমহাবিদ্যারূপে হব আবির্ভূত—

(নয়নের বন্ধন উন্মোচন)

দুর্য্যোধন—কোথা—দুঃশাসন—
একি একি—কোথা হতে আসে এত আলো !
আজি যুগযুগ পরে, নয়নের প্রথম প্রভাতে
বুঝি চক্ষু ঝলসিয়া গেল—
যমুনা ভরান আলো—শুধু কালিয়ার কালো !
বিষ সব ঝ'রে গেল—দোলো প্রভু দোলো !

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। ভেসে এস আকাশের নীলের তরঙ্গ;
এস কোথা রক্তোৎপল আভা,
নেচে এস প্রকৃতির ফুল্ল শ্যাম শোভা,
এস পীত হরিদ্রা পাটল,
আকাশের ইন্দ্রধনু যত,
কোটি কোটি রাগ এস বিশ্ববিমোহন ;
রঞ্জিত করহ ত্বরা কৃষ্ণার অঞ্চল।
যদি আরো হয় প্রয়োজন,
কোটি বিশ্ব, কোটি সূর্য্য হ'ক আচ্ছাদিত—
ক্লান্ত হ'ক মত্ত দুঃশাসন,
ক্লান্ত হ'ক কোটি নেত্রে দেখিয়া মানব,
প্রস্ফুরিত ধর্ম্মের মহিমা। [অন্তর্দ্ধান।

(দুঃশাসনের ক্লান্ত হইয়া সভামধ্যে উপবেশন)

গান্ধারী।　　এ কি দৃশ্য ! এ কি লীলা ! এ কি কলরব
　　বিরাট, হে অচিন্ত্য !
এই বুঝি পাপীর লাঞ্ছনা !
পাপমুখে এই বুঝি ধর্ম্মের প্রচার
চেয়ে দেখ মূর্খ দুর্য্যোধন !
তোদের রোপিত বৃক্ষে পুণ্যের কুসুম !

ভীম।　　সভাসদ্‌গণ শুন, শুন কুরুরাজ,
শুন উচ্চে তুমি বিশ্বপতি,
পণ মোর দুঃশাসন বক্ষ-রক্তপান
দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ প্রতিজ্ঞা আমার।

দ্রৌপদী।　　এলায়ে রহিবে বেণী
ফণী যথা দংশন আশায়।
কেশপাশ বাঁধিব যতনে
সিক্ত করি পাপাত্মার তপ্ত বক্ষ-রক্তে।

বিদুর।　　মহারাজ ! মহারাজ !
বিনামেঘে বজ্রাঘাত
বসুন্ধরা উঠেছে কাঁপিয়া,
ঐ কাঁদে শৃগাল কুকুর—
পুত্রস্নেহে অন্ধ নৃপমণি !
হারায়েছ বিবেক তোমার !
পুত্র নয় শত্রু দুর্য্যোধন—

ধৃতরাষ্ট্র।　　দুর্য্যোধন ! দূর হও অবাধ্য সন্তান,
তোর চেয়ে থাকুক পাণ্ডব,
রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হ'ক্, দূর হ'য়ে যা।

দুর্য্যোধন।　　উন্মাদ উন্মাদ—অন্ধ বৃদ্ধ পিতা,

মাতুল ! মুহূর্ত্তেক নহে হেথা আর,
পাণ্ডবের সাথে রাজ্য করুক উন্মাদ।

[দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির ! ক্ষমা কর' বাপ্,
মা আমার কোথায় পাঞ্চালী !
ক্ষমা কর মতিহীন এ বৃদ্ধ সন্তানে।
লহ মাতা লহ আশীর্ব্বাদ,
দূর কর রোষ মাতা !
রাজলক্ষ্মি ! চাহ বর যদৃচ্ছা তোমার।

দ্রৌপদী। হে পিতৃব্য ! তুষ্ট যদি তনয়ার প্রতি
দয়াকরি ধর্ম্মরাজে দাও মুক্তি দান।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু পাঞ্চালী,
চাহ মাতা পুনঃ চাহ বর।

দ্রৌপদী। এত যদি দয়া গো তোমার
পতিগণে মুক্তিদান কর মহাভাগ '

ধৃতরাষ্ট্র। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক মাতা,
চাহ মাতা পুনঃ আশীর্ব্বাদ।
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়, ক'রোনা সঙ্কোচ,
চাহ মাতা, চাহ বর, যা ইচ্ছা তোমার,
রাজ্য, ধন, জয়, যশ, সহায়, সম্পদ।

দ্রৌপদী। হৃত যাহা পুনঃ তাহা পেয়েছে তনয়া
তবে আর কেন মহারাজ !
হে পিতৃব্য করি শুধু কল্যাণ কামনা !

গান্ধারী। হে কল্যাণি, চাহিতেছি সদাই কল্যাণ—

তুমি চাহ মাতা—
মরুভূমি হয়েছে সরস,
তপ্ত বালুরাশি গলি ছোটে স্নেহ মন্দাকিনী।
পান কর, স্নান কর, পরিতৃপ্ত হও।
ত্বরা, ত্বরা, চাহ মাতা,
বিলম্বে বিফল হবে স্বপন টুটিবে,
নিমিষের নন্দন কানন
পত্র হীন, পুষ্প হীন, ফল হীন হবে।

দ্রৌপদী। ক্ষমা কর দেবি !

গান্ধারী। না—না—চাহিতে হইবে।
চাহ মাতা, রাজ্য চাহ, চাহ সিংহাসন,
কৌরবের রাজদণ্ড চেয়ে নাও মাতা।
কোষাগার, অস্ত্রাগার, রাজার মুকুট,
কত রত্ন কৌরব ভাণ্ডারে !
ভিক্ষা নয়, কন্যা তুমি—শুধু চাহ মাতা !

দ্রৌপদী। রক্ষা কর রক্ষা কর দেবি !
ভুঞ্জিতে না পারি মাতা—যা আছে আমার
এই ক্ষুদ্র অঞ্চলেতে বাঁধা।
বিধাতা দিয়াছে যাহা, তুফান তুলিয়া তাহা
প্লাবিত করিয়া দেয় মোরে,
ডুবি কভু, ভাসি কভু, দিই সন্তরণ,
কভু বা অতল তলে রহি নিমজ্জিত।
রম্য উপবন দেবি, রম্য উপবন
আমার চৌদিকে,
ফলগন্ধ, মধুগন্ধ তার পাগল করিয়া দেয় !

তুমি দিবে দেবি !
বিধাতা যগুপি সাধে বাদ,
তবে, তবে,—শিহরিয়া উঠি—
এই মত এই মত—কেশে ধরি মোরে
আছাড়িবে মরুর মাঝারে।

গান্ধারী। অবহেলা ক'রনা পাঞ্চালি—
ত্যজ অভিমান—
অমৃত মথিয়া বিষ তুলেছিলো শিব,
আজি বিষ মথি উঠেছে অমৃত।
হে অমৃতময়ি—তোমারই অঞ্চল পরশে
মহাতীর্থ আজি এই কৌরব নরক।
আজি এই শুভক্ষণে,
ব্যাধিগ্রস্ত জগতের মুক্তিস্নান দিনে,
কক্ষে করি জয় যশ ঐশ্বর্য্য কলস
কাতর করুণ-দৃষ্টি রাখি তোর দিকে
হের, মা, কৌরবলক্ষ্মী দাঁড়ায়ে দুয়ারে—
তুলে নেমা কোলে তারে।
যা চাহিবি পাবি মাতা—কহি পুনর্ব্বার,
চাহ মাতা—রাজ্য চাহ—চাহ সিংহাসন
লোক-বল অর্থ-বল—যাহা কিছু আছে।
চাহ ভীষ্মে, চাহ দ্রোণে, চাহ অন্ধরাজে
চাহ মা আমারে—
এই সভাতলে সর্ব্ব সাক্ষী করি
মরেছে গান্ধারী—বাঁচা মা তাহারে।
সর্ব্ব জগতের সর্ব্ব সন্তানের সকল জননী

মরেছে এখনি—বাঁচা মা তাদের।
চা'রে চা'রে—
ভিখারী করিয়া দেরে—পাপ দুর্য্যোধনে।
সে যেন রে—সে যেন রে
কাঁদিবার তরে—মাগো, মরিবার তরে
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি পায়—
এই মাতৃবক্ষ হ'তে—এই মাতৃবক্ষ হ'তে
প্রতিহত হয়ে যেন যায় রে সে ফিরে।

দ্রৌপদী। হে মহিষি! প্রলোভিত ক'রনা আমারে।
পূর্ব্বজন্ম ঘোর পাপে ইহকাল ভস্মীভূত মোর,
পরকাল নিওনা আমার—
কুরুকুল লক্ষ্মী তুমি আদর্শ জননী;
তুমি যদি বধহ সন্তানে
তোমারও মরণ হবে—আমার মরণ সাথে।

গান্ধারী। ওরে ওরে—কোথা দুর্য্যোধন—কোথা দুঃশাসন,
নিয়ে আয় শর শরাসন—
করাল কৃপাণ আন্—আন্ তরবারি।
দর্পিতা কৃষ্ণার হৃদি ছিন্ন ভিন্ন করি
নেরে প্রতিশোধ—
এই ঘোর পরাজয় তোর সহিতে না পারি।

(তরবারি হস্তে দুঃশাসন ও দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো ও দুঃশা। মাতা—মাতা—

গান্ধারী। আনিয়াছ তরবারি—এসেছ আবার!
ওরে হীন, ওরে দীন, ওরে কুলাঙ্গার,

গান্ধারীর বজ্রদগ্ধ জঠর অনল !
বিষদানে, সর্পাঘাতে, অগ্নিদান করি,
কূটদ্যূতে, গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে,
যে ঐশ্বর্য্য গিয়েছিলে করিতে হরণ—
ওরে ঘৃণ্য, ওরে লোভী, ওরে নরাধম—

দুর্য্যোধন। মাতা—মাতা—

গান্ধারী। শুধু সে ঐশ্বর্য্য নয়—আরও রাশি রাশি
ধরিলাম অঞ্জলি ভরিয়া,
কৃষ্ণা ঘৃণা ভরে ফিরাল বদন !
ধূলি মুষ্টি—ধূলি মুষ্টি সম—
কুবের ভাণ্ডার তোর
ধূলার উপরে ঐ গড়াইয়া যায় !
কৃষ্ণাপদতলে ঐ আছাড়িয়া কাঁদে !
দু'হাতে কুড়ারে দুষ্ট—দিগেরে কর্ণেরে
শকুনিকে দিগে যা পামর।

(দুর্যোধন ও দুঃশাসনের বিরক্ত হইয়া প্রস্থান)

দ্রৌপদী। আশীর্ব্বাদ করগো মা—দাও গো বিদায়—

(যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দ্রৌপদীর পশ্চাতে প্রস্থান)

গান্ধারী। ধন্যা মাতা পাঞ্চাল নন্দিনী,
ধন্যা মাতা সতী শিরোমণি,
লক্ষ্মীরূপে ধরাধামে লভেছ জনম ;
দিব্যমূর্ত্তি দেখিবে মানব
তাই এই ঘোর আয়োজন।
যাও মাতা যাও রাজরাণি—
ধনৈশ্বর্য্য রাজ্য তব লহ মাতা ফিরে।

তুমি মাগো যাদের ঘরণী
পরাজয় কোথা মা তাদের !
যাও মাতা—যাও রাজরাণি
ভারতের মহাযুদ্ধে তুমি শঙ্খধ্বনি !

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকা

(শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী)

রুক্মিণী। কেমনে কাঁদাও জীবে নাথ !

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি প্রিয়ে হাসাও যেমনে।

রুক্মিণী। অনলের নাগপাশে জড়ায়ে মানবে
কেমনে বিদগ্ধ কর জীবে !
হে নিষ্ঠুর ! মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য শত হেরি
হাস্য কর, নৃত্য কর, কেমনে পাষাণ !

শ্রীকৃষ্ণ। কুম্ভকার মৃৎপাত্র পুড়ায়ে যেমন
হাস্য করে রক্তমূর্ত্তি হেরে—
আমিও তেমনি প্রিয়ে
উচ্চ হাস্যে হেসে উঠি দগ্ধ করি জীবে।

বহু যত্নে তুলে লয়ে শিরে
ধীরে ধীরে ল'য়ে যাই তীর্থের বাজারে।
দুঃখ প্রিয়ে! বিচক্ষণ নহি কুম্ভকার,
কত যায় গড়িতে গড়িতে;
কতশত ফেটে যায় অনলে রহিয়া—
লক্ষ লক্ষ পুড়েনাক' মোটে,
মাথা থেকে পথে প'ড়ে ফেটে যায় কত।
অবশেষে বড় বোকা, বড় ভুলো আমি
অন্যমনে চ'লে আসি নামায়ে বাজারে
মূল্য নিতে না থাকে স্মরণ।

রুক্মিণী। আমি যদি হ'তুম গো তুমি
হাসি দিয়ে বিশ্বখানি রাখিতাম ভ'রে।

শ্রীকৃষ্ণ। হাসি কান্না চেন কি রুক্মিণি?
ব্যাধ হাসে বিদ্ধকরি হরিণ-শাবকে,
আনন্দেতে মাংস খায় তার;
অপহারী করে চুরি পরধন হেসে।
ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি
হাহা ক'রে হাস্য করে নর-রক্ত মেখে।
এ হাসি কি হাসি প্রিয়ে? কান্নার জনম,
যুগে যুগে শুরু হয় শুধু।
কাঁদে জীব বিশ্বের ব্যথায়,
কাঁদে জীব অশ্রুজল মু'ছাতে মু'ছাতে,
বিশ্বের মঙ্গল তরে সহিয়া লাঞ্ছনা,
কাঁদে জীব—অভিশাপ দিতে ভুলে যায়।
এই কান্না কাঁদিছে পাণ্ডব,

কান্না নয়—হাসির তুফান ;
বিশ্ব ডুবে যাবে ত্বরা লঃরে তাহার।

রুক্মিণী। হে অঘটন-সংঘটনকারি !
হে পাষাণ ! কেন শুধু কাঁদাও পাণ্ডবে !

শ্রীকৃষ্ণ। কে আমি রুক্মিণি ! কেহ নই—
উচ্চে ঘোরে ভাগ্যচক্রে প্রিয়ে !
মানবের সুকৃতি দুষ্কৃতি।
তুমি আমি দাস দাসী যার,
বিশ্বখানি দীপ্ত প্রতিকৃতি।
হাসি কান্না সুখ দুঃখ জয় পরাজয়,
কোটি কোটি ঘন আবর্ত্তন।
শুন প্রিয়ে অদৃষ্টের খেলা ;
পত্নী পুত্র ভ্রাতৃগণ সাথে
নিজ রাজ্যে ফিরে গেল রাজা যুধিষ্ঠির,
ভাগ্য গেল সাথে সাথে প্রিয়ে !
নাহি হ'ল সমাপন পাপ দ্যূত ক্রীড়া।
শকুনির কুমন্ত্রণা, কর্ণের উৎসাহ
দুর্য্যোধনে করিল উন্মাদ,
নরাধম পিতৃপাশে করিল প্রস্তাব।
পাছে পুত্র করে প্রাণত্যাগ
পুত্রস্নেহ-প্রতিমূর্ত্তি অন্ধ কুরুরাজ,
দিল আজ্ঞা, হ'ল আয়োজন।
পুনঃ হ'ল দ্যূতক্রীড়া, পুনঃ হল জয় ;
পণ ছিল বনবাস দ্বাদশ বৎসর,

বৎসরেক অজ্ঞাত-নিবাস—
স্থির হও,—কেঁদনা রুক্মিণী—
কাম্য বনে বনবাস পালিছে পাণ্ডব।

রুক্মিণী। জীবের অদৃষ্ট-লিপি শুধু অশ্রুজল!
রক্তপাত, আর্ত্তনাদ, শুধু কোলাহল!
কায়মনে ডাকে যারা তোমারে পাষাণ,
তাদের কাঁদাতে হরি, এত ভালবাস!

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি দৃশ্য হেরি!
এ কি বার্ত্তা পশিছে শ্রবণে!
এ কি ব্যথা বাজে বুকে প্রিয়ে!
একি মূর্ত্তি সম্মুখে আমার!
দুর্য্যোধন প্রেরণায় মহর্ষি দুর্ব্বাসা
উপনীত কাম্যবনে ছলিতে পাণ্ডবে!
যাজ্ঞসেনী ক'রেছে আহার,
সূর্য্যদত্তস্থালী এবে শূন্য পড়ে আছে;
কিন্তু এবে সম্মুখে তাহার
অভুক্ত অযুত শিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
ক্লান্তকণ্ঠে মাগিছে আহার—
শূন্য স্থালী, শূন্য ঘর, শূন্য ভিক্ষাঝুলি,
এ কি দৃশ্য! এ কি বিড়ম্বনা!
রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার উত্তপ্ত নিশ্বাস,
অভিশাপ, অভিশাপ—অতিথি বিমুখ—
জ্বলে যাবে পাণ্ডুপুত্রগণ।
রুক্মিণি। রুক্মিণি!
এত ব্যথা পার কি সহিতে?

এই দৃশ্য পার কি দেখিতে ?
কিছুক্ষণ থাক একা—দেখে আসি আমি
বড় ব্যথা বাজিয়াছে বুকে। [দ্রুত প্রস্থান

রুক্মিণী। চমৎকার—চমৎকার—
দৃশ্য চমৎকার! ব্যথা চমৎকার,
না, চমৎকার তুমি!
কে চমৎকার! ভক্ত না ভগবান্।
কে বড়—কার দ্বারে কেবা রহে বাঁধা!
যুগে যুগে ঋণ শোধ কে করে কাহার!
ধন্য ভক্ত,—বড় চমৎকার!
অশ্রু নয়—পূজা উপচার!

তৃতীয় দৃশ্য

(কাম্যবন)।

দ্রৌপদী। আত্মীয় স্বজন ত্যক্ত, ত্যক্ত রাজপুরী—
তুমি বিনা গতি নাই হরি!
ডুবে যাই—ডুবে যাই—অকুল পাথারে
আলো ধর, হে দয়াল, তুলে ধর করে।
দুঃশাসন-হস্ত হ'তে রেখেছিলে হরি
পাণ্ডবের কীর্ত্তিমান্, লজ্জা দ্রৌপদীর;
পুনঃ আজ কাঁদিছে অবলা
রক্ষা কর হে বিধাতা, গতি অগতির।

(ক্লান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণা, কৃষ্ণা,বনবাস তাও এত দূরে! এত দূর হ'বে জান্‌লে না খেয়ে কখনও বেরুতুম না। উঃ বড় কষ্ট হয়েছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

দ্রৌপদী। এসেছ হে দীননাথ, এসেছ দয়াল,
এসেছ হে বাসুদেব—আশ্রিতবৎসল!
বল বল, স্বপ্ন নয়—
সত্য হেরি দিব্যচক্ষে রূপের মাধুরী;
বল বল, মিথ্যা কথা যদি এ স্বপন,
কর্ণ দাও রোধ ক'রে, মুদে দাও আঁখি,
স্বপনের ছবি খানি বুকে এঁকে রাখি।

শ্রীকৃষ্ণ। উপহাসের সময় নয় কৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত্তের সঙ্গে ব্যঙ্গ করা মহাপাপ। আমায় কিছু খেতে দাও, বিশ্বাস না হয়, এই দেখ পেটে কিছু নাই। তোমার ঘরে যা আছে তাই দাও।

দ্রৌপদী। লক্ষ লক্ষ এস ঋষিগণ,
কোটি কোটি এস অনাহারী,
বিশ্বের অতিথি এস পাণ্ডবের দ্বারে,
আর কিছু নাহি ভয়।
দেখে যাও অন্নদাতা আমাদের ঘরে।

শ্রীকৃষ্ণ। পাগলের মত কি ব'কছ পাঞ্চালি! হয়েছে কি?

দ্রৌপদী। ভুলে গেছ হরি তুমি বিধান তোমার!
ছল ক'রে ভুলে গেছ, যা গ'ড়েছ তুমি!
গৃহস্বামি! ভুলে গেছ গৃহবাসী নাম!
হে কপট! আরও চমৎকার!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নিজের কথাই বড় হ'ল ! বুঝেছি, কখনও ক্ষুধার জ্বালাত পাওনি, ঘরে সূর্য্যদত্ত স্থালী আছে যখন যা ইচ্ছা চাইচ, পেট ভ'রে খেয়ে আমোদ ক'র্‌ছ। বেশ চল্লুম, পেটের জ্বালার মত জ্বালা নাই—তুমি আমায় বেশ বুঝালে—　　　[প্রস্থানোদ্যোগ।

দ্রৌপদী।　ফিরে যান হরি !
তবে কি সত্যই ব্যথা,—কাতর ক্ষুধায় !
মাধব ! মাধব !
শুন হরি, পাণ্ডবের বড়ই বিপদ।
অভুক্ত অযুত শিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা
দ্বারে আজ অতিথি মোদের।
অভাগিনী ক'রেছে আহার—
পূর্ণস্থালী ক্ষুণ্ণ হরি, শূন্য হ'য়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আবার ঐ কথা কৃষ্ণা ! পাঁচজন পুরুষ—তোমার ঘরে—এক মুষ্টি অন্ন তোমার ঘরে নাই—এ কথা কি বিশ্বাস হয়—স্পষ্ট ব'ল্‌লেই হ'ত—মিথ্যা ব'লে আমায় কষ্ট দিলে—বেশ থাক—

দ্রৌপদী।　মিথ্যা কথা ! কলঙ্ক দারুণ।
দাঁড়াও, দাঁড়াও হরি দেখাই তোমায়—
মিথ্যা কথা কহে না পাঞ্চালী—　　　[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ।　বেশ বেশ, আন দেখি স্থালী—

(স্থালী হস্তে দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী।　জনার্দ্দন ! মিথ্যা নয়—সত্য শূন্য সব।

শ্রীকৃষ্ণ।　কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা ! এইত রয়েছে অন্নকণা,
ছিন্নশাক পেয়েছি দেখিতে—
দাও কৃষ্ণা, দাও কৃষ্ণা, পেট জ্বলে যায়।

দ্রৌপদী। একি ক্ষুধা, একি রুচি, হরি হে তোমার !

শ্রীকৃষ্ণ। দাও দাও—পেট জ্ব'লে যায়—
দাও কৃষ্ণা, দিও না বিদায়—(লইতে হস্ত প্রসারণ)

দ্রৌপদী। ধর তবে, ধর হরি ধরগো বিধাতা
কৃষ্ণা-দত্ত শাক অন্নকণা। (কৃষ্ণের গ্রহণ ও আহার)

শ্রীকৃষ্ণ। আহা অমৃত, অমৃত—নহে অন্নকণা,
ভক্তি দিয়ে গড়া, সিদ্ধ সাধনা উত্তাপে—
আহা, অমৃত, অমৃত !
এ যে তৃপ্তি মানবের বিকার ঔষধি।
দ্রব হ'য়ে গেল চিত্ত, তৃপ্ত আত্মা আজ।
ছুটে যারে ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্বরা বিশ্ব হ'তে—
ছুটে যারে জঠরের জ্বালা ;
শূন্যস্থালী পূর্ণ হ'ক ত্বরা ;
বিশ্বাত্মা হউক তুষ্ট আহারে প্রচুর,
ক্ষণতরে সারা বিশ্ব হ'ক ভরপুর।
কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা ! ডেকে আনি ঋষিগণে
কর আয়োজন— (প্রস্থানোদ্যোগ ও ভীমের প্রবেশ)

ভীম। আর যেতে হ'বে না—সব পালিয়েছে—

শ্রীকৃষ্ণ। পালিয়েছে ! সে কি !

ভীম। বুঝ্তে পারলুম না—বোধ হয় কি ব্যারাম হ'য়েছে—সব উদ্গার কর্ছে—তাদের অভ্যর্থনা কর্তে গেলুম—আমাকে দেখে সব কাঁপতে লাগ্ল—বল্লুম ভয় নেই—কেউ শুনলে না—উর্দ্ধশ্বাসে সব ছুটে পালিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি দুর্ব্বাসা ?

ভীম। খুঁজে পেলুম না—

শ্রীকৃষ্ণ। তাইত—তা—যাক্ কোন রকমে উদ্ধার হওয়া গেছে—এস বৃকোদর—　　[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। বুঝেছি গো দয়ার আধার !
ক্ষুধা নয় তৃষ্ণা নয় বেজেছিল বুকে,
তাই হরি এসেছ ছুটিয়া।
দীনবন্ধু ! জগবন্ধু ! বুঝেছি দয়াল,
শাকান্ন আদর করি মুখে দিলে হরি,
বিশ্বাত্মা হইল তৃপ্ত তব তৃপ্তি হেরি !

চতুর্থ দৃশ্য

(দ্বারকা)

রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ।

রুক্মিণী। চোর চুরি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি বলে আমি সাধু, তাও বিশ্বাস হয়, কিন্তু তুমি নিরপেক্ষ বল্‌লে যেন কেমন কেমন লাগে।

কৃষ্ণ। তোমার চক্ষে এতদূর অধঃপতন আমার হ'য়েছে প্রিয়ে—

রুক্মিণী। মজা এই, তোমার মুখের উপর কথা ব'ল্‌তে গেলে, কেউ ভাষা খুঁজে পায় না,—তোমার বাঁকা গড়ন যে দেখেছে, তারই বুদ্ধি বাঁকা হয়ে গেছে। যে তোমার ঐ বাঁকা চোখ দুটির দিকে একবার তাকিয়েছে সেই হতভম্ব হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। তাই বুঝি শিশুপাল ভাষা না খুঁজে পেয়ে তোমার বিয়ের সম্প্রদানের মন্ত্র আউড়েছিল।

রুক্মিণী। ঐ যে বল্‌লুম—উপমা তোমার কথায় কথায়,—আর কথায় কথায় মানুষকে বোকা বুঝিয়ে দিতে পার বেশ—

কৃষ্ণ। কেন? তুমিই দেখনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস পূর্ণ হ'য়ে গেল'—অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাটরাজের মেয়ে উত্তরার বিবাহ হ'য়ে গেল। মনে ক'র্‌লুম সব হাঙ্গামা চুকে গেল। রাজ্যার্দ্ধ পুনঃপ্রাপ্তির প্রস্তাব ক'রে কুল-পুরোহিত ধৌম্যকে হস্তিনায় পাঠান হ'ল। হাঙ্গামা মেটা চুলোয় যাক্, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে না ব'লে দুর্য্যোধন হাঁকিয়ে দিলে। বুঝলুম যুদ্ধ অনিবার্য্য—পাছে কুরুপক্ষ আমায় দোষ দেয়—তাই আমি সত্বর দ্বারকায় চলে এসেছি।

রুক্মিণী। ঐ ত ব'লেছি, তুমি বুঝিয়ে দিতে পার বেশ—যে যেমনটি বুঝ্‌তে চায়, তাকে তেমনটী ভাবে বুঝিয়ে দাও। তবে যখন একজনকে ক্রমাগত কাঁদ্‌তে দেখি নাথ! তখন তোমার যুক্তি তর্ক আমার চোখের জলে ভেসে যায়, তোমার উপর আমার বড় রাগ হয়—

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আজ তুমি একটু বিশ্রাম করগে রুক্মিণি। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, দুজন বিশিষ্ট অতিথির আসবার আজ কথা আছে, তাঁদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকৃতে হবে—

রুক্মিণী। তাই বুঝি রকম রকম আসন এসেছে, তা দুজনেই যখন বিশিষ্ট তখন দুখানাই সোনার আসন আনলেই হ'ত ত—

কৃষ্ণ। তা যা বলেছ, তবে কি জান, এই যে দুখানা সম্মুখে দেখ্‌তে পেলুম তাই আনালুম, এতে কি এসে যাবে—আমার কাছে সোণা, রূপো, মাটী সব সমান—জীব জন্তু কীট পতঙ্গ, সব আমি সমান চক্ষে দেখে থাকি। তাই আমি বিচার করি না, আমার দ্বারে এসে যে যা চায় তাকে তাই দিই। যে ঐশ্বর্য্য চায় তাকে ঐশ্বর্য্য দিই, যে রূপ চায় তাকে রূপ দিই—যে আমাকে চায় তার সহায় হই—না দিয়ে থাকৃতে পারি না—হয়ত তুমি এটা আমার বড় বদ-অভ্যাস বল্‌বে।

রুক্মিণী। আচ্ছা এখন আর তোমাকে এ নিয়ে জ্বালাতন ক'রব না, এর পর তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রব। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। আচ্ছা আমিও ঘুমিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই। (শয়ন)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এই যে যদুপতি ঘুমাচ্ছেন দেখ্‌ছি, কিন্তু অর্জ্জুন আমার আগে এসে চলে যায়নিত! না—তা অসম্ভব—আচ্ছা অপেক্ষা করা যাক্, কতক্ষণ আর ঘুমাবেন।

(মস্তক সমীপস্থ প্রশস্ত আসনে উপবেশন)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই যে দুর্য্যোধন আমার আগে এসে উপস্থিত হ'য়েছে—

দুর্য্যোধন। কি অর্জ্জুন! প্রাণটা বড় খারাপ হয়ে গেল নয়! বলি কুশল ত?

অর্জ্জুন। কুশল আর কৈ কুরুরাজ। আপনার কুশল ত?

(পদপ্রান্তে ব'স্‌লেন)

দুর্য্যোধন। তা ঠিক ব'লছে তৃতীয় পাণ্ডব। কি ক'র্‌ব বল ভাই, আমার ঘোড়াটা কিছুতেই শুন্‌লে না, হুড়মুড় ক'রে তোমার আগেই এসে হাজির হ'ল! তা আমি বড় দুঃখিত রইলুম—তোমার এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম বৃথা হ'ল—

অর্জ্জুন। তীর্থে এসেছি, অগ্র-পশ্চাতে কি এসে যাবে কুরুরাজ!

(শ্রীকৃষ্ণের গাত্রোত্থান ও পার্থকে দৃষ্টি গোচর করিয়া)

কৃষ্ণ। কে? সখা! কতক্ষণ? একি, কুরুরাজ! বড় সুখী হলুম্, কিন্তু—

দুর্য্যোধন। আমরা উপস্থিত সময়ে আপনাকে বরণ ক'রতে এসেছি। আপনার সহিত আমাদের সমান সম্বন্ধ, তথাপি যে প্রথম আগমন করে সাধুগন তারই পক্ষ অবলম্বন করেন। আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়, অতএব আমার পক্ষ অবলম্বন করুন।

কৃষ্ণ। কুরুবীর! তুমি যে অগ্রে আগমন ক'রেছ এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর ক'রেছি—এই নিমিত্ত তোমাদের উভয়কেই সাহায্য ক'রব। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠের বরণ অগ্রে গ্রাহ্য ক'রতে হয়—অতএব অর্জ্জুনই অগ্রে বরণ ক'র্‌বার অধিকারী। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক, আর অন্য পক্ষে আমি সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র অবস্থান করি। ধনঞ্জয়! যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয় তাহাই অবলম্বন কর।

অর্জ্জুন। আমি তোমায় বরণ ক'র্‌লুম যদুপতি!

দুর্য্যোধন। সাধু সাধু অর্জ্জুন! যাদব! আমি আপনার অন্য পক্ষ গ্রহণ ক'র্‌লুম।

কৃষ্ণ। উত্তম—এস কুরুরায়! তোমায় সৈন্যদান ক'র্‌তে বলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আজ আমার সধনা সফল হ'ল—আজ বিজয়লক্ষ্মী আমার।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। বুদ্ধিহীনের মত কি ক'র্‌লে সখা! পরাজয় বেছে নিলে!

অর্জ্জুন। আমি ত জয় চাই না, আমি চাই তোমায়। কেশব, কেশব! যুদ্ধে তুমি আমার সারথি হও। অগতির গতি! তুমি আমার রথের গতি ফিরাও—আমার গতি কর'। তুমি দুহাত দিয়ে অশ্বের বল্গা চেপে ধর—আমি দেখি, শত্রু দেখুক,—জগৎ দেখুক—স্রষ্টার হাতে শাসন

বজ্জু, নিয়তির হাতে জীবের প্রাণ—তীর্থের দ্বারে পুণ্যের আহ্বান। এখন বিদায় দাও সখা।

কৃষ্ণ। তা যাবে—তবে এস। [অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। মিটল না? যুদ্ধ নিশ্চয় বাধল। যখন তুমি শুদ্ধ মেতেছ আর উপায় নাই।

কৃষ্ণ। নিরুপায় প্রিয়ে!
যুদ্ধ, যুদ্ধ, অনিবার্য্য বাধিল সংগ্রাম।
যুদ্ধ নব, মহাযুদ্ধ, সৃষ্টির প্রলয়,
হত্যাকাণ্ড ভুবার বিষম।
একদিকে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কর্ণ অশ্বত্থামা,
জয়দথ, কৃতবর্ম্মা, মহা মহারথী।
অন্য দিকে সপ্ত অক্ষৌহিণী—
হ'ক ক্ষীণ, হউক দুর্ব্বল—
যুদ্ধ যুদ্ধ অনিবার্য্য বাধিল সংগ্রাম।

রুক্মিণী। দুর্ব্বলেরে কেন প্রভু দিতেছ ঠেলিয়া
ধ্বংসের আবর্ত্ত মুখে,
অধর্ম্মের দ্বারে কেন ধর্ম্মে নিষ্পেষিবে।
শান্তি। শান্তি। বল একবার।

কৃষ্ণ। শান্ত। শান্তি! শান্তির এ ঘোর আয়োজন।
নব সৃষ্টি রচিব জগতে,
গাহিব জগতে প্রিয়ে ধর্ম্মের মহিমা।

বীর-রক্তে ধুয়ে দিয়ে পৃথ্বীর কলুষ,
পুণ্যতীর্থ গড়িব বিরাট্।
রক্তরসে সিক্ত করি প্রতি ধূলিকণা,
বীর দর্পে কর্ষিয়া ধরণী,
রোপিব পুণ্যের বীজ ;
ফল ফুল শস্য রূপে উঠিবে ঝলসি
রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান।

রুক্মিণী। স্পর্শে যদি দিতে পার মৃত-সঞ্জীবনী,
সিঞ্চি বারি পার যদি জীয়াতে পরাণ,
তবে কেন বল জগন্নাথ!
রক্তপাতে নব সৃষ্টি কর আকিঞ্চন ?

কৃষ্ণ। কীটে নষ্ট করে যে শাখায়
কাটিয়া পৃথক করা বিধি সুবিচার ;
আশীবিষে দংশেছে যাহারে,
অস্ত্রাঘাত, রক্তপাত ব্যবস্থা তাহার।
তবু যাব প্রিয়ে!
সন্ধি তরে অবিলম্বে যাব হস্তিনায়,
মিষ্ট বাক্যে বুঝাব কৌরবে—
শেষ চেষ্টা কিন্তু প্রিয়ে বৃথা হবে মোর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

(হস্তিনা সভা।)

শকুনি।

শকুনি। শিরায় শিরায় বহ্নি, মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালা। দুর্য্যোধন! মনে পড়ে সেই অন্ধকূপ! আমাদের একশত ভাইকে আবদ্ধ ক'রে এক এক সরা ধান আর এক এক গণ্ডূষ জল দিয়ে চলে গেলি—আর আমার সেই নিরানব্বইটি ভাই ধানের সরাগুলি আমার হাতে তুলে দিয়ে একটি একটি ক'রে অনাহারে ম'র্‌তে লাগ্‌ল—যাবার সময় কেবল বলে গেল—প্রতিশোধ নিস, প্রতিশোধ নিস্। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—জীর্ণ কঙ্কালগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—নিশ্বাসে যেন সে গুলো আজ বেজে উঠছে, কুরুরক্তে সজীব হবে ব'লে যেন চীৎকার ক'রছে। দেব, দেব, কাঁদিস না ভাই—একটি একটি মুণ্ড কেটে জীর্ণ মূর্ত্তি সাজিয়ে দেব—রক্তস্রোতে স্নান ক'রিয়ে অনশন জ্বালা জুড়িয়ে দেব। ভুলিনি, ভুলিনি, গুরুর রক্তে উদর পূর্ণ করিয়ে, পুত্ররক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে স্বজনের কঙ্কালের উপর বসিয়ে দুর্য্যোধনকে একটু একটু করে নরকের পথে নামিয়ে দেব!

(দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। মামা! মামা! হাঃ হাঃ হাঃ, উপযাচক হ'য়ে কেশব আজ সন্ধি ক'রতে আসছেন—করুণা, করুণা, দেখব কেশব! তোমার নিরস্ত্র বাহুতে কত শক্তি ধর।

দুঃশাসন। কিন্তু মামা! ভালই হ'য়েছে, কাল রাত্রে কেশব আমাদের আশ্রয় নেয়নি—তা হ'লে হয়ত বাবাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি ক'রে ফেলত'।

শকুনি। মতিচ্ছন্ন, মতিচ্ছন্ন, কোথায় ক্ষীর সর খেয়ে, সোণার ঝালর দেওয়া বালিশ মাথায় দিয়ে রাত কাটাতো, তা নয় বিদুরের ঘরে খুদ কুঁড়ো খেয়ে, চেটাই পেতে শুয়ে নাকি রাত কাটিয়েছে শুনলুম।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। কেশব সভায় আসছেন, কেশব সভায় আসছেন, সাবধান।

দুর্য্যোধন। সাবধান কিসের সখা! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—ক্ষত্রিয় আমি, বীর আমি, বসুন্ধরা আমার—

(ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কৃষ্ণের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। আসুন, আসুন, আসন গ্রহণ করুন—আজ আমার কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য—

(কৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিলেন)

(বৈতালিক গণের প্রবেশ ও গীত)

গীত।

এস জগতের দুঃখহারি।
রাধিকার কালো, জগতের আলো, রাজার রাজা এস ভিখারি।
আলোক ভঙ্গে নামিলে রঙ্গে ধন্য করিলে যেদিন ধরা,
হরষে নৃত্য করিল পৃথ্বী ঝরিল তীব্র করকা ধারা।
অনন্ত-নাগ-বিস্তৃত ফণা ছত্র তোমার শিরে,
কংসের ভয়ে ভাবিছে জনক দাঁড়ায়ে যমুনা তীরে।
তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে রঙ্গে ছুটিছে যমুনা বারি,
দেখিয়া তোমারে নত করি শির, ত্বরা দিল পথ ছাড়ি।
পুতনা অরিষ্ট অঘ বকাসুরে মারিলে মুক্তি করিলে দান,

চরাইয়ে ধেনু বাজাইয়ে বেণু হরিলে গোপ গোপিনী প্রাণ।
পালে পালে পালে গোধন সৃজিলে ব্রহ্মার মোহ করিলে নাশ,
কালিয়ার শিরে দিলে পদ তুলে, ঝরে গেল তার বিষের শ্বাস।
শিখালে বিশ্বে কর্ম্মের কথা ইন্দ্র দর্প করিলে চূর,
ছড়ালে জগতে প্রেমের কাহিনী, তুলিলে বাঁশিতে মোহন সুর।
পাপ কংশে করিলে ধ্বংস, মুক্ত করিলে মথুরাপুরী।
কাল যবনে কাল সদনে পাঠালে কৌশলে তুমি হে হরি॥

কৃষ্ণ। মহারাজ! দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলের ভূষণ স্বরূপ। এই কুলে, বিশেষ আপনি বর্ত্তমান থাকতে কৌরবগণ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এ বড় বিস্ময়ের কথা। কুরু পাণ্ডবের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি পুত্রগণকে শাসন করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করি। কৌরবগণ আপনার সহায় আছে এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় ক'রে স্বচ্ছন্দে ধর্ম্ম চিন্তা করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণ সংমিলিত হ'লে সমগ্র পৃথিবী আপনার অধিকৃত হ'বে। যুদ্ধ কেবল মহামৃত্যুর হেতু। পাণ্ডব কিংবা কৌরব যে পক্ষেরই ক্ষয় হ'ক তাতে আপনারই ক্ষয়। অতএব সন্ধিই কর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন। হাঃ হাঃ হাঃ কর্ণ! কর্ণ! হাঃ হাঃ হাঃ—

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! ওঃ পাপের শাস্তি। কেশব! আমি স্বাধীন নই, অন্ধ, তুমি এই দুর্ব্বৃত্তকে শাসন কর।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধন! পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতিগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ভাই! তোমার জন্য যেন কুরুকুল ধ্বংস না হয়। পাণ্ডবগণ তোমার পিতাকে মহারাজ্যে ও তোমাকে যৌবরাজ্যে বরণ ক'রবেন। বড় গৌরবের বিষয় হবে দুর্য্যোধন। শত্রু নতজানু হ'য়ে তোমার দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্বে—মিত্র তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হবে। তীর্থ ক্ষেত্রের মত তোমার দ্বার বিশ্ববাসীর সম্মুখে মুক্ত থাক্‌বে; পুণ্যাত্মা তোমার দ্বারে তার সমাধি নির্ম্মাণ ক'রবে—পাপী চখের জলে তার দেহের

পঙ্কিলতা ঝরিয়ে দেবে। জননীর মত তরল স্নেহে বিশ্ববাসীকে বুকে জড়িয়ে ধরবে—পিতার মত গম্ভীর বেদনা বুকে ক'রে তাদের শাসন ক'রবে। বড় সুখের হবে দুর্য্যোধন! রাজলক্ষ্মীর অবমাননা ক'রো না ভাই! পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যের অধিকারী—না দুর্য্যোধন, তারা ভিক্ষা চাইছে—তাদের ভিক্ষা দাও—তোমার শ্রীবৃদ্ধি হ'ক।

দুর্য্যোধন। কোন অপরাধে? পাশা খেলায় হেরে তাদের বনে যেতে হ'য়েছিল বলে? সত্যপালন বুঝি বড় অধর্ম্মের কার্য্য! শুন কেশব! দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে এ সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে বিশ্বে আর কেউ নাই। পাণ্ডবেরা! ভিক্ষাই তাদের জীবিকা, অরণ্যই তাদের উপযুক্ত বাসস্থান। এতবড় একটা সাম্রাজ্য ধর্ম্মের খাতিরে অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে পৃথিবীর অমঙ্গল করতে পারি না। যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছ কৃষ্ণ! যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। জয় পরাজয়—সে ত কীর্ত্তি। মৃত্যু! সে ত ত্রিদিবের আসন।

কৃষ্ণ। স্থির হও দুর্য্যোধন! তুমি যখন বীর-শয্যার অভিলাষী তোমার বাসনা পূর্ণ হবে; কিন্তু তোমার এ যুদ্ধ নয় দুর্য্যোধন! এ তোমার আত্মহত্যা। নীচাশয়! ভরতকুলগ্লান! অপরাধ কি? রাজসূয় মনে পড়ে? পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য দেখে কে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল? দুষ্ট শকুনির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণকে কে পরাস্ত করেছিল? দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে—উঃ কি সে দৃশ্য! দুর্য্যোধন! বিষদান, সর্পাঘাত—পুরোচনকে মনে পড়ে? মাতার সঙ্গে বারণাবতে পাঠিয়ে পাণ্ডবদের বিনাশের চেষ্টা কে করেছিল? আর কত ব'লব? চিত্রসেনের কথা—ঘোষযাত্রার কথা মনে পড়ে? তুমি যাচ্ছিলে দ্বৈতবন থেকে পাণ্ডবদের উৎসাদন ক'রতে—কিন্তু কি উদার সেই পাণ্ডবেরা! গন্ধর্ব্ব হস্ত হ'তে তোমার প্রাণ মান রক্ষা ক'রলে। তারপর দুর্ব্বাসার পারণ—না আর বলব না। পিতা, গুরু, পিতামহের বাক্যও যখন তুমি গ্রহণ ক'রনি

তখন তোমার শ্রেয়োলাভ সুদূর পরাহত। তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী।

শকুনি। ভারি কড়া কড়া ব'লছে, বুঝি মাতী হয়, না, কিছু মন্ত্রণা দিতে হ'ল। (দুঃশাসনের কর্ণে কথোপকথন)

দুঃশাসন। দাদা! তুমি সুবিধে করে ব'লতে পারছনা—এস, এস মাথা ঠাণ্ডা ক'রবে এস—

দুর্য্যোধন। যা ব'লেছ—চল চল সব, এখানে ব'কে কোন লাভ নাই।

[দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধনের স্পর্দ্ধা দেখলেন সব!

ধৃতরাষ্ট্র। চলে গেল, চলে গেল—বিদুর! তুমি একবার গান্ধারীকে ডাক, সে একবার শেষ চেষ্টা করুক। [বিদুরের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কুরুবৃদ্ধগণ! ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুরাচার দুর্য্যোধনকে শাসন না ক'রে নিতান্ত অন্যায় ক'র্‌ছেন। যদি শ্রেয়োলাভ ইচ্ছা করেন, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বন্দী ক'রে পাণ্ডব হস্তে অর্পণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। হায়! হায়! অন্ধ আমি, স্বাধীন নই—তা না হলে, তাইত, কি করি—কুপুত্র কুপুত্র—

বিদুর ও গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। কুপুত্রকে ত্যাগ কর মহারাজ! শাস্ত্রের কথা—কুল-রক্ষার নিমিত্ত একজনকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়; গ্রাম-রক্ষার নিমিত্ত কুল—জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম—আত্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! বিদুর! আর একবার সেই হতভাগাকে ডাক।

[বিদুরের প্রস্থান।

গান্ধারী। মহারাজ! বৃদ্ধ তুমি—এ বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তুমি। অন্ধরাজ! বিবেকের অন্ধত্ব মোচন কর—স্নেহের দ্বারে কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিও না। বিচার ক'রে বেছে' নাও মহারাজ! একদিকে মূর্খ দুঃসহায়, দুরাত্মার হস্তে রাজ্য সমর্পণ ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার—অন্যদিকে ধর্ম্মের হস্তে শাসন দণ্ড তুলে দিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। কেন? আমায় আবার কেন?

গান্ধারী। কেন, শুনবে দুর্য্যোধন? শুন, তোমার জননী আমি—বুকের রক্ত পান করিয়ে তোমার অস্থিমজ্জা দৃঢ় ক'রে তুলেছি—চ'খের জলে ইষ্ট দেবতার পূজা ক'রে তোমার কল্যাণ কামনা ক'রে এসেছি। তুমি হেসেছ, শত যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে আমি হেসেছি—তুমি কেঁদেছ, বুকে তা আমার শেলের মত বেজেছে—বৎস! আমি তোমার মা—তুমি আমায় পদদলিত ক'রে যদি চ'লে যাও দুর্য্যোধন! তথাপি আমি তোমায় অভিসম্পাত দিতে পা'র্‌ব না। ক্রুদ্ধ হ'তে যাব আমি, অশ্রুজলে চক্ষু ভ'রে যাবে। প্রহার ক'রতে বদ্ধমুষ্টি হ'ব—মুষ্টি খুলে যাবে, আশীর্ব্বাদের মত সে হাত তোমার মস্তক স্পর্শ ক'রবে। দুর্য্যোধন! মা'র ভালবাসা—রাজনীতির বন্ধন নাই, সমাজনীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—ভেদনীতিতে পৃথক হয় না—দণ্ডনীতিকে ভয় খায় না। মা'র ভালবাসা—শুধু একটা অব্যক্ত মধুর ত্যাগের উৎস—স্বার্থের কলুষ নাই, নিরাশার অবসাদ নাই। জগতে মায়ের মত বন্ধু তুমি খুঁজে পাবে না দুর্য্যোধন! তাই তোমায় আমি ডেকেছি। তুমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ব'সে দারিদ্র বেছে নিচ্ছ, অমৃত ভ্রমে গরল পান ক'রছ, তাই আমি এসেছি, সাবধান দুর্য্যোধন! লালসা ত্যাগ কর—অর্দ্ধরাজ্য অর্পণ ক'রে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।

দুর্য্যোধন। আবার সেই কথা! মা! মা! সন্তানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'রবে!

না, না, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যদি একত্র হ'য়ে আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধরে তথাপি ক্ষত্রধর্ম্ম হ'তে বিচলিত হব না। শুন কেশব! সভাসমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি—কর্ণসহ আমি রণযজ্ঞে দীক্ষিত হব। বিপক্ষে আমার যে দাঁড়াবে, তার শিরশ্ছেদ ক'রব। [প্রস্থান।

গান্ধারী। শিরশ্ছেদ—শিরশ্ছেদ—
নিজ হস্তে নিজ শির করিবে বিচ্ছেদ!
ছিন্নশিরে মুকুট পরিবে রাজা!
পদতলে দলিয়া যে যাবে, তাহারে কহিবে—
"ওরে দেখ্—দেখ্
স্কন্ধচ্যুত আমি, মুকুট অচ্যুত আছে।"
তাই কর তাই কর রাজা দুর্য্যোধন।
প্রস্তুত গান্ধারী।
যেই বক্ষে শতপুত্র রেখেছিলে মাথা
ফিরাবে না সেই বক্ষ হ'তে।
শীর্ণ বক্ষ শত হস্ত করি বিস্তারিত,
শত পুত্র মুণ্ডমালা দুলাতে গলায়,
কুতূহলে এই দেখ দু'হাত বাড়ায়।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। জনার্দ্দন—আপনাকে বন্ধন ক'রতে দুষ্টেরা পরামর্শ করছে।

কৃষ্ণ। তাই নাকি—না, বিদুর—একি সম্ভব, আমি দূত, আমাকে বন্দী।

গান্ধারী। এতদূর—এতদূর—
মৃত্যু কিরে এতই নিকটে
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য তার!

অন্ধরাজ ! করহ ঘোষণা—
কেহ নহে দুর্য্যোধন রাজ্যের তোমার।
করহ আদেশ—
বন্দী করি অবিলম্বে পাপ দুর্য্যোধনে
পাণ্ডবের পদপ্রান্তে দিক্ উপহার।
হে কেশব ! তুমি যাও—এই স্থান হতে।
হে হরি ! অনুরোধ মোর,
ত্যজ এই স্থান—না, না—যাও,—চলে যাও।

কৃষ্ণ। ভয়ে মাতা ! দুর্য্যোধন ভয়ে !
শত দুর্য্যোধন মোর কি করিতে পারে—
লক্ষ কর্ণ কোটী দুঃশাসন !
তবে যদি প্রবর্দ্ধিত হয় অহঙ্কারে,
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান,
মুহূর্ত্তেকে চক্রে সংহারিয়া—
না—না—ভয় কি জননি !
ভাই হতে ভাইয়ের কি ভয়
থাকে যবে মার দু'টীপাশে।

গান্ধারী। ভয় নয়—ভয় নয়—
হিরণ্যাক্ষ বিনাশকে কে দেখাবে ভয় !
হিরণ্যকশিপুনাশি—মহাকাল সর্ব্বগ্রাসী—
সমুদ্র মথনকারী, কূর্ম্মরূপধারী হরি,
কে দেখাবে ভয় !
স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসকারী, বলি-দর্প খর্ব্বকারী,
কেশী কংশ নিসূদন—মহাদৈত্য বিনাশন,
বাসুদেব—জগন্নাথ—শ্রীমধুসূদন—

কে দেখাবে ভয়—কে তোমায় করিবে বন্ধন !
ভয় নয়—ভয় নয়—অপমান কথা ;
গান্ধারী দাঁড়ায়ে রবে—
গান্ধারীর ইষ্টদেবে
কটু কবে আজ তার পুত্র পিশাচেরা !
উদ্দেশে তোমার—ব্যর্থ অস্ত্র করিবে প্রহার !
হে শ্রীহরি—পদে ধরি, ত্যজ এই স্থান।

কৃষ্ণ। তাই যাই—যাই মা পলায়ে।
কিন্তু মাতঃ—
অন্যরূপ ছিল আজ বাসনা আমার।
কোথা ভাই দুর্য্যোধন, কোথা ভাই দুঃশাসন,
প্রবল বাসনা মোর
বন্দী হ'তে চিরতরে তোদের দুয়ারে—
দু'টি হস্ত এক করি—সর্ব্বকাম্য পরিহরি,
এই দেখ রয়েছে দাঁড়ায়ে।
কই ভাই পারিলি বাঁধিতে !
কতদিন, কতনিশি, জাগ্রতে নিদ্রায়
করি করাঘাত ভাই তোদের দুয়ারে
পাইনিক সাড়া—
হতাশে নৈরাশে ভাই গিয়াছি ফিরিয়া—
যাই—যাই মা পলায়ে—

(দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। কোথা যাবি পলায়ে তস্কর—
বাঁধ্ বাঁধ্—বাঁধ্ দুঃশাসন।

(সহসা অন্ধকার হইল ও বিশ্বরূপের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্ধকারে দাঁড়াইয়া)
বাঁধ বাঁধ ঐ যায়—পলায়ে দুরাত্মা।

দুর্য্যোধন। মার্ মার্ দুঃশাসন—গোপের নন্দনে (শূন্যে অস্ত্রাঘাত)

দুঃশাসন। দাদা—দাদা—উত্তরে তোমার ভীরু—

দুর্য্যোধন। মার্—মার্ দুঃশাসন—

গান্ধারী। সংহার—সংহার—
প্রেমভোলা-ভোলা-স্কন্ধে রাখি,
রক্ত-আঁখি-বিগলিত-শিব নেত্রাসারে
ধৌত পূতঃ সতীদেহ খানি
যেমনে করিয়া ছিন্ন—হে চক্রপাণি,
একপঞ্চাশৎ পীঠ করিলে রচনা,
সেই মত সেই মত দেব !
ধৃতরাষ্ট্র সযত্ন রক্ষিত এই স্নেহপাপে
তাঁরি বক্ষে রাখি,
সহস্র খণ্ডেতে খণ্ড করি জনার্দ্দন
সহস্র নরক কুণ্ড করহ নির্ম্মাণ।

দুর্য্যোধন। মার্ দুঃশাসন—
উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে আমার—

দুঃশাসন। অগ্নিকোণে—বায়ুকোণে—ঈশানে নৈঋতে
অগ্নিরূপে—ঝড়রূপে—বজ্রের অনলে—
(পতন ও মূর্চ্ছা

দুর্য্যোধন। ক্লান্ত আমি—মার্ দুঃশাসন
ঊর্দ্ধ দিয়া অধোভাগে দুরাত্মা পলায়—
(পতন ও মূর্চ্ছা)

(চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

সংহার মূর্ত্তি।

গান্ধারী। সম্বর সম্বর হরি প্রলয় মূরতি,
সম্বর সম্বর কৃষ্ণ ভ্রূকুটি তোমার ;
শুধু যাবেনা'ক দুর্য্যোধন—
জ্বলে যাবে সমগ্র জগৎ,
রক্ত বন্যা তুলিবে তুফান।
শত সূর্য্য জ্বলে হেরি নয়নে তোমার,
দণ্ডিবারে পাপের শাসন ;
জ্বলে জ্যোতিঃ দীপ্ত হুতাশন,
যে প্রভাবে বিশ্বে তুমি কর সন্তাপিত।
কণ্ঠে তব মৃত্যুর গর্জ্জন,
ওষ্ঠাধরে ভূমিকম্প কাঁপে—
পৃথিবীর নিম্নগর্ভে করিতে প্রোথিত
লক্ষ রাজ্য অধর্ম্ম পীড়িত।
শোণিতাক্ত লেলিহান হেরি লক্ষ জিহ্বা,
তীক্ষ্ণধার দংষ্ট্রা করাল,
আকর্ষিয়া কোটি কোটি ধর্ম্মের বিপ্লব
কর তুমি আনন্দে চর্ব্বণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গান্ধারী ও দুর্য্যোধন

দুর্য্যোধন। হেরিবে বলিয়াছিলে মোরে একদিন,
হের মাতা—হের একবার—
আশীর্ব্বাদে পূর্ণ ক'রে দে মা আয়োজন,
বজ্রদৃঢ় ক'রে দে মা মোরে।

গান্ধারী। প্রয়োজন নাহি আর—
নিভৃতে থাকিতে চাই—চলে যারে ক্রুর।

দুর্য্যোধন। প্রয়োজন আমার জননি—
নিভৃতে রাখিয়া তাই ক্রূর দুর্য্যোধনে
নগ্ন পদে, নগ্ন দেহে, নগ্ন শিরে মাগো,
নগ্ন করি সকল প্রবৃত্তি
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র শিশু সম
ক্রোড়তলে রয়েছি দাঁড়ায়ে।
সিক্ত করি দে মা মোর সর্ব্ব অবয়ব
তোর স্নেহনীরে—
হের মা আমায়—বল মা আমায়
মহাযুদ্ধে হবে কার জয়—

গান্ধারী। হবে কার জয়!
ওরে দুরাশয় এখনও সংশয়!

বলিহারি স্পর্দ্ধা তোর—
ওরে মূঢ় অত্যাচারী রমণী পীড়ক
নারী গর্ভে লভিয়া জনম
নারী রক্তে পুষ্ট করি সৌন্দর্য্য স্পর্দ্ধ র
নারী রক্তে বাণী তোর করিয়া ক্ষুর।
মা ব'লে না ডাকিতে পারিলি !
অনাথিনী অবলারে সভামধ্যে আন
মাতৃবক্ষে করিলিরে তীব্র পদাঘাত।
মাতা তোর নহি আমি—কিন্তু নারী আমি—
নারী গর্ব্ব খর্ব্ব করি—জিজ্ঞাস নারীরে
হবে কার জয়
মাতৃহন্তা, চ'লে যারে দূরে
যথা ধর্ম্ম তথা হবে জয়—

দুর্য্যোধন। তবে জয় হইবে আমার—
মোর ধর্ম্ম মোর কাছে উজ্জল সরল
মোর ধর্ম্ম শুধু চাহে জয়।
জয়ধ্বনি করি সে আমারে কয়
নতশির কভুনা করিবে ;
রাজদণ্ডে ভাগ নাহি দিবে।
পৃথিবীর মস্তক উপরে
সূর্য্যসম-রাঙ্গা হয়ে লভিয়া জনম,
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপে ঝল্‌সিয়া দিয়া,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে যাইবে নামিয়া।
মোর ধর্ম্ম মোর কাছে অক্ষয় অব্যয়—
জয় মোর ধর্ম্ম মাতা—ধর্ম্ম মোর জয়—

গান্ধারী। দূর হ'রে নির্লজ্জ অধম—
চাহিনা শুনিতে—চাহিনা দেখিতে মুখ
মাতৃদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী—নির্ম্মম ঘাতক—
কৃষ্ণদ্বেষী তুইরে পামর।

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ কথা—কৃষ্ণ কথা কহিওনা মাতা!
ঐ নামে রুচি নাহি মোর।
দর্পিত স্পর্দ্ধিত ঐ গোপের নন্দন
নিক্ষত্রিয় করিতে ধরায়
ক্ষত্রগণে অস্ত্ররূপে করে নিয়োজন।
আর যত ক্ষত্র কুলাঙ্গার
ছলনায় ভুলি তার, ভুলিয়া অস্তিত্ব
দু'টি হস্তে করিতেছে পদ প্রক্ষালন!
শিশুপালে বধেছে পামর,
শঠতায় জরাসন্ধে বধিয়াছে হীন।
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে পাড়ি সেই শঠে
মুছে দেব ক্ষত্রিয়ের গ্লানি!
এই যুদ্ধ নহে মাতা পাণ্ডবের সনে—
তুচ্ছ গণি সেই ভীরুদলে।
অতি দীন অতি হীন নপুংসক তারা।
করিয়াছি অত্যাচার—রমণী পীড়ন।
কেন করিয়াছি?
কোন যুক্তি নাহি মোর ঠাঁই।
কোন্ যুক্তি ছিল মাতা পাণ্ডব হৃদয়ে
কোন্ ধর্ম্ম রক্ষিতে তাহারা
বিনা ক্লেশে হেরিয়াছে পত্নীর লাঞ্ছনা!

পণবদ্ধ—পণবদ্ধ—ধিক সেই পণে,
যে পণ নিষেধ করে
রক্ষিতে নারীর লাজ—সতী অশ্রুজল।
যদি তব ভানুমতী হ'ত মা দ্রৌপদী
যুধিষ্ঠির যম্মপি হ'তুম—
ভীমসেন কিম্বা ধনঞ্জয়—
হ'তুম একাকী যদি—বলবান কিম্বা বলহীন
নাশিতাম দুর্য্যোধনে মাতা,
কিম্বা মরি সেই স্থানে লভিতাম জয়।

গান্ধারী　ধর্ম্মের মহিমা তুই কি জানিবি পাপী ?
ক্ষুদ্র প্রাণে ধর্ম্ম সেবা তুই কি বুঝিবি ?
রে কূপ-মণ্ডুক ! কে তোরে জানাবে
সমুদ্রের সমাধি কোথায়।
সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ করি
ধরায় বিচরে যারা পীড়িত উদ্ধাবে
হীন ক'স তাহাদের !
সে আলো কি মুছে গেল চোখ থেকে তোর
ভুলে গেলি সে লাঞ্ছনা !
হরিণ শাবক মনে করি
অষ্টেপৃষ্ঠে বেড়িলি চৌদিকে—
কোথা পাশ—কোথায় শীকার—
আলো আলো—শুধু এল আলো—
ষড়যন্ত্র অত্যাচার ঝলসিয়া গেল !
বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে,
এতবড় যুদ্ধ জয়—ওরে দুর্য্যোধন

শুনেছিস—হয়েছে কখনও !

দুর্য্যোধন। সেই পরাজয়ে মাতা—
বিজয় গৌরব স্বাদ পাইয়াছি আমি।
বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহি—
নারী নির্য্যাতনে মাতা, যেই হস্ত উঠে
সেই হস্ত ছিন্ন করে যে মহাজন
হইলে হইতে পারে সেই নারায়ণ।
সারা জীবনের মধ্যে সেই একবার
কৃষ্ণ পদে নেমে গেল মস্তক আমার।
কিন্তু মাতা, শির তুলি হেরিনু যখন
দর্পিত সেই গোপের নন্দনে
ঘৃণায় লজ্জায় ক্রোধে ভেঙ্গে গেল বুক।
ভীষ্ম যদি বধিত আমায়,
পিতা যদি করিত মা কণ্ঠ রোধ মোর,
স্বর্গবাস হইত আমার।
হ'লনা জননি—
ক্ষত্রকুল-গ্লানি যত মহামহারথী
কৃষ্ণ পদে রাখি মন প্রাণ,
কৃষ্ণ পানে মুখ চাহি রহিল নীরব।
কলঙ্কে ঢাকিয়া দিল ক্ষত্রিয় সমাজ
ওই ওই গোপের নন্দন।
কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবেব—কৃষ্ণ ভগবান—
তাই দিবনা'ক সূচ্যগ্র মেদিনী।
বলুক পাণ্ডব আজ নহে কৃষ্ণ কেহ
চাহুক সমস্ত রাজ্য

ছাড়ি দিব অকাতরে আমি।

গান্ধারী। তবে কেন গিয়েছিলে ওরে ও ভিক্ষুক
ভিক্ষা ঝুলি স্কন্ধে করি
হীন শঠ সেই গোপের নন্দনদ্বারে ?

দুর্য্যোধন। গিয়াছিনু বলিতে জননী—
"ওহে কৃষ্ণ—দুর্য্যোধন চাহেনা তোমারে"।
এই ঘোর অপমান হ'তে—
বাঁচাইল তারে তার সখা ধনঞ্জয়।
নারায়ণী সেনা যদি চাহিত অর্জ্জুন
বিপদে ফেলিত মোরে—
"চাহিনা তোমারে" রূঢ় কথা হইত বলিতে।

গান্ধারী। কাঞ্চনেতে করি পদাঘাত
বহু যত্নে কাচ তুমি ক'রেছ সংগ্রহ ;
ঠন্ ঠন্ শব্দে বুঝি গেলরে ভাঙ্গিয়া,
কুরুকুল ঐ কাঁদে আকুল হইয়া।
দুর্য্যোধন—ওরে ও ভিক্ষুক !
কে দিলরে নারায়নী সেনা
কার শ্রদ্ধাদান তুই মস্তকে বাহিয়া
আনিলিরে অকৃতজ্ঞ—
সে নহে কি গোপের নন্দন !

দুর্য্যোধন। গভীর উদ্দেশ্য এক সাধিতে জননি
আনিয়াছি যাচিঞা করিয়া।
ক্ষত্র দিয়ে ক্ষত্র ধ্বংস ক'রে সে যেমন
আমিও তেমনি ধ্বংস করিব তাহারে
তারই সৃষ্টি দিয়া।

ঋণ শোধ, ঋণ শোধ, করিব তাহার।
শুধু মাতা কর আশীর্ব্বাদ,
শুধু মাতা দাও উত্তেজনা।
নহ মাতা ক্ষত্রিয় নন্দিনী—ক্ষত্রিয় মহিষী তুমি ?
ক্ষত্রিয় সন্তান বুকে ধর নাই ?
তবে কেন ভুলিবে তাদের।
জগতের শীর্ষস্থানে করিতে স্থাপন
স্বেচ্ছাব্রত ধারী আমি ক্ষত্রিয় নন্দন!
আশীর্ব্বাদে কর মাতা ব্রত উদ্‌যাপন।

গান্ধারী। হে হরি—কি বীভৎস তোমার রচনা
কি বিকট পূতিগন্ধময়!
এ হৃদয়ে কি করহে বসতি!
কত দেরী কত দেরী হে দর্পহারী—
বজ্রে কি হবেনা মাধব!
নূতন যন্ত্রণা বুঝি করিছ প্রসব!
তার আগে, তার আগে লহ হাত ধরি
আমি যে জননী দেব্—নহিত গান্ধারী।
দুর্য্যোধন, দয়া কর মোরে—
দয়া ক'রে স্থান ত্যাগ কর;
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক মোর কণ্ঠে অভিশাপ,
যাও যাও বজ্রানলে ক'রনা আহ্বান।

দুর্য্যোধন। শান্ত হও মাতা—আসিব আবার—
ভীষ্ম ত্যজি যেতে পারি সমর প্রাঙ্গণে,
দ্রোণে মোর নাহি প্রযোজন,
কর্ণ থাকে কিম্বা যায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রি;

পদরজঃ প্রয়োজন একান্ত আমার
শান্ত হও মাতা—আসিব আবার। (প্রস্থান)

গান্ধারী — কি দিয়ে গড়েছ বিধি জননীর প্রাণ
কি দিয়ে গড়েছ বিশ্বে পুত্র শত্রুরূপী!
জীবনে ব্যাধির মত সাথে যেতে যায়,
মরণে আতঙ্ক সম
মুহুর্মুহু কণ্ঠ চেপে ধরে!
আত্মা চায় আঘ্রাণিতে স্বর্গের সুরভি
পুত্র তারে টেনে আনে নরকের পথে!
এই পুত্র নরকের ত্রাণ!
মিথ্যা কথা মূর্খের প্রচার।
ধর্ম্মকর্ম্ম ভগবান ভুলে যায় মাতা—
জপ মালা থাকে তোলা
ত্যজে মাতা নিদ্রা তৃষ্ণা ক্ষুধা!
কেন বিধি মরেনা সন্তান—

(ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। আছ রাজমাতা!

গান্ধারী। নহি রাজমাতা,
ভিখারীর মাতা হ'তে স্পর্দ্ধা নাহি মোর।
হে রাজন! এখন ও বাজেনি বাদ্য
ঘোষে নাই দুন্দুভি নিনাদে
প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে রক্তের উৎসব।
এখনও সময় আছে;
ঘোর পাপী—পুত্র দুর্য্যোধন

ত্যজ তারে দাও নির্ব্বাসন।

ধৃতরাষ্ট্র। হে মহিষি—পুনরায় সেই আবেদন!
শুন, কহি পুনরায়—ত্যজিব না তারে।

গান্ধারী। ত্যজিবে না তারে—
বিধাতার প্রতিনিধি তুমি—নহ রাজা।
ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তব্য তোমার।
তোমার শাসন তলে যদি কোন জন
কোন অবলারে করে অপমান
বিচার না করিবে তাহার!

ধৃতরাষ্ট্র। নির্ব্বাসন দণ্ড দিব তখনি তাহারে—

গান্ধারী। শুধু পুত্র পাবে ক্ষমা—
স্নেহদ্বারে রাজধর্ম্ম করিবে প্রণতি!
এত বড় অত্যাচার রেখে যাবে রাজা,
ধর্ম্ম-সিংহাসনোপরে—
ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে দ্বাপরের বুক।
যুগে যুগে রহিবে উন্মুখ
এই মত শত অবিচার—
মহাপাপী দম্ভভরে দলিবে মেদিনী
নির্দোষীর বাসস্থান হবে কারাগার!

ধৃতরাষ্ট্র। চমৎকার অভিনয় ক'রেছ গান্ধারী!
পুত্র স্নেহে বুক ভেসে যায়
দন্তচাপি কতখানি দেখাবে ভ্রূকুটি!
দুর্য্যোধন ভবিষ্যৎ হেরি চিত্রপটে
ভয়াবহ মৃত্যু তার হেরিয়া স্বপনে,
হ'য়েছ বিহ্বল—উঠেছ কাঁদিয়া!

অঞ্চলে ঢাকিয়া তাই—ভুলায়ে যমেরে
নির্ব্বাসন-ছদ্মবেশে তারে
জীবনের পাদমূলে ল'য়ে যেতে চাও !
শুন দেবি— শুন শেষবার—
ত্যজিব না দুর্য্যোধনে—
সে যদি পলাতে চায় ত্যজি সিংহাসন,
দৃঢ় হস্তে রাখিব ধরিয়া
সেই সিংহাসনোপরে।
মুকুটের গুরুভারে কম্পিত মস্তক
যদি সে ফিরাতে চায়, দিবনা ফিরাতে।
একত্র করিয়া যত ধন রত্ন আছে
পর্ব্বতের গুরুভার
বক্ষে তার দিব চাপাইয়া ;
জীবন্ত জাগ্রতে তার গড়িব সমাধি। (প্রস্থান)

গান্ধারী। অভিনয় মোর কিম্বা অভিনয় তোমার রাজন !
মাতৃবক্ষ হ'তে তার পুত্র নির্ব্বাসন
তুচ্ছ দণ্ড হ'ল !
রাজ্য লোভে যে জন উন্মাদ
রাজ্য হ'তে বিদায় তাহার—তুচ্ছ দণ্ড !
দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া,
মাতৃস্নেহে কণ্ঠরোধ করি,
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা গলাইয়া দিয়া
ফেলিনু যে অশ্রুজল,
অভিনয় মোর—বিফল বিফল !
ধরিত্রীর সমস্ত রমণী—

প্রায়োপবেশনে ঐ রয়েছে বসিয়া—
তরু পত্রচয়, একে একে কয়
বল্ বল্ কি শাস্তি দিলি দুর্য্যোধনে ?
তৃণ পদে বিঁধি—কহে নিরবধি
বল্ বল্ রাক্ষসের মাতা
কেমনে ধরিত্রী সহে তোর পাপ ভার !
কি ক'বে জানাবো সবে
এত বড গুরু দণ্ড দিলে তুমি রাজা !
প্রত্যয় করিবে কেন
অভিনয় নয় তব—সত্যকার সাজা।
ঋণশোধ ঋণশোধ কর মহারাজ,
বলি তারা করিছে চীৎকার—
চক্র-বৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি ক'রে দেবে ব'লে
অপেক্ষায় বসি রবে তারা।
ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ সে পরিণাম—
কোটি মৃত্যু নিমজ্জিত প্রতি লোমকূপে !
জীবন্তে ছিঁড়িয়া খায়—গৃধিনী শকুনি
আনন্দে তনয়গণে মোর—।
গান্ধারীর বুকে প'ড়ে শত পুত্র তার
ত্রাহি ত্রাহি করিছে চীৎকার !
দেখিতে হইবে সব—বাচিতে হইবে,
কেমনে বাঁচিব !
শূন্য সব—মহাশূন্যে কেমনে ঝুলিব !
বাঁচিবার কিছু প্রয়োজন
বল বল হে শ্রীহরি

কোন তৃণে ভর করি রহিব বাঁচিয়া !
পেয়েছি পেয়েছি—হে মাধব !
পেয়েছি খুঁজিয়া—
বুকভরা মাতৃগর্ব্ব মোর গিয়াছে মরিয়া,
আছে প'ড়ে কীট ভ্রষ্ট শীর্ণ কঙ্কাল।
তাই দিয়া—তাই দিয়া—
কোথা দুর্য্যোধন—কোথা দুর্য্যোধন—

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এসেছি জননি—
গান্ধারী। দাড়াও সম্মুখে—হেরিব তোমায় আমি।
দুর্য্যোধন। মাতা, কর আশীর্ব্বাদ—
গান্ধারী। গান্ধারীর দীপ্ত দৃষ্টি পড়িল যথায়
বজ্রসৃষ্টি হইল তথায়—
দুর্য্যোধন। মাগো, কৃষ্ণ হয় যদি ভগবান—
গান্ধারী। যদি নহে যদি নহে—কৃষ্ণ ভগবান।
লহ ঐ নাম—না পার যদ্যপি
কলঙ্ক লেপন করি—ঐ নামে
জীহ্বা তব করিয়োনা ক্ষয়।
এস পুত্র যথা ধর্ম্ম তথা হবে জয়।
দুর্য্যোধন। যথা ধর্ম্ম তথা হবে জয়—
মোর ধর্ম্ম মোর কাছে অক্ষয় অব্যয়। (প্রস্থান)
গান্ধারী। যুদ্ধ হ'ক যুদ্ধ হক, ভেঙ্গে যাক সব,
ভায়ে ভায়ে বাধুক সংগ্রাম,
পতি সাথে পত্নীর হ'ক মহামার,

পুত্র দিক চূর্ণ ক'রে মস্তক পিতার।
যুদ্ধ হ'ক, যুদ্ধ হ'ক, পুড়ে যাক সব—
জলে স্থলে ব্যোম পথে জ্বলুক অনল।
রক্তবন্যা বসুমতী করুক উদ্গার—
উঠুক ধ্বনিয়া বিশ্বে শুধু হাহাকার।

(শঙ্খধ্বনি শুনিয়া)

ওরে ওরে ওকিরে ও ধ্বনি,
ও কিরে ও নাদ কোটী বজ্রজিনি,
পশিল মরমে মোর—তুলিছে প্রমাদ !
ওরে—ওরে—একি এ কম্পন—
শ্বাসে শ্বাসে প্রবেশিয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে মোর
চূরমার ক'রে দিতে চায় !
ওরে ওরে কে আছিস—ধর্ মোরে ধর্.
মৃত্যু ভয়ে ভীত আমি—
পদতলে বসুমতী কাঁপে থর থর।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। ভয় কি জননি, এ বে শঙ্খধ্বনি।
বাজে মাতা কেশবের পাঞ্চজন্য বাজে !
ফুকারি ফুকারি বিশ্বে কহিছে মুরারি
উঠ, জাগ, ভয় নাই আমি দর্পহারী !

(পুনরায় শঙ্খধ্বনি)

গান্ধারী। বিদুর—বিদুর—আবার আবার
সেই রোব—বজ্রের নির্ঘোষ।
পাঞ্চজন্য-নাদ—ওরে নহে সুগভীর ;

বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র ঝণৎকার
মহামার—মহা-অস্ত্র নিরস্ত্র রথীর।
অনল—অনল—
কি দেখিছ দাঁড়ায়ে বিদুর—
গাত্রবস্ত্রে অনল তোমার।
অনল, অনল, ওরে অঞ্চলে আমার,
অনল, অনল ওরে জ্বলে চারিভিতে,
প্রতি কক্ষে জ্বলিছে অনল।
ফেলে দেরে গাত্রবস্ত্র—ধর্ মোর হাত—
ছুটে চল—ছুটে চল
রে বিদুর, দ্রুত মোরে নিয়ে চল দূরে।
গেল গেল সব গেল ভাই,
বংশের গৌরব,
পিতৃ পিতামহ নাম—মর্য্যাদা তাঁদের
রে বিদুর, জড় করা আছে ঐ ঘরে,
বা'র্ কর বা'র্ কর ভাই,
প্রাণের মমতা ছাড়ি ঝাঁপ দেরে
অনল মাঝারে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

(যুদ্ধ-ক্ষেত্র—রথোপরি অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)

অর্জ্জুন ! অবসন্ন, রোমাঞ্চিত শরীর আমার,
শুষ্ক মুখ, ত্বক্ জ্ব'লে যায়
হস্ত হ'তে খ'সে প'ড়ে যেতেছে গাণ্ডীব,
অন্তরাত্মা উঠিছে কাঁদিয়া।
জনার্দ্দন ! জনার্দ্দন !
নেত্র আগে একি দৃশ্য ধ'রেছ বিধাতা !
একি দৃশ্য গ'ড়েছ পাষাণ !
মোহ-বশে মাতায়েছ আত্মীয় স্বজনে,
রুধিরাক্ত মৃত্যুর উৎসবে !
ঐ পুত্র, ঐ ভ্রাতা, আত্মীয় আমার,—
পিতৃব্য, আচার্য্য, গুরু, ঐ পিতামহ,
ঐ স্নেহ, ঐ ভক্তি, প্রেম অনুরাগ,
রক্তে গড়া স্বরগ সম্ভার !
কেশব ! কেশব !
ভ্রাতৃহত্যা, বন্ধুহত্যা, গুরুর নিধন !
বধ করি বৃদ্ধ পিতামহে—
মহাপাপ, মহাপাপ, ছার রাজ্যসুখ—
দূর হ'ক শর, শরাসন—
চিরতরে লুপ্ত হ'ক শকতি আমার

শ্রীকৃষ্ণ। মোহ, মোহ, চিত্তের বিকার।
ভ্রান্তি ভ্রান্তি কেবা পিতা, পুত্র কেবা কার!
দূর কর ক্লীবতা অর্জ্জুন,
স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হবে অকীর্ত্তি ঘোষিবে।
পরন্তপ! তুচ্ছ কর হৃদয় বিকার;
বিষাদের নহে এ সময়,
ধৈর্য্য ধর, অস্ত্র ধর, কবচ উঠান।

অর্জ্জুন। শ্রেয় হ'ক ভিক্ষান্ন ভোজন.
রাজ্য সুখ ভোগ যেথা নরক যন্ত্রণা!
যুদ্ধ জয় সে যে সখা ঘোর পরাজয়—
সে ত শুধু কঙ্কালের পূজা--
আত্মহত্যা ক'রে সে ত বন্ধন নিষ্কৃতি!
জ্ঞাতি রক্তে গ'ড়ে রাজ্য পাট
হৃষিকেশ! কঙ্কালের পাতিব আসন!
রাজ্য তব লহ সখা ফিরে,
তব জয়, তব সুখ, থাকুক তোমার।
ফিরাও ফিরাও রথ হরি!
আকুল পরাণ মোর বনে যাব ফিরি।

শ্রীকৃষ্ণ। বিকার বিকার সখা! একি অজ্ঞানতা!
মোহ, মোহ, আমার আমার।
কেবা মৃত কে জীবিত এ মহীমণ্ডলে?
জন্ম মৃত্যু স্বপনের কথা।
ধনঞ্জয়! কেবা করে কাহারে বিনাশ?
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, আসেনি নূতন,
নব জন্ম নহে সখা তোমার আমার

কতবার এসেছি জগতে,
লেখা আছে কত খেলা খেলেছি দু'জনে,
চলে গেছি কতবার ছাড়ি জীর্ণ বাস।
নববস্ত্র করি পরিধান
নব সাজে নব যুগে নবীন বিকাশ।
বর্ত্তমানে তুমি আমি সখা,
অন্ধকার ভবিষ্যতে শত্রু তুমি আমি।
কৌমার যৌবন জরা দেহের বিকাশ,
ফেলে রেখে মাটির শরীর,
জন্ম মৃত্যু জীবাত্মার নিত্য পরকাশ।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! বুঝায়োনা আর—
দীর্ণ হয়ে যাবে বক্ষ—দিওনা সান্ত্বনা।
দৃঢ় মুষ্টি ধরিব গাণ্ডীব—
স্মৃতির দংশন সখা ভুজঙ্গের বিষ
রক্তে রক্তে উঠিবে জ্বলিয়া ;
যুক্তি তর্ক ভেসে যাবে নয়নের নীরে।
তার চেয়ে বল সখা বিশ্বে যদি থাকে,
যুদ্ধ বিনা ধর্ম্ম আর কর্ত্তব্য আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। বিরত যদ্যপি হও ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে
কীর্ত্তি তব লুটাবে ধূলায় :
ভীরু তুমি গাহিবে ভারত ;
অসমর্থ ধনঞ্জয় ঘোষিবে পৃথিবী।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, কর যুদ্ধ সখা!
ক্ষত্র তুমি—
ধর্ম্ম যুদ্ধ ধর্ম্ম তব কর্ত্তব্য তোমার,

ধর্ম্ম যুদ্ধ—সৃষ্টি সহায়তা,
ধর্ম্ম যুদ্ধ জীর্ণ সংস্কার।

অর্জ্জুন। যুদ্ধ, যুদ্ধ, বুক ভেঙ্গে যায় ;
মায়া সাথে কর্ত্তব্যের বেধেছে সংগ্রাম !
অঙ্গ মোর কাঁপে থর থর,
ধমনীতে তপ্তরক্ত উঠেছে ফুটিয়া।
বল বল উচ্চে বল কি কর্ম্ম আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। জয় পরাজয় সখা করি সমজ্ঞান
কর্ম্ম করি মোরে সমর্পণ
আত্মজ্ঞানে দগ্ধ করি আঁধার সংশয়
কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান।
কর্ম্মী হও যোগী হও তপস্বী প্রধান,
ধৈর্য্য ধর অস্ত্র ধর করহ উত্থান।
ত্রিভুবনে নাহি কিছু অপ্রাপ্য আমার
কর্ম্মে মোর কিবা প্রয়োজন !
তা'বলে কি আলস্যেতে কাটাইব কাল—
কলুষিত হইবে পৃথিবী ;
ধর্ম্ম কর্ম্ম লুপ্ত হবে আমা হ'তে সব।

অর্জ্জুন। কর্ম্মবীর ! বল সখা কি কর্ম্ম তোমার,
যুগে যুগে কোন কর্ম্মে কর দেহপাত।

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! বহুজন্ম করেছি গ্রহণ,
বহুজন্ম অতীত তোমার :
অবগত নহ তুমি কিন্তু আমি জানি।
জনম রহিত আমি অনশ্বর তার

ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর আমি সৃষ্টির বিকাশ।
প্রকৃতিরে করিয়া আশ্রয়
যুগে যুগে মায়া জন্ম করি হে গ্রহণ।
হয় যবে ধর্ম্মের বিপ্লব,
অধর্ম্মের অত্যাচারে কাঁদে বসুন্ধরা ;
বাজাতে ধর্ম্মের ভেরী জাগাতে চেতনা
করি আমি আত্মার স্ৃজন।
সাধুগণে করি ত্রাণ
অসাধুরে করিয়া বিনাশ
ধর্ম্ম রাজ্য গড়ি আমি অধর্ম্ম পলায়ে।

অর্জ্জুন। হৃদযন্ত্রে উঠিছে ঝঙ্কার,
নেত্র আগে হেরিতেছি রোমাঞ্চ বিস্ময়,
বল বল তুমি কে আবার !
কর্ম্মবীর ! বল সখা কি কর্ম্ম তোমার !

শ্রীকৃষ্ণ। মায়ারূপ প্রকৃতি আমার
ধৈর্য্যরূপে ক্ষিতি হয়ে প'ড়ে আছে পদে,
জলরূপে জীবের জীবন,
তেজরূপে জন্ম সাথে ধীরে জ্বলে উঠে,
বায়ুসম জন্ম মৃত্যু গড়ে,
আকাশেতে ব'সে গড়ে দর্শন বিজ্ঞান।
বিশ্বে আমি পরম কারণ,
দুগ্ধরূপে ঝ'রে পড়ি মাতৃস্তন্য হতে,
শক্তিরূপে বিশ্বে আমি দৃঢ় করে রাখি।
ভক্তিরূপে গর্ব্ব মান নত করে দিই ;
মুক্তিরূপে দীপ্তি আমি সাধনা আঁধারে।

আমি বিশ্বে দুর্ব্বার সংহার ;
রক্ত-বন্যা হাহাকার প্রলয় উদ্গার।
আমি সৃষ্টি, আমি হে প্রলয়,
আমি সূত্র, বিশ্ব তাহে রয়েছে গ্রথিত।
রসরূপে সলিলের আমি সার্থকতা,
প্রভারূপে চন্দ্র সূর্য্যে জ্বলি,
উচ্চ ক'রে দিই শির মানবে পৌরুষ ;
বেদে আমি ওঙ্কার ঝঙ্কার—
আকাশে বাতাসে আমি তড়িৎ সঞ্চার।
যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি দেহে আমি প্রাণ
কর্ম্মী হও যোগী হও তপস্বী প্রধান !

অর্জ্জুন। তুমি কর্ম্ম, তুমি ধর্ম্ম, মর্ম্মের আঘাত
জেগেছে জেগেছে বুকে চেতনা আমার :
দেখা দাও দেখা দাও হরি
শত কীর্ত্তি ধ্বংস স্তূপ উঠুক বিদারি।

শ্রীকৃষ্ণ। হের সখা ! দিব্য চক্ষে মূরতি আমার,
হের আমি কৃতান্ত করাল।
বিশ্ব আমি করেছি সংহার ; (বিশ্বরূপের আবির্ভাব)
ধনঞ্জয় ! তুমি শুধু হও সখা নিমিত্ত আমার।
চক্ষু হয়ে দেখাও জগতে
অধর্ম্মের উত্তেজনা, বিকার বিকার।

অর্জ্জুন। ভীত আমি, ত্রস্ত আমি, সম্বর কেশব !
বিভীষিকা দেখায়োনা আর।
দেখাও দেখাও হরি সেরূপ মাধুরী,
যে মুর্ত্তিতে শুধু তুমি হাসি,

আঁধারের বুকে তুমি আলো রাশি রাশি।
যে মূর্ত্তিতে হরি তুমি পাষাণে জীবন,
যে রূপেতে হরি তুমি জীবনে স্পন্দন,
করুণায় গ'লে পড়ো তরল তরঙ্গে ;
মথুরায় নেচেছিলে গোপীগণ সঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি মোর সখা,
উদার নীলিমা আমি, তুমি চিত্ররেখা,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত মূরতি,
হের সখা সৌম্য মূর্ত্তি মোর।

(সৌম্যমূর্ত্তির আবির্ভাব)

অর্জ্জুন। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

পুষ্পোদ্যান।

(গাহিতে গাহিতে উত্তরার প্রবেশ)

গীত

আহা তারাই সুখে ভাসে ;
কাঁদার সময় কাঁদে তারা হাসি পেলে হাসে॥
কান্না চেপে শুকনো হাসি তারা হাসে না,
হাসি এলে এমনি তারা কিছুই মানে না।
সোণার বাড়ী নেই যে তাদের—থাকে পাতার কুটির বাসে।
মাঠে ঘাটে উঠে যখন ব্যাকুল গানের তান,
সকল ফেলে স্বরের পেছু, ছুটে তারা লয়ে আকুল প্রাণ।
হাওয়ার কোলে হেলে দুলে যখন বন ফুল হাসে,
তারা মাথায় পরে গলায় পরে মাতে সুবাসে॥
তারা থাকেনা কিছুর আশে
আলো পেলে আলোয় ভাসে—হাসে আপন মনে আঁধার রাতে ব'সে॥

ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অভিমন্যুর প্রবেশ ও ধীরভাবে অবস্থান)

অভিমন্যু। আহা ! হ'ত যদি এই পরিণাম
আলো চেয়ে হ'ত ভাল নিবিড় আঁধার।

উত্তরা। এসেছ এসেছ প্রিয় সোণার স্বপন !
এস এস হৃদে এস উত্তরা-জীবন !

অভিমন্যু। সরে যাও, সরে যাও, ছুয়না উত্তরা !
দস্যু আমি, আমি নরঘাতী—
একি ! একি ! কাঁদ তুমি বালা !

অভিমানে চোখে জল এতই কোমল !
না, না, এস হৃদে হৃদি-বিহারিণী,
এস বক্ষে ক্ষতের সান্ত্বনা,
এস পুণ্য, এস প্রেম, স্মৃতির তটিনী।
শ্রান্ত আমি, এস বনচ্ছায়া,
ভ্রান্ত আমি—পথহারা—এস বন-দেবি !

উত্তরা। অভাগী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলে যাও ;
কাঁদি আমি তাই বুঝি কাঁদাইতে চাও ?

অভিমন্যু। পাষাণের বুকে যদি চাহগো ফুটিতে
ফুলে ঢাকা বসন্তের রাণী,
পাষাণ কি ঘৃণাভরে ফিরাবে বদন !
না, না, সে যে প্রিয়ে পাষাণ গৌরব।
গ'লে যদি পড়ে জলে জোছনার হাসি
সাগর কি আঁখি মুদে রবে !
না, না, বুকে করি রজত করুণা
জলে জলে কলে কলে উছলিয়া যাবে।

উত্তরা। বক্ষে করি করুণার অগাধ মহিমা
প'ড়ে থাকে বারিধির প্রাণ ;
স্রোতস্বিনী ধন্যা হয় তাই ছুটে গিয়ে।
ঐ উর্দ্ধে চন্দ্রাতপ, প্রশান্ত উদার,
তারকার এত আলো তাই।
বাতাসের কোলে দোলে আধ ফোটা ফুল
তাই এত ফুলের বাহার।

অভিমন্যু। বেশ ক'রে ভেবে দেখে বলতো উত্তরা !
বিশ্বে বুঝি দুজন বিধাতা

কে গ'ড়েছে যুদ্ধনীতি ধ্বংসের আকৃতি,
গীতিময়ী কে করেছে উত্তরার প্রাণ !

উত্তরা। ছল ক'রে যেবা গড়ে মোর চখে জল
তারি স্পর্শে বুঝি ওগো উত্তরা বিকল !

অভিমন্যু। তাই কি গো শোভনা উত্তরা !
এত তীব্র এতই কোমল !
এত জ্বালা বুকে ধ'রে এতই শীতল !
হাস্যময়ী মেদিনীর বুকে
রক্তালপ্ত মর্ম্মন্তুদ বিকট মূরতি !
প্রকৃতির নীলাম্বরে ঢাকা চারু দেহে
এত জ্বালা পঞ্জরে পঞ্জরে !

উত্তরা। আজ কেন এত গো উতলা ?
ক্ষত্রবীর ! ক্ষত্রধর্ম্ম ক'রেছ পালন,
শত্রু নাশ জীবনের ব্রত ;
কীর্ত্তি তব শত্রু নাশ—গৌরব তোমার।

অভিমন্যু। গৌরব আমার !
আর যারা চলে গেল, ব'লে গেল যাই,
হাসিটুকু মুছে নিয়ে রেখে অশ্রু জল,
বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
রেখে গেল যারা হায় উত্তরার মত
শত শত কুসুম কোরক,—তাদেরও কি গৌরব উত্তরা !
আর যারা প'ড়ে র'ল
যাতনায় গলা ধ'রে কাঁদিতে ধরায়
তাদেরও কি গৌরব উত্তরা !

উত্তরা। ভাগ্যবান্ তারা—
কীর্ত্তিরথে চ'লে গেছে ত্রিদিব আলয়ে ;
ভাগ্যবতী যারা প'ড়ে র'ল,
বীরস্বামী গুণগান গাহিতে ধরায়
চিরদিন রবে উচ্চ শির।

অভিমন্যু। তবে তুমি কেঁদনা উত্তরা !
যদি কভু যেতে যেতে পথ ভুলে যাই,
কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে যদি যায় প্রাণ ;
তবে তুমি কেঁদনা উত্তরা !
একি একি চক্ষে কেন জল !
হায় বালা, এই বুঝি গরিমা তোমার !
না, না, বল তুমি কাঁদিবে না প্রিয়ে !

উত্তরা। এক চক্ষু চেয়ে রবে আকাশের পানে
কেঁদে কেঁদে এক চক্ষু বুঝি গ'লে যাবে।

গীত।

আমি কাঁদিব গো,
নয়নের জলে ভিজায়ে বসন, হৃদয়ের তাপে শুকাবো গো।
নিরবে বিরলে বসিয়া, রব আকাশের পানে চাহিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাব ধাতারে তব কাছে যেতে চাহিব গো॥
তোমায় ত ছেড়ে দেবনাগো,
একা আমি শত হ'য়ে তোমারে ঘেরিয়া রাখিব।
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, মোরে ফেলে কোথা যাবে গো॥

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। একে একে মনে পড়ে সব ;
ভগ্ন ভেরী সম আজ উঠেছে বাজিয়া
বিস্মৃতি দুর্গের দ্বারে স্মৃতির বেদনা।
বুঝি আজ গ'লে যাবে
অশ্রু হ'য়ে বক্ষ ব'হে পড়িবে ঝরিয়া।
মনে পড়ে স্বপ্ন সম
দেখেছিনু অতীতের নির্ম্মেঘ নীরদে
বিধাতার হস্তলিপি বিদ্যুৎ অক্ষরে—
"হে গাঙ্গেয়! ব্রহ্মচারী, ত্যাগের সন্ন্যাসি!
আজ হ'তে ভীষ্ম তব নাম"।
পুলকিত বিগলিত করুণার রাণী,
হিল্লোল কল্লোলময়ি জননী জাহ্নবী
পুত্র গর্ব্বে উঠিল উচ্ছ্বসি,
ভীষ্ম শিরে ঢেলে দিতে চুম্বন আশীষ।
রাজ্যসুখ দূরে গেল সম্ভোগ বাসনা,
ডুব দিনু ত্যাগের সাগরে—
দুটী হাতে দুটী রত্ন উঠিলাম তীরে!

একহস্তে মাতৃদান "মাতার আশীষ"
নারী হ'ল জননী আমার।
অন্য হস্তে "পিতৃদান" রাজ-সিংহাসন—
নিয়তির গর্ব্ব দৃপ্ত শিরে,
বিশাল দুর্ব্বার রাজ্য গ'ড়ে দিল পিতা।
মৃত্যু হ'ল প্রজা মোর, আমি রাজা তার--
ইচ্ছা হবে যবে
দেহপুরে প্রবেশিতে দিব অধিকার।

(পরিচর্য্যাকারীর প্রবেশ)

পরি। বিশ্রামের হয়েছে সময়—
ভীষ্ম। আমার বিশ্রাম ! না না, চলে যাও ত্বরা !

[পরিচর্য্যাকারীর প্রস্থান।

বিশ্রাম আমার !
কত এল, চ'লে গেল, বিশ্রামের দেশে—
ভীষ্মের ত হ'ল না নিষ্কৃতি !
দিন দিন বৃদ্ধি ঋণ, বৃদ্ধি পরমায়ু।
মনে পড়ে বুক ভেঙ্গে যায় ;
দুটী ভাই চিত্রাঙ্গদ বিচিত্র আমার—
রক্তে মাংসে গড়া দুটী স্নেহ ভালবাসা,
কতনা করেছি যত্ন ভুলাতে তাদের
চিত্রাঙ্গদ ! চিত্রাঙ্গদ ! ঝ'রে প'ড়ে গেলি !
মনে পড়ে কাশীরাজ স্বয়ম্বর সভা,
বীর্য্যশুল্কা কন্যাত্রয়ে আনিনু হরিয়া,

কিন্তু হায় সেকি বিড়ম্বনা !
অম্বা ! অম্বা ! উপেক্ষিতা ভীষণা রাক্ষসী
ভৃগুরামে করিয়া সহায়
প্রতিজ্ঞার দ্বারে আসি দিল করাঘাত।

(অন্তরালে কর্ণ ও দুর্য্যোধন)

কর্ণ। আরে যাওনা, কাজের সময় চক্ষুলজ্জা ক'র্‌লে হবেনা—যাও।

দুর্য্যোধন। জিব আটকে আসছে, অত কড়া কথা বল্‌তে পা'রব না।

কর্ণ। না না যাও—ধাঁ ক'রে ব'লে ফেলনা, কেটেও ফেলবে না মেরেও ফেলবে না—　　　　(ধাক্কা দিলেন)

ভীষ্ম। কেও ?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে আজ্ঞে, এই আমি দু—

ভীষ্ম। মহারাজ ! কি প্রয়োজন দুর্য্যোধন ? একি তুমি অমন হ'য়ে যাচ্চ কেন ? বল, কি হ'য়েছে ভাই ?

দুর্য্যোধন। এই আমি এসেছি—এই ব'ল্‌তে—এই যে—এই আপনি বৃদ্ধ—

ভীষ্ম। তাই নাকি ! তা বেশ—একি তুমি অমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন ? প্রাণ খুলে বল দুর্য্যোধন ! আমি তোমায় অভয় দিলুম—

দুর্য্যোধন। এই এই, আপনি তেমন আর যুদ্ধ ক'রতে পা'র্‌ছেন না, তাই তাই, এই শুধু দশহাজার ক'রে সৈন্য মেরে ত আর লাভ নেই, আর, আর, আপনি আমার উপর হিংসা ক'রে আর পাণ্ডবদের উপর স্নেহ ক'রে তেমন আর যুদ্ধ ক'র্‌ছেন না—তাই, তাই—

ভীষ্ম। তাই আমায় আজ অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌ছ মহারাজ ?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে আজ্ঞে, আপনি অন্তর্য্যামিন্—এই সখা কর্ণ বলেছেন—

ভীষ্ম। যে আমি অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌লে কর্ণ একদিনে পাণ্ডবদের নাশ ক'র্‌বে কেমন ?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে ; এই আপনার জন্য আমি সখা কর্ণকে হারাতে—

ভীষ্ম। হারাতে বসেছ নয় ? দুর্য্যোধন ! পাণ্ডবদের স্নেহ করি কেন জান ? তাদের বুকে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি ব'লে নয়—তারা নিরীহ ধর্ম্ম-প্রাণ ব'লে নয়। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে—ধর্ম্মের দুয়ারের আবর্জ্জনা দূর ক'রে দিতে বদ্ধ-পরিকর হ'য়েছে ব'লে। শুধু স্নেহ করি না দুর্য্যোধন ! দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রছি তাদের জয় হ'ক।

দুর্য্যোধন। তাই সখা কর্ণ ব'লেছেন—ভারত যুদ্ধের সেনাপতিত্ব—

ভীষ্ম। আমায় সাজে না নয় ? দুর্য্যোধন ! আমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেহ আছে ? শৌর্য্য বীর্য্যের অহঙ্কারে নয় দুর্য্যোধন ! আমার কঠিন হৃদয়ের অহঙ্কারে বলছি—এ হত্যাকাণ্ডের সেনাপতিত্ব ভার উপযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পণ ক'রেছ। আমি কে দুর্য্যোধন ? আমি সেই পিতামহ—যাকে কুরুপাণ্ডব একদিন পিতা পিতা ব'লে ডাকৃত—কিন্তু তবু আমি এখানে !

দুর্য্যোধন। তাই সখা কর্ণ ব'লেছেন যে অত স্নেহ নিয়ে কি—

ভীষ্ম। না দুর্য্যোধন ! স্নেহ কোথা দেখলে, পাণ্ডবদের উপর স্নেহ যে আমি অনেক দিন ধুয়ে মুছে ফেলেছি। তাদের আমি আশীর্ব্বাদ ক'রেছি তাদের জয় হ'ক—এখন পরীক্ষা করছি দুর্য্যোধন, আমার আশীর্ব্বাদের কত শক্তি। তাই আজ আমি বজ্র-হস্তে তরবারী ধ'রেছি—আমার মানুষ করা স্নেহের কণ্ঠ চেপে ধরেছি।

দুর্য্যোধন। সখা বলেন আপনি আমাদের হিংসা—

ভীষ্ম। হিংসা ! না দুর্য্যোধন। এত স্নেহ বুঝি তোমাকে কেহ

করে না। দুর্য্যোধন! মনে পড়ে সেই দ্যূত সভা—যখন তোমরা সেই একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় এনে অপমান করেছিলে—সে দিন সকলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু আমি—না দুর্য্যোধন! সে বুঝি স্নেহ নয়, সে স্নেহের অত্যাচার—অবোধ মাতা যে স্নেহ দিয়ে পুত্রকে উৎসন্ন দেয়, এ বুঝি সেই—না মহারাজ! আমি তোমার অন্নপুষ্ট ক্রীত-দাস, বল—আমি অস্ত্রত্যাগ ক'রব কি না—বল—রাজ আজ্ঞা আমি মাথা পেতে নেব।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে হা তা'হ'লেই বোধ হয়—

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! ঘোষ-যাত্রার দিন কর্ণ কোথায় ছিল? গোধন হরণের দিন? না মহারাজ! আমি বিদ্রোহ ক'রব না, কিন্তু দুর্য্যোধন! আমি তোমার পিতামহ—এই স্নেহের কর্তৃত্বে আমি তোমাকে বল্‌ছি—বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে বল অস্ত্রত্যাগ ক'রব কি না।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আজ্ঞে—

(নেপথ্যে হা হা, এখনি ত্যাগ ক'রতে বল)

ভীষ্ম। কে? ওঃ কর্ণ! দুর্য্যোধন! যাও আমি অস্ত্রত্যাগ ক'রব না। এই দেখ পঞ্চবাণ—বাণ নয় দুর্য্যোধন! এ পঞ্চপ্রাণ—আজ আমি মন্ত্রপূতঃ ক'রে রাখব—কাল হয় ভীষ্মের নিধন—না হয় ধরা বক্ষ হতে পাণ্ডবের নাম লোপ—যাও সন্দেহ ক'রনা—এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আপনার অসীম দয়া—

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। ভার্গব বিজয়ী ভীষ্ম,
সে কি তব বিজয় গৌরব!
গুরুদেব! গুরুদেব! এত আয়োজন!
উচ্চ থেকে রসাতলে ফেলে দেবে ব'লে
কীর্ত্তি শীর্ষে তুলেছিলে তাই!

হে বিধাতঃ, নত ক'রে দেবে শির ব'লে—
বিজয় মুকুট শিরে দিয়েছিলে তু'লে !
হে চির বিজয়ী বীর !
ক্ষত্রগুরু, ক্ষত্রিয়ের কৃতান্ত করাল !
হে মহান ! ভীষ্মের গরিমা !
অন্ধকার রাজ্যে মোরে দেখাইতে পথ
নেত্র আগে এত আলো ধরেছিলে গুরু !
হে চির ভাস্বর ! এত অন্ধকার !
রুদ্ধশ্বাস, হস্তপদ কম্পিত আমার—
শিষ্য ব'লে নাহি হ'ল দয়া !
কর গুরু কর শিরে পরশু আঘাত
দীপ্তি তব উঠুক ঝলসি,
হে দয়াল—লহ জয়—দাও পরাজয়,
মাখিয়া গরিমা তার,
উল্লাসেতে চ'লে যাই আলোকের দেশে।

[ব্যথিত হৃদয়ে ভীষ্মের প্রস্থান।

(কৃষ্ণ ও মুকুট মাথায় অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধনের মুকুট প'রে তোমাকে ঠিক দুর্য্যোধনের মত দেখাচ্ছে সখা !

অর্জ্জুন। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—গন্ধর্ব্ব হস্ত হ'তে উদ্ধার—সে ত বহুদিনের কথা, দুর্য্যোধন আমাকে বর দিতে এসেছিল—তুমি মনে ক'রে দিলে তাই মনে হ'ল—রাজত্ব নিয়ে যুদ্ধ বেধেছে—সেই সামান্য উপকারটুকু স্মরণ ক'রে সে আমাকে হাসতে হাসতে মুকুট ছেড়ে দিলে ! আমি যে ভেবে উঠতে পারছিনা সখা !

কৃষ্ণ। শুধু তাই নয়—তুমি ত আজ পরম শত্রু—বুকের ভিতর হিংসা লুকিয়ে রেখে তুমি তার কাছে আশ্রয় চাও, সে তোমাকে বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেবে।

অর্জ্জুন। আমরা বোধ হয তাকে ভাল ক'রে বোঝাতে পারিনি—তাই আজ এই মহাযুদ্ধ—

কৃষ্ণ। সেত বুঝবেনা সখা। আমরা চেষ্টা করেছিলুম তাকে বুঝাতে নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীকে বুঝাতে। সে একবাব যখন না ব'লেছে তখন চিবকাল না ব'লবে—সে ত দুর্য্যোধন নয়—মান-বহ্নি রূপে সে কুরুগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছে—জ্বালাময় স্পর্শে তার সব জ্বলে যাবে—আর সে সেই ভস্মেব উপর হতাশ্বাসে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু উচ্চশির সে কখনও নত ক'রবে না। তার এইটুকু মাহাত্ম্য নিয়ে আমি আজ কুরুরঙ্গক্ষেত্রে নেমেছি—তার এই জন্মজন্মাজ্জিত সাধনাটুক বুকের ভেতব থেকে নিঙড়ে বা'ব ক'বে নিয়ে জগৎবাসীকে উপহার দেব। জগৎ শিখবে, মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে কেমন ক'বে হয় কিন্তু তারা বুঝবে, পাপের সহস্র লৌহ কঠিন আবরণ ধর্ম্মের ক্ষীণ কুঠারেও দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যায়—তারা অনুভব ক'রবে এ পণে মাদকতা আছে কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের উপর এ পণ প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ পণ শুধু একটা বিকার। যাও ধনঞ্জয়! পিতামহের অনুসন্ধান কব, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কৌশলে ব্যর্থ কর। ঐ পিতামহ আস্‌ছেন, খুব সাবধান, বেশ হেঁট হ'য়ে কথা কইবে—যেন না চিন্‌তে পারেন।

(কৃষ্ণের অন্তরালে অবস্থান ও ভীষ্মের অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ)

ভীষ্ম। না—এই পঞ্চবাণ কোথাও রেখে আজ তৃপ্তি পাচ্ছিনা—না—কোথাও রাখব না—এগুলো বেশ মুটো ক'রে ধ'রে স্থির হ'য়ে দাড়িয়ে থাকি, নিদ্রা যাব না—তা হ'লে স্বপ্নে হয়ত যুধিষ্ঠিরকে দেখে কেঁদে ফেলবো—

অর্জ্জুন। দাদা মশাই—

ভীষ্ম। আবার কেন এসেছ ভাই? ওঃ সন্দেহ হচ্ছে! না ভাই নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওগে—এই দেখ এ গুলোকে আমি বুকের মধ্যে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি—আর পাছে সেই তাদের মুখ মনে পড়ে—না দুর্য্যোধন! যাও ভীষ্মনাম এখনও অক্ষত আছে।

অর্জ্জুন। না দাদা মশাই, তা নয়—তবে কি জানেন—এগুলো যখন মন্ত্রপুতঃ ক'রে রেখেছেন তখন আমা হ'তেও এ কাজ ত হ'তে পারে—তাই বলছি তাদের যখন আমার উপর এত আক্রোশ—আমায় যদি এগুলো দেন, দাদামশাই! আর আপনার এসব কাজ না করাই ভাল।

ভীষ্ম। মোহবশে যদি ভুলে যাই—কেমন এইত তোমার প্রাণের কথা দুর্য্যোধন! না—না বেশ ব'লেছ, কিন্তু তুমি কি সাহস ক'রে—না—না—যদি পার, নাও মহারাজ! প্রতিশোধ নাও—এ বাণ ভীষ্ম মন্ত্রপূতঃ ক'রে রেখেছে—না—জগৎ বিশ্বাস করুক আর না করুক—তুমি নাও—যাও, পাণ্ডবদের সংহার কর।

অর্জ্জুন। দাদামশাই! কৃতার্থ হলুম—আজ আমার কি সৌভাগ্য! দুর্য্যোধন আমাকে মুকুট দিলে আর আপনি পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। [দ্রুত প্রস্থান।

ভীষ্ম। এ্যাঁ—এ্যাঁ তা হ'লে অর্জ্জুন! ভীরু প্রতারক—কোথা গেল ধনুর্ব্বাণ—কোথা বাসুদেব—

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ডাকবামাত্রই ত এসেছি দাদামশায়!

ভীষ্ম। একি বাসুদেব! জনার্দ্দন! ভক্তের জন্য এত ব্যথা, এত আকিঞ্চন! কিন্তু চেয়ে দেখ কেশব, আজ ভীষ্মের চোখ ফেটে জল বেরুতে চাইছে। ভক্তাধীন! আজ এক ভক্তের জন্য আর এক ভক্তের প্রতিজ্ঞা

বিফল ক'রলে—যে গৌরবটুকু সে জীবনের সম্বল ক'রেছিল, সেটুকু থেকেও আজ তাকে বঞ্চিত ক'রলে। যাও নিষ্ঠুর, যাও প্রতারক! আজ তুমি যেমন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রলে আমিও তেমনি বলছি যে ঐ শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাব—তোমাকে এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরাব, কাল জগৎকে দেখাব—ভক্ত বড়, না ভগবান্—

কৃষ্ণ। (স্বগত) তাই হ'ক, তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'ক—[প্রস্থান।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

ভীষ্ম। কেরে, কেরে, যেন কবে দেখেছি কোথায়—
স্বপ্নে দেখে উঠেছিনু কেঁদে -
যেন কোন অতীতের নিভৃত গহ্বরে
অশ্রুপূর্ণ ত্যজি দেহভার
স্ফুরিত বিদ্যুৎ তেজে উঠেছে ঝলসি।
কেরে, কেরে, মরণ ইঙ্গিত যেন!
যেন কোন মহাশক্তি প্রতিহিংসাতাপে
গ'লে গিয়ে হ'য়েছে বিকৃতি!

শিখণ্ডী। ভার্গব-বিজয়ী বীর! একি এ বিস্মৃতি!
ভুলে গেলে—চেননা আমায়?
কিন্তু মোরে গুরু তব চিনিত ভার্গব,
চিনিত শঙ্কর মোরে,
জননী জাহ্নবী তব চিনিত বিশেষ,
তটে বসি যার
অকাতরে দিনু ঢেলে দেহের শোণিত।

ভীষ্ম। না—না—উন্মাদ বালক।
দ্রুপদ নন্দন তুমি—শিখণ্ডী আমার,

পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী প্রিয় ভগ্নী তব,
এস এস আনন্দ আমার,
এস তৃপ্তি, এস প্রীতি, বড় ব্যথা বুকে ;
বড় ক্লান্ত এস সুপ্তি, এস ভাই ছুটে
এস এস দাও আলিঙ্গন।

পঞ্চম দৃশ্য

রণ-ক্ষেত্র।

দুঃশাসন ও শকুনি)

শকুনি। আরে দুঃশাসন! তোর বুড়ো দাদামশাইটে আজ ক'রছে কিরে!

দুঃশাসন। উজড় ক'রে দিচ্ছে মামা, উজড় ক'রে দিচ্ছে—কিন্তু তুমি এমন তেউড়ে যাচ্ছ কেন মামা?

শকুনি। এ হে হে—সব গেলরে সব গেল—

দুঃশাসন। আমাদের জয় হচ্ছে—কিন্তু এ কি, তুমি এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন?

শকুনি। সব শেষ ক'রে দিলেরে—এ হে হে আমি যে—এ হে হে—

দুঃশাসন। তুমি কি মামা! না—না—তুমিত আমাদের মামা!

শকুনি। এঁ্যা এঁ্যা—আমি—আমি তোদের—না—না—আমি তোদের মামা—

দুঃশাসন। মামা! মামা! আনন্দ কর, আনন্দ কর—

শকুনি। ঐ রে হোৎকা ভীমটে—আটকা, আটকা—

দুঃশাসন। ভয় কি আমরা থাকৃতে—তুমি আমাদের মামা—

[প্রস্থান।

শকুনি। আমি—আমি—বাপের হাড়ে পাশা গ'ড়ে খেলেছি, মানুষে পারে? পারে না পারে না, শুধু আমি পেরেছি, বিষ খেয়ে বিষ হয়েছি, পুড়ে গিয়ে আগুণ হয়েছি—আমি তোদের ব্যাধি, তোদের সর্ব্বনাশ—এখন ভীষ্মটা ম'লে হয় ভীষ্মটা ম'লে হয়— [প্রস্থান।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। পিতামহ আজ সংহার মূর্ত্তিতে কুরুক্ষেত্রে নেমেছেন সাবধান সখা।

অর্জ্জুন। আমিও আজ মৃত্যুকে শাসন ক'রতে কুরুক্ষেত্রে নেমেছি—রথ চালাও বন্ধু।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। পেয়েছি, পেয়েছি—
রক্তের সাগর গড়ি দিয়েছি সাঁতার
অস্থি মাংসে গড়েছি পাহাড়,
ভাগ্যগুণে এতক্ষণে পেয়েছি দুজনে।
এক রথে সৃষ্টি আর সৃষ্টির সহায়,
তীর্থক্ষেত্রে ভক্ত ভগবান,
এক রথে পুণ্য সিদ্ধি সাধনার গান।
বাসুদেব! বাসুদেব! পাণ্ডব বেদনা!
লহ মোর ভক্তি উপহার—
ধনঞ্জয়! সাবধানে করহ সংগ্রাম। (বাণ নিক্ষেপ)

অর্জ্জুন। পিতামহ! প্রণিপাত চরণে তোমার
আশীর্ব্বাদ কর অভাজনে।

(বাণ নিক্ষেপ)

ভীষ্ম। সাধু, সাধু, ধনঞ্জয়!
লহ পার্থ আশীষ আমার,
বাসুদেব! লহ পুনঃ উপহার মোর।

(বাণ নিক্ষেপ)

অর্জ্জুন। প্রণিপাত চরণে হে বীর !

ভীষ্ম। ব্যর্থ পার্থ—সাবধানে ধরহ গাণ্ডীব।
জনার্দ্দন ! লহ উপহার।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! ধনঞ্জয় !

ভীষ্ম। হৃষীকেশ ! লহ পূজা ভক্তের তোমার।
ধনঞ্জয় ! ডাক উচ্চে ত্রিদিব ঈশ্বরে,
ডাক কোথা পশুপতি তব—
শক্তি থাকে রক্ষা কর সখারে তোমার।

কৃষ্ণ। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল দেহ
জ্বলে বহ্নি প্রতি লোমকূপে—
ধনঞ্জয় ! মৃত্যু যুদ্ধ কর কি কারণ ?
ভীষ্মে ত্বরা করহ নিধন।

ভীষ্ম। বড় জ্বালা ! হে জ্বালার অমোঘ ঔষধি,
কর পান জ্বালার তুফান। (বাণ নিক্ষেপ)

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! কোথা গেল প্রতিজ্ঞা তোমার,
কোথা তব গাণ্ডীব-গর্জ্জন ?
দৃঢ় হও, তুচ্ছ কর হৃদয় বিকার
জ্বলে গেল, ব্যর্থ কর ভীষ্মের প্রহার।

ভীষ্ম। হত্যাকারী, প্রতারক, কপট পাষাণ !
এইটুকু জ্বালা আজ অসহ্য তোমার !
তবে কেন ঘাতকের রাজা !
কুরুক্ষেত্র যূপ-কাষ্ঠে দিতে বলিদান
লক্ষ লক্ষ জীবে আজ ক'রেছ আহ্বান ?
তবে কেন ? এত ব্যথা যদি
যন্ত্রণার যন্ত্রে আজ চড়ায়েছ জীবে ?

পাষাণের বুকে যদি এতই চেতনা
জ্বল তবে দগ্ধ হও জীবের ব্যথায়। (বাণ নিক্ষেপ)

কৃষ্ণ। জর্জ্জরিত দেহ মোর অসহ্য প্রহার—
ধনঞ্জয় ! ভীরু, কাপুরুষ,
সরে যাও, কাজ নাই সাহায্যে তোমার।
সুপ্ত শক্তি জেগে উঠ আজ
প্রলয়ের আবর্ত্তনে ঘোরো সুদর্শন
ভীষ্মে ত্বরা করহ নিধন।

(ভীষ্মের প্রতি চক্রহস্তে ধাবন)

ভীষ্ম। এস এস গদাধর !
জীবনের নাহি সাধ পূর্ণ মনস্কাম ;
এস এস জগন্নাথ,
চক্রাঘাতে ছিন্ন কর শির।
ইহলোক পরলোক ধন্য হ'ক মোর ;
ত্রৈলোক্যেতে উঠুক সম্মান।
আমি দাস, কর প্রভু ! পাতকী উদ্ধার ;
মাথা দিই নত ক'রে হরি !
আনন্দেতে কর শিরে চরণ প্রহার।
বসুন্ধরা ! দেমা উপহার,
বুকে তোর দুলায়েছি মহিমার হার।

(জানুপাতিয়া উপবেশন)

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও মহাবাহু ! পদে ধরি সখা
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে নিরস্ত্র হে তুমি—
শস্ত্র সত্য শপথ আমার
সাক্ষী রহ ভীষ্মে আজ করিব নিধন।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। বৃথা গর্ব্ব, সাধ্য কি হে বীর !
ভীষ্মের নিধন হেতু জন্ম শিখণ্ডীর।

ভীষ্ম। কেরে কেরে !
অতীতের সেই উষ্ণ অশ্রু প্রস্রবণ,
সেই দূর বিস্মৃতির ক্ষিপ্তাক্রুদ্ধা নারী,
হিংসা-তাপে বাষ্পাকারে উড়ি
নব জন্মে ক্লীব দেহ ক'রেছে ধারণ !
কুসুম কোমল বৃত্তি করিয়া সংহার
প্রতিশোধে মরুভূমি বামা—
নিশ্বাসেতে ঝরে বিষ অগ্নি চক্ষু কোণে,
মৃত্যু ইচ্ছা আজি অম্বা ভীষ্মের পরাণে।

শিখণ্ডী। ধন্য ভীষ্ম। চিনেছ আমায়,
অম্বা আমি—মৃত্যুবাণ আমি হে তোমার।

ভীষ্ম। বাসুদেব ! এত প্রতারণা !
কীটে নষ্ট হেতু কর ক্লীবের ভজনা !
তবে কেন আর—
এত যত্ন যদি হরি তারিতে অধমে,
এত যদি দয়া হে তোমার,
দেহ তবে পদছায়া অঙ্গ ঢেলে দিই
লহ সব, দাও সুপ্তি—আঁখি মুদে রই।
ফিরাও, ফিরাও রথ ঘুরাও আমায়
বিশ্ব হ'তে লবে ভীষ্ম আনন্দ বিদায়।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। শিখণ্ডি! শিখণ্ডি!
বিদ্ধ কর তীক্ষ্ণ শরে ভীষ্মের শরীর—
বিস্মৃত হওনা সখা!
সাবধানে রক্ষা কর শিখণ্ডীরে বীর (সকলের প্রস্থান।

(শরবিদ্ধ ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। অবিচ্ছিন্ন বজ্রসমস্পর্শ শরধারা,
একি সব শিখণ্ডীর বাণ!
জাত-ক্রোধ লেলিহান আশীবিষ প্রায়
মর্ম্মস্থলে করিছে দংশন—
একি সব শিখণ্ডীর বাণ!
না, না, মিথ্যা অসম্ভব।
কেশবের মন্ত্রপূতঃ ধনঞ্জয়-শর,
অম্বার সাধনা তীব্র তীক্ষ্ণতা শরের;
শান্তি, শান্তি, নহে ত দহন
মুক্তি, মুক্তি—মৃত্যু কথা ভ্রম। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শরশয্যায় ভীষ্ম।

(দৈববাণী)

দক্ষিণায়ণে প্রাণ পরিহরি বীর !
বিশ্ব ত্যজি দেবব্রত কোথা যেতে চাও।

ভীষ্ম। এত যদি বেদনা গম্ভীর
হও স্থির ব্যোমচারি—রহিনু জীবিত।
জাগো সংজ্ঞা
উত্তরায়ণ ধীরে করহ প্রতীক্ষা!
আছি আমি হও স্থির রহিনু জীবিত।

(ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

গান্ধারী। পুনঃ বল আছ তুমি দেব !
হে কৌরবের শেষ পুণ্য জ্যোতিঃ,
নিঃস্ব করি সারা ধরাখানি
যেওনা যেওনা প্রভু কাঁদায়ে অবনী !

ভীষ্ম। আছি আমি, রহিব জীবিত—
এলি কি জননি—
স্বাস্থ্য হর্ষ জয় যশ অঞ্চলে বাঁধিয়া
এলি কি মা পুত্রেরে বরিতে !
দে মা দে মা শিরে হাত—
দীর্ণ বক্ষে পদ্মহস্ত বুলাগো জননি !
বিষের বড়ই জ্বালা হয়েছি কাতর,
দে মা ঢেলে চন্দন প্রলেপ,
ফুলশয্যা ক'রে দে মা শরশয্যা মোর।

গান্ধারী। যবে এসেছিলে ভবে
বৈকুণ্ঠ এসেছিল নামি তব আগে আগে।
ফিরায়ে লইয়া যেতে
সাধিয়াছে বুঝায়েছে কত অশ্রুপাতে।
আজ সে লইয়া যায়—
আজি এই শুভক্ষণে
আমারে জননী বলি—ক'রনা আহ্বান,
স্বর্গভ্রষ্ট হওনা মহান্!

ভীষ্ম। স্বর্গ যে মা শুয়ে তোর কোলে,
আরতি করিতে তোমা দুই হাত তোলে!
মাঝে মাঝে দুই হস্ত করে আকর্ষণ
স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাধারে অমৃত উথলে।
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার,
শুধু মোর মাতা নহ, মাতা সবাকার।

গান্ধারী। মাতা আমি!
মাতৃত্ব উঠিল বাঁচি পুত্রত্বে তোমার।
কিন্তু দেব, মা ব'লে ডাকিত যারা,
কত অত্যাচারে তারা—তুমি জান দেব,
ভাঙ্গিতেছে ধরণীর হিয়া।
ধ্বংস যজ্ঞ উদ্‌যাপনে,
এই বক্ষে যূপকাষ্ঠ করিয়া প্রোথিত,
তোমারে করিল তারা প্রথম আহুতি!
না না—নহি মাতা আমি—
শিষ্যা আমি, দ্বারে আমি অতিথি তোমার।

শিখাও আমায়
বিশ্বের মঙ্গল তরে পুণ্য দেহপাত।

ভীষ্ম। হে চিরমঙ্গলময়ী,
জগদ্ধাত্রী জগত্তারিণী,
যুগে যুগে করি দেহপাত—
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে গ'ড়েছ।
বিশ্বের মঙ্গল তরে পুনঃ মা গড়িবে
নব নব যুগ—
তোমার আদর্শে শত উঠিবে জননী,
ঘরে ঘরে যোগ্য পুত্র উঠিবে জাগিয়া।
মাতা! আবার আসিব—দিস্ যদি স্থান
স্বর্গবাস বৈকুণ্ঠ না লব
ঐ পুণ্য জঠরে পশিব।
তব রক্তে পুষ্ট করি জীবন যৌবন
দীপ্ত তেজে ধ্বংস করি ধরার কালিমা
সন্তানের দল সব গড়িব ভারতে;
গড়িব আনন্দ-মঠ নিরানন্দ-ধামে।

গান্ধারী। এস—এস—এস ফিরে এস,
সারা বিশ্ব ব'সি র'ল অঞ্চল পাতিয়া।
আসিবে নিশ্চয়—
চিনিতে না পারি যদি তোমা,
চিনিব তোমার—
ধরাভার করিতে হরণ,
সর্ব্ব অঙ্গে স্বেচ্ছার বন্ধন—
ক্ষত-আভরণ—ইচ্ছার মরণ!

কৃষ্ণ। এস তবে এস বীর,
বিশ্ব সাথে জেগে র'ক সাধনা তোমার।
এস তবে হে মহান!
গরীয়ান পৃথিবীর ঊষর প্রান্তর,
রক্ত ঢালি ক'রেছ উর্ব্বর।
তুমি যাবে প'ড়ে রবে ভারতের বুকে
হাতে গড়া শত তীর্থ তব।
এস ত্যাগী, এস যোগী, এস হে সন্ন্যাসি!
চন্দ্র-সূর্য্যসম ভীষ্ম নাম
ত্যাগ-রাজ্যে বিলাক মহিমা।

ভীষ্ম। একি—একি—কেমনে বাহিরে এলে,
কোথা পেলে পথ—
ওগো মোর অন্তরের নিধি,
ওগো মোর ক্ষত চিকিৎসক!
ইচ্ছা মৃত্যু দিলে যদি ইচ্ছা দাও হরি—
ভিতরে রাখিয়া তোমা—বাহিরেতে হেরি!
এস এস—আরো কাছে—বল প্রাণারাম—
ভীষ্মের বিদায় সাথে—হবে না কি ধরার আরাম!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

দ্রোণ।

দ্রোণ। মৃত্যুঞ্জয়ী ভীষ্ম গেল,
ক্ষুদ্র দ্রোণ মহাযুদ্ধে সেনাপতি আজ।
হত্যা, হত্যা, দ্রোণ অগ্রভেরী,
শিরে দ্রোণ বাঁধিয়াছে হত্যার উষ্ণীষ,
কণ্ঠে শুধু হত্যা হত্যা রব।
ভৃত্য আমি, প্রজা আমি, রাজাজ্ঞা পালিতে,
অধর্ম্মেরে দিয়েছি আশ্রয়,
সযতনে বুকে ক'রে আজ
দাঁড়ায়েছি দেখাতে জগতে,
কোটী ভীষ্ম, কোটী দ্রোণ, পুত্তলিকা প্রায়
মাথা নত ক'রে দেয় ধর্ম্মের দুয়ারে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। প্রাণের ভয়ে এতদূর পালিয়ে এসেছেন আচার্য্য ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ

দ্রোণ। দুর্য্যোধন !

দুর্য্যো। সংশপ্তক যুদ্ধে অর্জ্জুনকে নিযুক্ত রাখলুম, যুধিষ্ঠিরকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন! সেই জন্যই কি মহাবীর ভীষ্মের পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথী জ্ঞানে আপনাকে আমি সেনাপতি পদে বরণ করেছিলুম! সামান্য অভিমন্যুকে আজ আপনি নিবারণ ক'রতে পারলেন না! আর কি ব'লতে চান?

দ্রোণ। বল্‌তে চাই অভিমন্যু সামান্য নয়। কখনও কি সেই ষোড়শ-বর্ষীয় শিশুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছ? যদি তা ক'রতে, তাহ'লে দেখ্‌তে, সেই শিশুর মুখে যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য—চরিত্রে কেশবের মাধুরী—কার্য্যে ভীমসেনের প্রতাপ—সেই শিশুর দেহে অর্জ্জুনের বিক্রম—চক্ষে নকুলের বিনয়, সহদেবের গাম্ভীর্য্য।

দুর্য্যো। ছিঃ ছিঃ, এ সব কথা ব'ল্‌তে আপনার লজ্জা হচ্ছে না?

দ্রোণ। লজ্জা! উল্লাসে আমার বুকের রক্ত নৃত্য ক'রছে—শিরা উপশিরা আজ গর্ব্বে ফুলে উঠেছে—পৃথিবীতে এমন শিষ্য আমার আছে যার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে তার পিতৃগুরু দাঁড়াতে অক্ষম। ঐ দেখ দুর্য্যোধন! তোমার সামান্য অভিমন্যু—মহামহারথীদের বাত্যাহত তুলারাশির মত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিচ্ছে। ঐ দেখ দুর্য্যোধন! অশ্বত্থামা রথের উপর প'ড়ে মূর্চ্ছা গেল—কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা সকলে অশ্বত্থামাকে রক্ষা ক'রতে অভিমন্যুকে আক্রমণ ক'রলে—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দুর্য্যোধন! তোমার সখা, অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণ, যার বীরত্বে তুমি স্পর্দ্ধা ক'রে কৃষ্ণার্জ্জুনকে তুচ্ছ ক'রেছ, সেই মহাবীর সামান্য অভিমন্যুর বিক্রম সহ্য ক'রতে না পেরে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসছে—লজ্জা, লজ্জা, মাথা নত কর, মাথা নত কর দুর্য্যোধন!

(হতাশ্বাসে কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। আচার্য্য! আচার্য্য! সমর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অনুচিত

তাই আমি এখনও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিনি, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল আচার্য্য! অভিমন্যুর বধোপায় ব'লে দিন।

দ্রোণ। ব'ল্‌ব, ব'ল্‌ব. যখন মুষ্টি কদন্নের তরে দেহের স্বাধীনতা বিক্রয় ক'রেছি তখন ব'লব বই কি—তা হ'লেও চক্ষু মেলে আজ দেখ কর্ণ, এমন দিন আর পাবে না; এমন শোভা কুরুক্ষেত্রে বুঝি আর হবে না।

কর্ণ। ব'লে দিন আচার্য্য। অভিমন্যুর বধোপায় ব'লে দিন্।

দ্রোণ। দেব, দেব, একটু অবসর দাও—একবার সাধ মিটিয়ে দেখে নিই। ভয় নাই কর্ণ! আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও। একবার দেখ, চিন্তা কর, শিক্ষা করে নাও। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, দুর্য্যোধন! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর সম্মুখীন হয়েছে—দেখছ কি? বুঝি আজ পুত্র হারালে! কর্ণ! কর্ণ। ছুটে এস, রাজপুত্রকে রক্ষা কর।

দুর্য্যো ও কর্ণ। ভয় নাই, ভয় নাই লক্ষ্মণ! [সকলের প্রস্থান।

(শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। চমৎকার প্রতিশোধ হচ্ছে। দুর্য্যোধন আজ লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ ক'রে আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছে—হাঃ হাঃ হাঃ—কিন্তু আজকার হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে দুর্য্যোধন যদি সন্ধির প্রস্তাব করে—যদি ধর্ম্মরাজ—না—না—তা হতে দেব না—আজ একটা নূতন কীর্ত্তি ক'র্‌ব—আজ পাণ্ডবের বক্ষে এমন একটা ক্ষত এ কে দেব—বিশ্বে যার প্রলেপ পাওয়া যাবে না। এমন জ্বালা জ্বেলে দেব—কেঁদে চক্ষু গলিয়ে দিলে, হস্তিনার সিংহাসন হাতে তুলে দিলেও দুর্য্যোধন যার ক্ষমা পাবে না। অভিমন্যু! ক্ষমা করিস ভাই—তোর বাঁচা হবে না, অধর্ম্ম যুদ্ধে তোকে হত্যা করাব—পৃথিবীর সমস্ত আগুন একত্র ক'রে অর্জ্জুনের বুকে জ্বেলে দেব।

(দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলের প্রবেশ)

দুর্য্যো। মামা! মামা! অভিমন্যুর হাতে পুত্র গেছে, সব গেল, সব যায়।

শকুনি। লক্ষণ নাই, লক্ষণ নাই; চল সকলে মিলে যেমন ক'রে হ'ক অভিমন্যুকে হত্যা করি।

দুর্য্যো। ঠিক বলেছ, চল শীঘ্র চল।

কর্ণ। অধর্ম্ম হ'বে।

দুঃশাসন। ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি না—কিন্তু আচার্য্য সম্মত হবেন না।

শকুনি। সম্মত হবে না! একটা ক্ষুদ্র শিশু হত্যার এতটুকু অপরাধ একজনের উপর চাপিয়ে না দিয়ে ক'জনে ভাগ ক'রে নিতে চাইছি, ভাগে যা পড়বে তাতো কিছুই নয়—এতে সম্মত হ'বে না!

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। ঠিক ব'লছ—কেন সম্মত হ'বে না—যে যুদ্ধ বাধিয়েছ এই ত তার উপযুক্ত সেনাপতিত্ব—সম্মত না হ'লে যে অধর্ম্ম হ'বে! কিন্তু মহারাজ! অভিমন্যুর বিক্রম সহ্য ক'রতে পারলুম না—আনন্দে আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দুঃখ, তোমার পুত্রকে আজ—

দুর্য্যো। যাক্ পুত্র—রাজ্য চাই, আমার পুত্র-হন্তার ছিন্ন মুণ্ড চাই। দুঃখ করবেন না আচার্য্য! ছলে বলে কৌশলে অভিমন্যুকে হত্যা করুন।

দ্রোণ। তা না ক'রলে হয়—ধর্ম্মদ্বেষী, মিত্রদ্রোহী, গর্ব্বান্ধ মহারাজ! দেহের সমস্ত রক্ত লালসায় ফেটে প'ড়ছে কিন্তু সামর্থ্য কোথা কাপুরুষ! একটা বিশাল সাম্রাজ্যের বিচার কর্ত্তা হ'য়ে একটা বিরাট ধর্ম্মাভিযানের নেতা হ'য়ে অধর্ম্ম অত্যাচারে—না—না—মহারাজ। অপরাধ হ'য়েছে—

যেদিন অশ্বত্থামা দুগ্ধ ভ্রমে পিষ্টোদক পান ক'রে নৃত্য করেছিলো—যেদিন আমি সপরিবারে দ্রুপদ রাজ-দ্বারে অপমানিত হয়েছিলুম, সেইদিন গুলোর কথা মনে প'ড়েছে। মহারাজ! তুমি আমায় অন্ন দিয়ে পুষ্ট ক'রেছ। কর মহারাজ! আয়োজন কর, কাল প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—দুর্ভেদ্য ব্যূহ গ'ড়ে বীর প্রবর এক মহারথকে নিপাতিত ক'র্‌ব। বুঝি অধর্ম্ম—না এস মহারাজ! ক্রীতদাস আমি—রাজার আজ্ঞা পালনই আমার ধর্ম্ম।

প্রস্থান।

দুঃশাসন। চল, চল, মত বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।

[সকলের প্রস্থান।

শকুনি। হাঃ হাঃ—শকুনি যে ডালে বসে সেই ডাল ভাঙ্গে—জ্বলেছে, জ্বলেছে—নিশ্বাস! ঝটিকার বেগে শকুনির দেহ হ'তে নির্গত হও—জ্বালাও জ্বালাও, ফুৎকার দাও!

দ্বিতীয় দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্র।

জয়দ্রথ। শঙ্করের বরে আমি আজ গিরিদুর্গের মত ব্যূহদ্বার রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব আমার কাছে আজ পরাজিত হ'য়ে ব্যূহ প্রবেশ আশা পরিত্যাগ ক'রেছে—দ্বাদশ ক্রোশ ব্যাপী ব্যূহের মধ্যে একা অভিমন্যু যুদ্ধ ক'র্‌ছে—ধন্য বালক—ছয়বার সপ্তরথী মিলে আক্রমণ ক'র্‌লুম—লজ্জা, লজ্জা, কেউ সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলুম—ঐ আবার—কর—আক্রমণ কর—এবার জয়দ্রথ পশ্চাৎ ফিরবে না।　　[প্রস্থান।

(পেছু হটিতে হটিতে কর্ণ, অশ্বত্থামা ও দ্রোণের প্রবেশ)

কর্ণ। অসহ্য আচার্য্য ! অসমর্থ আমি—

অশ্বত্থামা। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, আমিও আর দাঁড়াতে পা'র্‌ছি না।

দ্রোণ। আর আমি—না না, সাবধান আর একটু অপেক্ষা কর, শেষ ক'রে এনেছি, অবাধ্য যদি হও—দ্রোণ পুত্র বধ ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হ'বে না।

(চক্রহস্তে অভিমন্যুর প্রবেশ—পশ্চাতে চারিজন রথী)

অভিমন্যু। অত্যাচার—অত্যাচার
সাক্ষী ধর্ম্ম, সাক্ষী তুমি ত্রিদিবে ঈশ্বর।
বড় দুঃখ বুক ফেটে যায়—
কুরু অন্নে পরিপুষ্ট অন্নদাসগণ!
দু'টি মুষ্টি কদন্নের তরে
মনুষ্যত্বে দেছ জলাঞ্জলি।
বিরথ ক'রেছ মোরে, শূন্য তূণ মম,
সপ্তরথী সপ্তবীর, কৌরব গৌরব,
ক্ষত্রধর্ম্মে সপ্ত অভিশাপ—
হত্যা চাও ? মৃত্যু ! সে ত গরিমা আমার !
কিন্তু হায় ! পৃথিবীর পরমায়ু সাথে
এ কলঙ্কের হইবে প্রসার !
ঘোর চক্র, শত শত ক'রেছ সংহার,
কলঙ্কের গুরুভার দাও নামাইয়া। (চক্র নিক্ষেপ)

(সকলে মিলিয়া চক্র ছিন্ন করিলেন)

কর্ণ। এইবার—এইবার—

দ্রোণ। অশ্বত্থামা ! ভীরু কাপুরুষ,
কৃতবর্ম্মা ! সাবধান, করহ প্রহার—

অভিমন্যু। হোঃ হোঃ, ব্যর্থ হ'ল !
হাঃ বিধাতঃ ! এত সাধ গড়িতে নরক !
পিতঃ পিতঃ ! জ্যেষ্ঠতাতঃ !
কুরুক্ষেত্র-অধিপতি জনার্দ্দন হরি !
ভাগিনারে দিতে বলিদান
অধর্ম্মের যূপকাষ্ঠ করেছ নির্ম্মাণ !
জ্বল চক্ষু—অগ্নিকণা কর বিস্ফুরণ,
উঠ শ্বাসে প্রলয় ঝটিকা,
রাহুগ্রস্ত ক্ষত্রধর্ম্মে করহ উদ্ধার,
মুষ্টাঘাতে কর চুরমার। (মুষ্টাঘাতে উদ্যোগ)

(একজন রথীর গদা ফেলিয়া প্রস্থান ও অভিমন্যুর সেই গদা গ্রহণ)

এইবার—এইবার— (গদাঘাতে উদ্যোগ)

দ্রোণ। গেল, গেল, রক্ষা কর আছে শক্তি কার—

দুঃ-তনয়। অভিমন্যু ! সহ্য কর গদার প্রহার—

(পরস্পর গদাঘাত ও পতন)

অভি। হোঃ হোঃ, হে বিধাতঃ—তুমিও হে বাম !
বড় দুঃখ রয়ে গেল যাবার সময়—
হে আচার্য্য ! পিতৃগুরু !
যুদ্ধনীতি-শিক্ষাগুরু, ব্রাহ্মণ তিলক !
কুরুক্ষেত্রে উদ্যোগী পূজারী !
রক্ত সাথে ঢেলে দিলে একি পূজা আজ !
কোন্ পাপে বলহে ব্রাহ্মণ !
এত নিম্নে নেমে গেলে নিজেরে ভুলিয়া !
বড় ব্যথা বুকে বাজে আজ ;

তব নাম কৃমি কীট করিবে লেহন।

জনার্দ্দন ;— (মৃত্যু)

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(হেঁট মুণ্ডে নিশ্চলভাবে দ্রোণের অবস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

সুভদ্রা ও কৃষ্ণ।

সুভদ্রা। গোবিন্দ মাতুল যার পিতা ধনঞ্জয়
মৃত্যু তার, তার পরাজয়!

কৃষ্ণ। কেঁদনা ভগিনি!
মুছে ফেল অশ্রুজল উচ্চ কর শির,
পুত্র তব অমরত্ব পেয়েছে সম্মান।
ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে
বীর মাতা, বীরজায়া, বীরের অন্তরে
অভিমন্যু নাম আজ মন্ত্র সাধনার।
বাতাসের প্রত্যেক নিশ্বাসে,
আকাশের প্রতিরন্ধ্রে, কবির ঝঙ্কারে,
স্বপ্নময় জীবন প্রভাতে—
অভিমন্যু নাম আজ মৃত-সঞ্জীবনী।
অভিমন্যু নামে আজ রক্ত ফুটে উঠে

তন্দ্রা ছুটে, স্বপ্ন কেটে যায়,
আতঙ্কেতে থেমে যায় জলদ হুঙ্কার।
কে ব'লেছে ম'রেছে কুমার!
বীরমাতা, বীরজায়া, কেঁদোনা ভগিনি!
পুণ্যকীর্ত্তি—বিধাতার দান,
পুত্র তব অমরত্ব পেয়েছে সম্মান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কই নারি! চ'খে কোথা জল?
অভিমন্যু নাই বুঝি শুননি এখনও?
নাই, নাই, অভিমন্যু নাই,
চিরতরে চলে গেছে আজ।

সুভদ্রা। অভিমন্যু, অভিমন্যু।
জননীরে ফেলে রেখে গেলি!

কৃষ্ণ। গেল বাধ ভেঙ্গে—
ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়। আদর্শ পুরুষ—

অর্জ্জুন। বাসুদেব। অভিমন্যু কৈ?
শক্তি মোর কেন নিলে কেড়ে?
আশুতোষ! কোন অপরাধে
জয়দ্রথে দিলে বর পার্থ সর্ব্বনাশে?
অভিমন্যু! অভিমন্যু!
এস নারী গলা ধ'রে কাঁদি দুজনায়
আমাদের আর কেহ নাই।
এস নারী তীব্র কণ্ঠে করিয়া চীৎকার
বিধাতার সৃষ্টি দ্বারে তুলি হাহাকার।

কৃষ্ণ। ভীষ্ম দ্রোণ বধোপায় তুচ্ছ তুলনায়—
শঙ্কটে প'ড়েছি আজ—
বিশ্বে যদি থাক কেহ উদ্ধার আমায়—

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। আছি আমি,
ধর্ম্ম গেছে শুনাতে সকলে—
আছি আমি—কাঁদিব না, নিষেধ তাঁহার।
কাঁদ পিতা! কাঁদিবার কোথা অধিকার?
বিধাতার বাণী বিশ্বে করিতে প্রচার
মোহরূপে রথোপরি পড়েছিলে ঢ'লে;
জাগো পিতা! গেছে সেই দিন—
আজ তুমি কর্ম্মযোগী তপস্বী প্রধান,
ধর্ম্ম হস্তে বজ্র প্রহরণ।
পুত্র ব'লে ক'রনা বিলাপ;
কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষত্র একজন
অধর্ম্মের অত্যাচারে ত্যজেছে পরাণ!
জাগো পিতা! অস্ত্রাঘাতে জিজ্ঞাস তাদের
সপ্তরথী মিলি কেন নিরস্ত্রে বধিল?
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কেন নীরব কেশব!
বাজাও বাজাও শঙ্খ, ভেঙ্গে দাও সব
ধর্ম্ম হানি হয়েছে জগতে— [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। একি মূর্ত্তি দেখালে কেশব!
সঙ্গোপনে একি মূর্ত্তি গড়েছ পাষাণ!
সুবর্ণ প্রতিমা দগ্ধ করি শোকাগুনে,

শুভ্র জ্যোতিঃ মিশায়ে তাহায়,
বিশ্ব অঙ্গে দিলে করি একি আভরণ !
জ্বল তবে জ্বল চক্ষু,
বিভাবসু জ্বলে উঠ গাণ্ডীব টঙ্কারে ;
প্রতিজ্ঞা আমার
কল্য আমি জয়দ্রথে করিব বিনাশ।
শূল হস্তে রক্ষা যদি করেন শঙ্কর,
বজ্র হস্তে যদি পুরন্দর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যদি কোন জন
সিন্ধুরাজে প্রদানে আশ্রয়,
বিনাশিয়া সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
উপাড়িয়া নভোস্থল,
বিদারিয়া ধরিত্রীর হিয়া,
বিনাশিব জয়দ্রথে প্রতিজ্ঞা আমার।
অস্তে যদি যান দিবাকর
পুত্র-হন্তা জয়দ্রথে দেখিয়া জীবিত—
শুন পৃথ্বী, প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে ত্যজিব জীবন।

চতুর্থ দৃশ্য

(কৈলাশ-শিখর)

মহাদেব ও পার্ব্বতী

প্রমথগণের নৃত্যগীত।

হর, হর, হর, সব চুপ কর,
আঁখি মুদে বাবা বসেছে যোগে।
বম বম বম—বম্ ভোলানাথ,
ববম ববম ত্রিপুর নিপাত,
পাপীর শিরে অশনি সম্পাত—বিশ্ব করুণা মাগে।
কোথা পাপী তাপী, কোথা পুণ্যবান
সাধকে সিদ্ধি মৃতে দিতে প্রাণ,
আঁখি মুদে ডাকে বাবা—দেখে আঁখি আগে॥

[প্রমথগণের প্রস্থান।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হের হর্ষে, গিরি শীর্ষে, রূপের বিকাশ,
স্মষ্টি স্থিতি লয় সমবায়,
একাধারে ত্যাগ ভোগ সাধনা সমাধি।
ধনঞ্জয়! সসম্ভ্রমে কর প্রণিপাত। (উভয়ের প্রণাম)

অর্জ্জুন। ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ,
জয় প্রভু জয় শিব ত্রিপুর নিপাত,
হেলায় করিলা তুমি দক্ষ যজ্ঞ নাশ,
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কাল পাশ।
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাতা।

কৃষ্ণ। ডাক সখা রুদ্রাণীরে তব
আদ্যাশক্তি কাত্যায়নি দিবেন অভয়।

অর্জ্জুন। মা, মা, কোথা মা রুদ্রাণী,
ভদ্রকালী মহাকালী মন্দরবাসিনী!
তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি প্রভাবতী,
তুষ্টি তুমি, পুষ্টি তুমি, তুমি মা সাবিত্রী।
জননী মোহিনী মায়া এস মা করালী!
শক্তিরূপে শরাসনে বস মা আমার,
ভক্তিরূপে গ'লে প'ড় হৃদে,
মুক্তিরূপে আলো ধ'রে দাঁড়া মা আঁধারে। (প্রণাম)

পার্ব্বতী। ভোলানাথ! খুলহ নয়ন,
নেত্র আগে হের দৃশ্য নর-নারায়ণ।

মহাদেব। হের প্রিয়ে, হের ত্রিনয়নী.
আঁখি মুদে ভোলানাথ হেরিছে কৌতুকে।

কৃষ্ণ। ভোলানাথ। দৃষ্টিপাত কর—আজ ভীত আমরা—তোমার শরণাপন্ন।

মহাদেব। ভাগ্য দেখ পার্ব্বতী! (উত্থান) তৃষ্ণা চুপ ক'রে ব'সে আছে—জল ছুটে এসেছে।

কৃষ্ণ। আশুতোষ! সপ্তরথী মিলে অন্যায় সমরে অভিমন্যুকে হত্যা ক'রেছে, পার্থ প্রতিজ্ঞা ক'রেছে কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বিনাশ ক'রবে।

মহাদেব। পার্থ প্রতিজ্ঞা ক'রেছে না তুমি করিয়েছ, তা বেশ ক'রেছে।

কৃষ্ণ। বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য কাল এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌বেন প্রতিজ্ঞা করেছেন। এদিকে জয়দ্রথকে হত্যা না

ক'রতে পারলে সখা প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ বিসর্জ্জন দেবে প্রতিজ্ঞা করেছে। শঙ্কর! এ উভয় শঙ্কট হ'তে আমাদের রক্ষা ক'রো।

পার্ব্বতী। এ আবার কি ছলনা নারায়ণ! যার তুমি সহায় তার ভয়?

মহাদেব। কে ব'ল্‌লে পার্ব্বতী! লাগাম ধরে ধরে সে শক্তি কি আছে! এখন উনি ঘোড়ার ঘাস কাটতে খুব মজবুত।

কৃষ্ণ। গঙ্গাধর! আজ আমাদের রক্ষা কর।

মহাদেব। এইত চাই। আচ্ছা পার্ব্বতী, তোমার মত বুদ্ধিহীনা আর ত খুঁজে পাচ্ছি না! যে জগতের বড়, সে তোমাকে আজ বড় ক'রে দিতে এসেছে, আর তুমি কিনা—না, না—কিছু ভয় নাই ধনঞ্জয়! তোমাকে আমি না রক্ষা ক'র্‌লে কে ক'রবে? জানি জনার্দ্দন! ভক্তের নমা বাড়াতেই ভগবানের আবির্ভাব। কিন্তু এতে ত হ'ল না—ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ক'রে নিতে গিয়ে তুমি নিজেই বৃহৎ হ'য়ে গেলে। যাও অবতার! ভূভার হরণ ক'র্‌তে ধনঞ্জয়কে ল'য়ে কত রূপেই না বিহার ক'র্‌ছ। যাও জনার্দ্দন! তোমার আহ্বানে যাব—প্রয়োজন হয়, যে মুখ হ'তে আশীর্ব্বাদের শীতল ধারা নিঃসৃত হ'য়েছে, সেই মুখ হ'তে অভিসম্পাতের তপ্ত প্রস্রবণ জয়দ্রথের শিরে প'ড়ে ভস্ম করে দেবে। যাও প্রভু! আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। বিশ্বনাথ! কৃতার্থ হ'লেম। [প্রস্থান।

(প্রমথগণের নৃত্য গীত)

মা হেসেছে, বাবা হেসেছে,
চোখ কটা বুজে ছিল ব'সে বাবা, চেয়ে দেখেছে ॥
শিখরে শিখরে উঠেছে নৃত্য, গহ্বরে গহ্বরে ধ্বনি,
ফুলের সুবাসে জাগিয়া বসেছে বাবার মাথার ফণী ॥
লতায় পাতায় হেলে দুলে, সোহাগে মেতেছে ॥
মা হেসেছে, বাবা হেসেছে ॥

বাবা রেগেছে
পাথরে গড়া কৈলাস পাহাড় কেঁপে উঠেছে।
গর্জ্জে উঠেছে মাথার ফণী তুলছে হলাহল,
ত্রিশূলের মুখে ছুটেছে রক্ত পলকে ঝলকে অনল।
জটায় জটায় ঘন কলরব প্রলয় বিষাণ বেজেছে ॥

পঞ্চম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্র

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি)

দুর্য্যোধন। কোন ভয় নাই সিন্ধুরাজ! এ আচার্য্যের ব্যূহ।

শকুনি। ব্যূহ ব'লে ব্যূহ—একেবারে বার ক্রোশ লম্বা, পালিয়ে শেষ করা যাবে না।

জয়দ্রথ। তাই ত, আজ কি অর্জ্জুনের হাতে ম'র্‌তেই হবে!

দুঃশাসন। কিছু ভয় নাই এ আচার্য্যের প্রতিজ্ঞা।

শকুনি। কিছু ভয় নাই, যে যা ব'লেছে সে ঠিক তাই ক'র্‌বে, কাঁপছ, কাঁপ, কিন্তু ভয় ক'র না।

জয়দ্রথ। মহারাজ! কেন আমায় আশ্বাস দিলে?

দুর্য্যোধন। ভয় কি সিন্ধুরাজ! বেলা জোর আর দুদণ্ড আছে, এই দুদণ্ড তোমাকে আমারা যেমন ক'রে হ'ক রক্ষা কর্‌ব।

শকুনি। কাটেও যদি কত কাটবে—বড় জোর সমস্ত শরীর থেকে আধ হাতটাক মাথাটুকুই কাটবে।

জয়দ্রথ। মহারাজ! আজ আর জয়দ্রথের নিস্তার নাই।

দুর্য্যোধন ! সিন্ধুরাজ ! আচার্য্য আমার দেহে দুর্ভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন, আমাকে হত্যা না কর্‌লে তোমাকে কেউ হত্যা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপাচার্য্য। মহারাজ ! বড় দুঃসংবাদ ; আপনার আটানব্বই ভাই ভীমের হাতে মারা প'ড়েছে।

দুর্য্যোধন। মামা ! মামা ! ওহো হো—

শকুনি। কেঁদনা ভাগ্‌নে কেঁদনা ও অমন হয়েই থাকে।

জয়দ্রথ। আর আমাকে রক্ষা করতে পারলেনা মহারাজ !

দুর্য্যোধন। এই চক্ষের জল মুছে ফেললুম—প্রাণ দিয়ে তোমাকে রক্ষা করব এস। [সকলের প্রস্থান।

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ, ম'রেছে ম'রেছে, আটানব্বই ভাই ম'রেছে, ম'রবে ম'র্‌বে সব যাবে— (প্রস্থান)

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আশ্চয্য—একবিন্দু জল কোথাও নাই—ঘোড়াগুলো ত আর ছুট্‌তে পার্‌ছে না। ধনঞ্জয়—না—তুমি এই অবস্থাতে ক্ষণকাল যুদ্ধ কর—ঘোড়াগুলোর সর্ব্বাঙ্গ ব'য়ে রক্ত পড়্‌ছে—বেলা দুপুর হ'ল—ঘাস জল তারা পেলেনা—আমি জল কোথায় দেখি—এখনও ছ-ক্রোশ যেতে হবে।

অর্জ্জুন। বিষম সঙ্কট বেশ বুঝেছি, তা বলে ছল করে ছেড়ে যেতে চাও—না না তা যেও না—অর্জ্জুন তার প্রতিজ্ঞা পালন ক'রবে—কিন্তু বাসুদেব ! তোমার নামে যে কলঙ্ক প'ড়বে। পৃথিবী ব'ল্‌বে বিপদ বুঝে জনার্দ্দন তাঁর আশ্রিতকে ত্যাগ ক'রে গেছেন।

কৃষ্ণ। এ কি ব'ল্‌ছ সখা !

অর্জ্জুন। ব'ল্‌ছি তোমার তুষারে গড়া হাত দু'খানি একবার তাদের সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দাও—ক্ষত সেরে যাক, পিপাসা থেমে যাক।

কৃষ্ণ। প্রলাপ ব’কনা ধনঞ্জয়—দেখ্‌তে পাচ্ছনা ঘোড়াগুলো ধুঁকছে! না—দাঁড়াও আমি জল খুঁজি।

অর্জ্জুন। সখা! তুমি কি অন্ধ—ঐ ত একটা সরোবর রয়েছে।

কৃষ্ণ। কই কই সখা!

অর্জ্জুন। আমার কাছে ঠকে যাবার ভয়েও চক্ষের পালটে একটা সৃষ্টি ক’রে ফেললে না!

কৃষ্ণ। জীবগুলো পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ ক’র্‌ছে—আর তুমি—

অর্জ্জুন। তবে উপায় করি—রাগ ক’রনা সখা—দাঁড়াও, তোমার জন্য একটা সরোবর নির্ম্মাণ করি। (ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন)

কৃষ্ণ। গর্ব্ব ক’রনা—কর্ম্মে ব্যাঘাত দিওনা ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন! গর্ব্ব ক’র্‌বনা—এই দেখ, যদি পারি—

কৃষ্ণ। যদি পার—আর যদি না পার?

অর্জ্জুন। যদি না পারি—তোমার নামে কলঙ্ক প’ড়বে।

কৃষ্ণ। বাঃ বড় সুন্দর পণ ত!

অর্জ্জুন। বসুন্ধরা! মা আমার! যে ইঙ্গিতে বুক চিরে বিশ্ববাসীকে রত্নের আগার দেখাও মা—অভিসম্পাতের তপ্ত প্রস্রবণ বাতাসের গায়ে ছড়িয়ে দাও—যে ইঙ্গিতে একটা বিরাট সাম্রাজ্য বুকের উপর ধ’রে তার অভিষেক কর—একটা উদ্ধত আহ্বানকে হতাদরে বুক থেকে ঠেলে ফেলে দাও—এও সেই ইঙ্গিত—

(বাণ নিক্ষেপ, সহসা সরোবর নির্ম্মিত হইল)

কৃষ্ণ। সাধু সাধু ধনঞ্জয়! কিন্তু হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক কই? মৎস্য, কুর্ম্ম, সহস্র বিকশিত কমল? এমন নির্জীব ক’রে গ’ড়লে কেন ভাই!

অর্জ্জুন। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভার তোমার উপর—হে সৃষ্টির স্বামী—ত্রৈলোক্যের অলঙ্কার—সে অলঙ্কার তুমিই দাও

কৃষ্ণ। তাই হ'ক, তোমার কীর্ত্তিই সজীব হ'ক। সহস্র কুসুম ফুটে উঠুক—

(সহস্র কুসুম ফুটিয়া উঠিল, হংস ইত্যাদি ভাসিয়া উঠিল)

যাও সখা—তুমি মাটীর উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ কর—আমি ঘোড়াগুলোকে একটু জল খাইয়ে নিই—

অর্জ্জুন। বেশ, তোমার কার্য্য তুমি কর। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। যুদ্ধ জয়ের বড় সহজ উপায় আজ কুরুপক্ষ উদ্ভাবন ক'রেছে। শুধু স'রে যাচ্ছে, শত্রুকে চক্ষের আড়াল ক'রে যে স'রে যায় তাকে গ্রহণ করা বড় কঠিন—একটু ভাবলেনা, কি ভীষণ প্রতিজ্ঞাই ক'রলে! বেলা জোর আর দুদণ্ড আছে—এই দুদণ্ডের মধ্যে যদি—না—তা হ'লে আবার অস্ত্র ধ'র্‌ব—কুরুক্ষেত্রের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য কর্‌ব—চীৎকার ক'রে ধরিত্রীর বক্ষ দীর্ণ ক'রে দেব, তপ্ত নিশ্বাসে সমস্ত সৃষ্টি জ্বালিয়ে দেব।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। সে কথা আর নূতন ক'রে কাকে শুনাচ্ছ ভক্তাধীন?

কৃষ্ণ। এসেছ? শূলপাণি! সমুদ্র মন্থনে গরল উঠেছিল—বিষের উত্তাপে সংসার জ্বলে যেত, গণ্ডুষে পান ক'রে সৃষ্টি রেখেছিলে। নীলকণ্ঠ! আবার গরল উঠেছে—অধর্ম্ম মন্থন দণ্ডে লালসা-রজ্জুর পাক দিয়ে, দুর্য্যোধন আর শকুনি—একটা প্রকাণ্ড শান্তি-সমুদ্র আলোড়িত করে আবার গরল তুলেছে! ত্রিশূলি! সৃষ্টি যায়—গণ্ডুষে ক'রে ত্রিশূলের মুখে ঢেলে দাও। মহেশ্বর! ত্রিশূল ধর—ধনঞ্জয়কে রক্ষা কর।

মহাদেব। যে যজ্ঞে শঙ্করের বিধাতা যজ্ঞেশ্বর—সে যজ্ঞে শঙ্করের প্রয়োজন নাই। হে বিশ্বের পালক! যে তোমায় জানে না, সে তোমায়

নন্দের বালক ব'লে উপহাস করুক কিন্তু শঙ্কর যে তোমায় ভাল ক'রে চিনেছে, মুরারি! শঙ্কর ধনঞ্জয়কে রক্ষা করবার স্পর্দ্ধা রাখেনা। শঙ্কর দেখ্‌তে এসেছে—একদিকে ব্রাহ্মণের কঠোর প্রতিজ্ঞা, অন্য দিকে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বান—এই দুটীকেই জাগ্রত রেখে কেমন ক'রে তুমি আজ ধর্ম্মের বিজয় ভেরী বাজাও, শঙ্কর তাই দেখ্‌তে এসেছে। শঙ্কর যুদ্ধ ক'র্‌তে আসেনি, শঙ্করের বরে জয়দ্রথের গর্ব্বদৃপ্ত শির আজ তুমি কেমন ক'রে নত ক'রে দাও, শঙ্কর আজ তাই দেখতে এসেছে।

কৃষ্ণ। শঙ্কর, ছলনা ক'রনা—আমাদের রক্ষা কর!

মহাদেব। তাই ক'র্‌ব, এস অবতার, তোমার সংহার মূর্ত্তি নিয়ে পাপের রাজ্য গ্রাস কর, চক্রাঘাতে শঙ্করের ভক্ত জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন কর—আর শঙ্কর সেই শির ত্রিশূলে বিদ্ধ ক'রে জগৎবাসীকে দেখাবে এস।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বেশ ব'লেছে শঙ্কর; জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌তে একদিকে দ্রোণাচার্য্যের কঠোর প্রতিজ্ঞা—অন্যদিকে জয়দ্রথকে বিনাশ ক'র্‌তে ধনঞ্জয়ের ভীষণ পণ—স্বধু কি তাই—জয়দ্রথের ছিন্ন শির যে মৃত্তিকা স্পর্শ করাবে—তার মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হ'য়ে যাবে। বেশ, আজ তিনটীকেই জাগ্রত রাখ্‌ব—কাউকে ক্ষুণ্ন ক'রব না। জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রেরও কালপূর্ণ হ'য়েছে।

জাগো যোগমায়া,
রাশি রাশি অন্ধকার করহ প্রসব,
মুহূর্ত্তেকে বিশ্ব ফেল ঢেকে।

সূর্য্যদেব! তিরোহিত হও ক্ষণ তরে। (সহসা অন্ধকার হওন)

অর্জ্জুন। (নেপথ্যে) কোথায় জনার্দ্দন! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তোমায় দেখ্‌তে পেলুম না! কেশব! কেশব!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

এ কি তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ! আমায় বড় ভালবাস তাই বুঝি আমার মৃত্যু চক্ষে দেখ্‌তে পা'র্‌বে না ব'লে রথ ফেলে রেখে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ! দুঃখ কি! জয় পরাজয় সে ত তোমাকেই সব অর্পণ ক'রেছি। ইঙ্গিত কর জনার্দ্দন! কুরুক্ষেত্রের খানিকটা মাটী আচম্বিতে জ্বলে উঠুক আর আমি তোমার নাম ক'রে—

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! সখা! তোমার চিতা আমায় সাজিয়ে দিতে হ'ল!

অর্জ্জুন। সে ভাগ্য কি ধনঞ্জয় ক'রেছে—কোন্ দিন পৃথিবীর অজ্ঞাতে ধনঞ্জয়ের পদস্খলন হবে—পথের ধুলোয় পড়ে ধনঞ্জয় ঘুমিয়ে প'ড়বে।

(জয়দ্রথ, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতির প্রবেশ)

জয়দ্রথ। এই যে ধনঞ্জয়! আর ভাবছ কি—সন্ধ্যা যে হয়েছে—

দুর্য্যোধন। ভাবলে ত ম'র্‌তে পা'র্‌বে না, মায়া হবে।

কর্ণ। ধনঞ্জয়! বীর তুমি—প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর—ত্রিভুবনে তোমার নাম থাক্‌বে।

জয়দ্রথ। সে কথা আর ব'ল্‌তে—অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ কর ধনঞ্জয়! চিতা সাজিয়ে দেব? ওঃ বুঝেছি, সুভদ্রার মুখ মনে প'ড়েছে!

কৃষ্ণ। সিন্ধুরাজ! এ উপহাসের সময় নয়। ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয়-বীর, অবশ্য প্রতিজ্ঞা পালন ক'রবে। আমি স্বহস্তে চিতা সাজিয়ে দেব। ধনঞ্জয়! চিরবিজয়ী বীর! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বিবাদ ভুলে যাও—কুরুবীরদের কাছে বিদায় চাও—আর যাবার সময় পৃথিবীটা একবার ভাল ক'রে দেখে যাও, আমি আলো ধরি।

(সহসা সূর্য্যদেবের প্রকাশ)

জয়দ্রথ। এঁ্যা! এঁ্যা! একি! একি!

দুর্য্যোধন। সর্ব্বনাশ! এখনও যে বেলা রয়েছে—পালাও পালাও।

[সকলের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন! জনার্দ্দন!

কৃষ্ণ। বধ কর, বধ কর, দেখছ কি—জয়দ্রথকে বিনাশ না ক'রলে আজ সন্ধ্যা ত হবে না। বধ কর, বধ কর—

অর্জ্জুন। বাসুদেব! বাসুদেব! (বাণনিক্ষেপ ও পশ্চাদ্ধাবন)।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! সাবধান! ছিন্ন মুণ্ড যেন মৃত্তিকা স্পর্শ না করে। সমস্ত-পঞ্চক তীর্থে জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র সান্ধ্যোপাসনায় উপবিষ্ট, বাণ-বিদ্ধ ক'রে জয়দ্রথের ছিন্ন শির তার পিতার অঙ্কে নিপাতিত কর—নতুবা তোমার উদ্ধার নাই।

ষষ্ঠ দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্র।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে দ্রুতবেগে কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। আকাশ থেকে শর বৃষ্টি হ'চ্ছে—লক্ষ লক্ষ শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, অসহ্য অসহ্য—কর্ণ! আজ তুমি সামান্য রাক্ষস যুদ্ধে পরাজিত! পদাঘাতে রথ চূর্ণ, সারথি হত, দেহ ক্লান্ত।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। দাবানল! দাবানল! পালাও, পালাও। কর্ণ! অস্ত্রক্ষেপ কর, অসংখ্য বিদ্যুৎ গ'লে প'ড়ছে, আকাশ ছিড়ে উল্কা খ'সে প'ড়ছে—

কর্ণ। শত্রু কই? শত্রু কই? কর্ণের শিক্ষা ব্যর্থ আজ।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ নাই, জয়দ্রথ নাই, কিন্তু সখা, তুমি আমার আছ—রক্ষা কর—ঘটোৎকচের হস্ত হ'তে আমার প্রাণ মান রক্ষা কর।

অশ্বত্থামা। একটা প্রকাণ্ড পাহাড় ছুটে আসছে।

কর্ণ। আগুন জ্ব'লছে—আগুন জ্ব'লছে—

দুর্য্যোধন। কোথায় আগুন—মস্ত বড় একটা সিংহ ছুটে আসছে। বধ কর, বধ কর। (সকলের বাণ নিক্ষেপ)

অশ্বত্থামা। উঃ কি বিকট গর্জ্জন! পালাও, পালাও—

(সকলের পলায়ন)

(ঘটোৎকচের প্রবেশ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আবার অদৃশ্য হও। ঘটোৎকচ! তোমার সমযোদ্ধা পৃথিবীতে নাই—কর্ণ বধ কর— [পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে কর্ণ অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। কর্ণ! বাসবদত্ত একাঘ্নীবাণ তোমার কাছে আছে—সেই বাণ নিক্ষেপ কর। নতুবা উদ্ধার নাই।

কর্ণ। সে কি! সে বাণে যে আমি অর্জ্জুনকে বধ ক'রব।

অশ্বত্থামা। ঘটোৎকচের হস্ত হ'তে আজ মুক্ত হও—তারপর অর্জ্জুনকে বধ ক'রো কর্ণ। সব গেল, এখনও রক্ষা কর।

দুর্য্যোধন। রক্ষা কর অঙ্গরাজ। রাজ্য চাও, হাতে তুলে দেব—

কর্ণ। আমি যে কবচ কুণ্ডল বিনিময়ে এ বাণ পেয়েছি, আমি যে অর্জ্জুনকে ধ্বংস ক'রব ব'লে—মহারাজ! না, তা আমি পারব না।

দুর্য্যোধন। কুরুরাজ জানু পেতে আজ ভিক্ষা করছে—রক্ষা কর অঙ্গরাজ! সখা! এই মুকুটের বিনিময়ে আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

কর্ণ। মুকুট চাই না মহারাজ! তোমার অভীষ্টই পূর্ণ হ'ক্। কর্ণ! জীবনের আশালতা ছিন্ন কর—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজে উপড়ে ফেলে দাও। মহারাজ! এই সেই একাঘ্নীবাণ, আমার জীবনের বিনিময়ে এই বাণ আমি পেয়েছিলুম।

(ঘটোৎকচের প্রবেশ)

ঘটোৎ। এইবার পেয়েছি ; রক্ত খাব।

অশ্বত্থামা ও দুর্য্যো। বধ কর, বধ কর।

কর্ণ। রাক্ষস! সহ্য কর! (বাণনিক্ষেপ)

ঘটোৎ। মলুম, মলুম—কে আছ—রক্ষা কর—সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে—আর পারলুম না। যাই, যাই, যাবার সময় অক্ষৌহিনী কুরুসৈন্য ধ্বংস ক'রে যাই। (প্রস্থান ও পতনের শব্দ)

দুর্য্যোধন। সখা! তুমিই আজ আমাকে রক্ষা ক'রলে।

কর্ণ। ওহোহো! কি ক'রলুম—কি ক'রলুম। [সকলের প্রস্থান।

(ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

ভীম। ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ!

অর্জ্জুন। ঘটোৎকচ! অভিমন্যুর কাছে চ'লেছ?

যুধি। একি ক'রলে কেশব! এখনও যে ভুলতে পারিনি।

কৃষ্ণ। চ'ললে বীর! পাণ্ডবের মহাহিতে আত্মবলিদান দিয়ে এ জনমের মত চ'ল্‌লে। যাও বীর। নূতন দেশে নূতন বেশে আবির্ভূত হও গে—নূতন প্রাণে নূতন কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠগে। কাঁদ্‌ছ বৃকোদর! কাঁদ্‌ছ ধর্ম্মরাজ! আজ এ নবজীবনের দিনে, ঘটোৎকচের আজ উত্থানের দিনে কাঁদ্‌ছ! না—না—আনন্দ কর।

অর্জ্জুন। কেশব! পাষাণেরও যে প্রাণ আছে!

কৃষ্ণ। শুন্‌বে? না, না আনন্দ কব। বৃকোদর! এমন দিন আর পাবে না, নৃত্যকর, করতালি দাও।

যুধি। জনার্দ্দন! একি রহস্য!

কৃষ্ণ। তবে শুন। ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দান ক'রে কর্ণ একাগ্নীবাণ পেয়েছিল—আর সেই মহাশক্তি ধনঞ্জয়কে বধ ক'রতে অতি সঙ্গোপনে রেখেছিল। ধর্ম্মরাজ! ঘটোৎকচকে বিনাশ ক'রে আজ সেই বাসবদত্ত

শক্তি শান্ত হয়েছে ! এ শক্তি যদি আজ বিফল না হ'ত ধনঞ্জয়, তোমার গাণ্ডীব আর আমার সুদর্শন এই মহাশক্তির দ্বারে নত হ'য়ে যেত। সুররাজ তোমার হিতসাধনার্থে কবচকুণ্ডল হরণ ক'রেছিলেন। আর আজ ঘটোৎকচকে বিনাশ ক'রে একাগ্নীবাণ ব্যর্থ হ'য়েছে। ধনঞ্জয় ! আজ তোমায় ফিরে পেয়েছি। ধর্ম্মরাজ ! কালভুজঙ্গের উদ্যত ফণা মন্ত্রবলে আজ নত হ'য়ে গেছে। বৃকোদর। নৃত্য কর, একফোঁটা চখের জলের বিনিময়ে আজ একটা কীর্ত্তির মাথা বজায় রাখতে পেরেছো।

সপ্তম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্র।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। এস ব'ক্ষে মৃত্যুর সাহস—
প্রলয়ের অঙ্গভঙ্গী ভ্রূভঙ্গে আমার।
হের বিশ্ব দ্রোণের পতন
কিংবা হের কুরুক্ষেত্র করি সমাপন।

(ক্রমাগত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ; সহসা নামাইয়া)

থাকে থাকে কোথা হ'তে আসে অবসাদ
ভেসে আসে বিদায় সঙ্গীত !

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

কেও ? মহারাজ ? না—না—ক'রনা ভৎ'সনা.
অন্নদাস, ক্রীতদাস আমি—
হের পুনঃ শরাসনে দিলাম টঙ্কার।

কিবা ভয় দ্রোণ যার র'য়েছে সহায় ;
নিজ কার্য্য কর মহারাজ !
হের আজ বিধূমিত ব্রহ্মাস্ত্র আমার,
নিঃক্ষত্রিয়া করিব ধরায়—
যাও দূরে দেখ আজ প্রতাপ আমার।

[বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। তোমাকে সকল রকমে পরীক্ষা ক'রেছি—কিন্তু পরাজিত ক'রতে পারিনি—আজ আবার তোমায় পরীক্ষা ক'রব ধর্ম্মরাজ! দেখব, তোমার হৃদয়ের কোন স্থানেও একটু দুর্ব্বলতা আছে কি না। তুমি যেন লোকের উপরোধ এড়াতে পার না। আজ এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হ'তে না পার—ক্ষমা পাবে না—তার জন্য তোমাকে কঠিন দণ্ড সহ্য ক'র্তে হ'বে। জগতকে দেখাতে হবে—শত ধর্ম্মানুষ্ঠান একটী ক্ষুদ্র পাপানুষ্ঠানকে নষ্ট ক'রতে পারে না। আর আচার্য্য! পুত্রস্নেহে বিহ্বল বৃদ্ধ! বড় মলিন হ'য়ে গেছ—আজ আমি তোমায় মুক্তি দেব, এই পুত্রস্নেহ—এই দুর্ব্বলতাই তোমার কাল হবে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। ক্রুদ্ধ হয়েছ কেশব ?

কৃষ্ণ। ক্রুদ্ধ কেন হব! বৃকোদরের কথা আচার্য্য বোধ হয় বিশ্বাস ক'রবেন না, ভাবছি কি করি।

যুধি। ভেবে দেখ কেশব, এত বড় একটা মিথ্যা কথা!

কৃষ্ণ। মিথ্যা নয় ধর্ম্মরাজ! অশ্বথামা নামে গজ একটা ম'রেছে ত, তুমি সেই অশ্বথামারই নামটা কর, তবে গজ কথাটা আস্তে বলো—

যুধি। প্রকারান্তরে ওত মিথ্যাই বলা হ'ল।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। হ'ল না কেশব! আমার কথা বিশ্বাস করা দূরে থাক, আচার্য্য আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন—তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ফুটে আগুন ছুটতে লাগ্‌ল।

(বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। আচার্য্যের বাণে পাণ্ডবের নাম লোপ হয় যে কেশব!

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! ঐ একটা কথা বল—আচার্য্য যদি আধ দণ্ড আর যুদ্ধ ক'র্‌তে পান, তা হ'লে সত্যই পাণ্ডবের নাম লোপ হবে।

অর্জ্জুন। সেই মিথ্যা কথা! না তা হবে না।

কৃষ্ণ। চুপ কর ধনঞ্জয়! বল ধর্ম্মরাজ! ঐ একটা কথা, প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলা—সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বল ঐ একটা কথা—

ভীম। দাদা, তোমার কথা নিশ্চয় বিশ্বাস ক'র্‌বেন।

যুধি। জেনে শুনে মিথ্যা কথা—

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। আমাদের সমস্ত সৈন্য পালাচ্ছে—

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! এখনও রক্ষা কর—একটা কথা, ঐ আচার্য্য আসছেন—বৃকোদরের কথা অবিশ্বাস ক'রেছেন বটে, তাহ'লেও স্থির থা'ক্‌তে পারেন নি! বল ধর্ম্মরাজ! তোমার হাতে আজ পাণ্ডবের প্রাণ মান—

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। যুধিষ্ঠির! বল ধর্ম্মরাজ! অশ্বত্থামা প'ড়েছে সমরে?

যুধি। এ্যাঁঃ এ্যাঁঃ—

কৃষ্ণ। বল বল সত্য কথা বল—

যুধি। সত্য কথা অশ্বত্থামা প'ড়েছে সমরে—নামে গজ এক—

কৃষ্ণ। এস ধর্ম্মরাজ! (স্বগতঃ) আমার কোন অপরাধ নাই, তোমাকে আমি সত্য কথা ব'ল্‌তে ব'ললুম। তুমি মিথ্যা ব'লেছ—তোমার রথ-চক্র মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রেছে—তোমাকে ক্ষণকালের জন্য নরক দর্শন ক'রতে হবে। [দ্রুত সকলের প্রস্থান।

দ্রোণ। অশ্বত্থামা পড়েছে সমরে!
ব্যাসবরে চারিযুগে অমর সন্তান,
শিষ্য মোর জীবন আমার,
কুরুক্ষেত্র বক্ষে আজ প'ড়েছে ঘুমায়ে!
তুচ্ছ আজ দেবতা আশীষ!
নরযুদ্ধে অমরত্ব লুণ্ঠিত ধূলায়!
তবে কেন আর—
যেই পুত্র তরে হায় দাসত্বে সেবিনু,
ব্রাহ্মণত্বে দিনু জলাঞ্জলি,
তিরস্কার, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,
অলঙ্কার করিনু দেহের,
সেই পুত্র অশ্বত্থামা প'ড়েছে সমরে!
বাসুদেব! তবে কেন আর—
জ্বল চক্ষু, জ্বলে উঠ, ভস্ম হ'য়ে যাও—
ফুটে উঠ শীতল শোণিত,
গৈরিক নিস্রাব সম ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি,
ছড়াইয়া পড় ত্বরা আকাশে বাতাসে।
অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা!—
(যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ)

(পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। গুরুহত্যা, জনার্দ্দন! আজ এও ক'র্‌তে হ'ল।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! চঞ্চল হওনা, এ কুরুক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন নিয়ে নয়। এ যুদ্ধের উদ্ভব রাজসূয় যজ্ঞে নয়, কপট দ্যূতে নয়—এ যুদ্ধের ভেরী ধর্ম্মের দীর্ঘশ্বাসে বেজে উঠেছে। এ রণরঙ্গ পীড়িতের আর্ত্তনাদে জেগে ব'সেছে। ধনঞ্জয়! অধর্ম্মের কশাঘাতে একটা সতেজ দীপ্তি কঙ্কাল সার হয়ে প'ড়ে আছে। এ যুদ্ধ নয় ধনঞ্জয়! জীর্ণ সংস্কার। এ যুদ্ধের পর্য্যাবসান কুরুকুল ধ্বংসে নয়—ধৃতরাষ্ট্রের আর্ত্তনাদে নয়। এ যুদ্ধের অবসানে নূতন জগত সৃষ্ট হবে, নূতন সূর্য্য আলোক দেবে। ধনঞ্জয়, এ স্বপ্নের মত একটা অলস জাতির তন্দ্রার সাহায্য ক'র্‌বে, শিক্ষাগুরুর মত একটা অধ্যবসায়ী জাতির উষর মস্তিষ্ক উর্ব্বর করে দেবে, একটা উদীয়মান জাতিকে পৃথিবীর আধিপত্যে অভিষেক ক'র্‌বে। ধনঞ্জয়! এ একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, এ হত্যাকাণ্ড নয়, বিরাট ধর্ম্মাভিযান। বিপক্ষে যে দাঁড়াবে, শত্রু সে, ধর্ম্মদ্রোহী সে, ছলে বলে কৌশলে তাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে।

(সহসা আকাশ মার্গে বিকট বজ্রধ্বনি হইল, সকলে অস্ত্র বহির্গত করতঃ সতর্ক হইলেন)

কৃষ্ণ। একি! বুঝেছি, অস্ত্র ত্যাগ কর, অস্ত্র ত্যাগ কর, পাণ্ডব পক্ষে যে যেখানে আছ অস্ত্র ত্যাগ কর—রথ থেকে নেমে দাঁড়াও—বাহন ত্যাগ ক'রে—ভূপৃষ্ঠে অবতরণ কর। অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ ক'রেছে—অস্ত্র ত্যাগ কর। (বৃকোদর ব্যতীত সকলের অস্ত্রত্যাগ ও মৃত্তিকায় উপবেশন)

ভীম। অশ্বত্থামার ভয়ে অস্ত্রত্যাগ! কিছুতে না।

কৃষ্ণ। বৃকোদর! দেখ্‌ছ কি? অস্ত্র ত্যাগ কর। পৃথিবী কাঁপছে, উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গ আকাশে ঠেকেছে—গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ ক'রে মুহুর্মুহু আগ্নেয় উদ্গার হ'চ্ছে। অস্ত্র ত্যাগ কর—বজ্রাঘাত হ'ল—বজ্রাঘাত হ'ল।

ভীম। কিছুতে না। যোধগণ, অস্ত্র ধর। ধনঞ্জয়! গাণ্ডীব ধর। গদাঘাতে আজ নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত ক'র্‌ব।

অর্জ্জুন। গো, ব্রাহ্মণ, নারায়ণাস্ত্রের বিপক্ষে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধরে না।

কৃষ্ণ। বৃকোদর! তোমার মাথার উপর সমস্ত বাতাস জ্বলে উঠেছে। অস্ত্র ত্যাগ কর। যুদ্ধের চিন্তা পর্য্যন্ত ক'রনা, জ্বলে যাবে।

অর্জ্জুন। সর্ব্বনাশ হ'ল—অস্ত্র কেড়ে নাও—

(অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)

ভীম। যুদ্ধ ক'র্‌ব।

কৃষ্ণ। অস্ত্র ছাড়, নির্ব্বোধ, অহঙ্কারী—এ তোমার সাধ্যাতীত।

(অস্ত্র ত্যাগ করাইলেন ও নারায়ণাস্ত্র প্রশান্ত হইল)

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

শয়ন কক্ষ।

কৃষ্ণ ঘুমাইতেছেন।

অপ্সরীগণের নৃত্য গীত।

উঠ উঠ দীননাথ, উঠ ব্রজের শিরোমণি,
তোমার দ্বারে দাঁড়িযে আছে যুক্ত-করে দিনমণি।
শিশির মাখা ফুলের সুবাস
দাঁড়িয়ে তোমায় করছে বাতাস,
থমকে দাঁড়িয়ে উদাস বাতাস, শুনতে তোমার নুপুর ধ্বনি॥
উঠ উঠগো পালক, চিরকিশোর বালক,
কর্ম্ম রথ চালক, করে লয়ে পাঁচণী।
উঠ আলোক মাখা কালোশশী,
বাজাও তোমার মোহন বাঁশী,
শাঁখের ডাকে করম পথে মাতিয়ে দাও গো জগৎ প্রাণী।

কৃষ্ণ। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। সূর্য্যদেব! তোমার স্বর্ণ-কিরণ পৃথিবীর বুকে ঢেলে দাও, জীব নূতন কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক। অনিল! নিখিল বিশ্বে কুসুম গন্ধ ছড়িয়ে দাও; প্রতি শ্বাসে জীবকে নূতন আশায় উৎফুল্ল কর, প্রশ্বাসে নিরাশা ক্লেদ টেনে বার করে নাও। সলিল! অমৃতের মত জীবের পরমায়ু পুষ্ট কর। হর্ষ, বিষাদ, বন্ধুত্ব, বিবাদ, যুদ্ধ, শান্তি, জন্ম, মৃত্যু, বুদ্ধির অগোচরে যুক্তি

তর্কের অন্তরাল দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণে অগ্রসর হ'ক। ক্ষিত্যপতেজ মরুৎব্যোমে জগতের মঙ্গল বাদ্য বেজে উঠুক। [প্রস্থান।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। ভারতের মহাযুদ্ধে আমি শঙ্খধ্বনি !
হে জননি ! আশীর্ব্বাদ সাথে তুলে দিলে অভিশাপ !
নারীজন্ম বিকৃত আমার।
করুণার রাণী নারী ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনী !
রক্ত যজ্ঞে, হত্যার যাজনে,
জন্ম যদি দিলে হরি অনল মাখায়ে,
কেন দিলে সংসারে ছাড়িয়া !
অমঙ্গল যদি হে দ্রৌপদী,
রক্তমাংসে সর্ব্বনাশে কেন আবরিলে !

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। বড় মা। একটা গান শুন্‌বে ?

দ্রৌপদী। তোমার গান ! না মা, শুন্‌বো না।

উত্তরা। কেন মা ! তোমরাও যদি না শুন্‌বে, তবে কে শুন্‌বে, মা ? শুন, সেই চমৎকার গান।

দ্রৌপদী। উত্তরা ! আর কাঁদ্‌তে ত পারব না মা !

উত্তরা। না, না, সেই গান, যে গান গাইতে গাইতে উত্তরার দুটী চক্ষু জলে ভরে যায় কিন্তু এককোঁটা মাটীতে পড়ে না—কেন জান ? গান শুনে মোহিত হ'য়ে চোখের জল সব থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকে—বুঝলে সেই গান।

দ্রৌপদী। উত্তরা, উত্তরা !

উত্তরা। একি তুমি কাঁদছ মা ! ছিঃ ছিঃ কই উত্তরা ত কাঁদছে না। তার সর্ব্বাঙ্গ উল্লাসে নেচে উঠছে। বুকের ভেতরকার তন্ত্রীগুলো

যেন কার করস্পর্শে বেজে উঠেছে। একি, তবু কাঁদছ! তবে তুমি কাঁদ—আমি গাই—

গীত।

চোখের জলে ভেসে যায় যাক্ আমি কাঁদ্‌ব না,
আমায় ক'রেছে মানা।
ওগো বড়ই ব্যথা বুকে
সবার ব্যথা আমায় দিয়ে সবাই থাকুক সুখে
আমি ত কাঁদব না।
তোমরা পাছে কেঁদে ফেল দেখে তাইত কাঁদব না॥
আমি উচ্চ করিয়া শির—মুছিয়া নয়ননীর
গাব গান বলে রেখে গেছে মোরে জাগাতে কর্ম্মবীর;
আবার দেখা হবে, আবার কোলে লবে,
সেই চন্দ্র-লোকের চন্দ্রালোকে আবার দেখা হবে।
তাইতো আছি বসে, তাইতো বেড়াই হেসে
তাইতো শুধুই গাইরে গান—তাইতো কাঁদি না॥

উত্তরা। মা মা বিদ্যুৎ হান্‌ছে, উঃ কি বিকট গর্জ্জন!

দ্রৌপদী। কই মা? না, না উত্তরা! (ধারণ)

উত্তরা। শিল্ প'ড়ছে—ছেড়ে দাও ত মা—একটু কুড়িয়ে মাথায় দিই—বড় জ্বল্‌ছে।

দ্রৌপদী। উত্তরা! মা! মা!

উত্তরা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—কে চ'লে গেল দেখ্‌তে পাচ্ছ না! [বেগে প্রস্থান।

দ্রৌপদী। হাঃ বিধাতঃ, এও কি হে সৃজন তোমার!
পত্র পুষ্পে সাজায়ে বিটপী
ক্রীড়াচ্ছলে কর মূলে কুঠার আঘাত!
হে বিরাট! হে অচিন্ত্য!

এও কি হে গরিমা তোমার !

(রক্ত মাখিয়া ভীমের প্রবেশ)

ভীম। যাজ্ঞসেনি ! প্রতিশোধ রক্তের অক্ষরে।

দ্রৌপদী। একি মূর্ত্তি !
সর্ব্ব অঙ্গে ব'হে যায় তড়িৎ প্রবাহে—
রক্ত লিপ্ত একি উত্তেজনা !
হায় নাথ ! হায় বীর ! আদর্শ পুরুষ !
নর-জন্ম বিধাতার দান—
হা পাষাণ ! ক্ষমা নাই হৃদয়ে তোমার !

ভীম। একি দৃশ্য, কাঁদিছ পাঞ্চালি !
দুঃশাসন অরি যে তোমার।
মনে নাই সেই সভা—
দ্যূতক্রীড়া—পাণ্ডবের সর্ব্বস্ব হরণ—
মনে নাই সেই অত্যাচার—
মুক্তকেশি ! সেই আর্ত্তনাদ।
না না। এস বুকে এস
পাপাত্মার তপ্ত রক্তে বেঁধে দিই বেণী।

দ্রৌপদী। অরি, অরি, কেন হরি গড়িলে ধরায় !
হিংসা গ'ড়ে না মিটিল সাধ—
পাছে পাছে ছেড়ে দিলে ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ।
জ্বালা যদি দিলে হে পাষাণ,
বিস্মৃতি কেন না দিলে দয়ার আধার !
দাও, দাও, বেঁধে দাও বেণী
হত্যা-শীর্ষে লিখে দাও দ্রৌপদীর নাম।
মুদ আঁখি বিশ্বের রমণী

দ্রৌপদী মানবী নয় দ্রৌপদী রাক্ষসী।

ভীম। রক্ত রক্ত ভীম আজ সেজেছে রাক্ষস,
জ্বালা জ্বালা—নিভেনি এখনও—
জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—সর্ব্ব অঙ্গে লেপি।
দ্রৌপদীর যতগুলি কেশ,
চতুর্গুণ জ্বালা তার প্রতি লোমকূপে!
সিক্ত করি তপ্ত রক্তে আজ
বেঁধে দেব পাঞ্চালীর বেণী। (সিক্ত করণ)
প্রিয়ে—প্রিয়ে—হের রক্তরাগ
কৃষ্ণ চিত্রপটে হের রূপের বিকাশ!
যাজ্ঞসেনি! সফল সাধনা,
নৃত্য কর হাস্য কর করহ উল্লাস।

(ইতিমধ্যে গান্ধারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন)

(সহসা গান্ধারীর দিকে তাকাইয়া)

কে কে? আঁ-আঁ-আঁ— (ভীষণ কম্পন)

গান্ধারী। ভয় নাই ভীম,
এই চক্ষু আমি করিনু মুদিত।
উৎসবে দিয়াছি বাধা বাপ্—মনে কিছু ক'রনারে।

(কিছুপরে)

মাখ্ মাখ্ সর্ব্ব অঙ্গে মাখ্
কোন দোষ নাই।
দুঃশাসন রক্ত ও ত নয়—
স্তনদুগ্ধ—স্তনদুগ্ধ—
আমার—আমার—গান্ধারীর—গান্ধারীর—
রাঙ্গা কেন? হাঃ—হাঃ—হাঃ

বুঝিলিনা ?—বড় দুষ্ট ছিল,
বড় দুঃখে শাসন করিতে হ'ত তাকে।
সে যখন স্তন পান করিতরে ভীম,
দুগ্ধে কুলা'ত না—
তাই চিবায়ে চিবায়ে—চুষিয়া চুষিয়া
দুগ্ধ সাথে রক্ত সব ক'রেছিল পান।
(প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া)
হ্যাঁ—দেখ্ ভীম—
কি যেন কি হয়েছে আমার !
ঘরে নাহি পারিরে তিষ্ঠিতে—
দুঃশাসন ফিরিল না দেখে
বাহিরিনু সন্ধান করিতে—
পাইনু সন্ধান—চলিনুরে বাপ।　(যাইতে যাইতে)
দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন—　(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

কর্ণ।

কর্ণ।　যাও নারি ! দ্রুত দ্রুত দ্রুত চলে যাও—
দেখনা'ক পশ্চাৎ ফিরিয়া।
সযতনে সঙ্গোপনে চারিপুত্র প্রাণ
লুকাইয়া রাখ গিয়ে
ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের সাথে।

আমি পুত্র ! মিথ্যা কথা, গেলি মোরে ছলি,
পুত্র প্রাণ পেলি শুধু দাতাকর্ণ বলি—
যে হৃদে ভাসায়ে দিলি পুত্র গঙ্গাজলে,
পুত্র তরে প্রাণ ভিক্ষা
সে হৃদয়ে আসে কি প্রকারে !
সত্য কথা কুন্তী তুই পাণ্ডব জননী ;
দুর্ব্বল করিতে মোরে ক'হে গেলি তোর
মনোমত মোর এই জীবন কাহিনী।
রাধেয় রাধেয় আমি—

দৈববাণী। কৌন্তেয়—কৌন্তেয় তুমি—

কর্ণ। (উচ্চৈঃস্বরে) রাধেয় রাধেয় আমি—

দৈববাণী। (সমস্বরে)—কৌন্তেয়—কৌন্তেয় তুমি।

কর্ণ। তবে—তবে—

দৈববাণী। তবে তুমি পাণ্ডব প্রধান।
যথা সত্য ছিল তব কবচ কুণ্ডল,
যথা সত্য আমি তারে করেছি হরণ,
তথা সত্য তোর ঐ জীবন কাহিনী
কুন্তী তোর মাতা বৎস—জনম দুঃখিনী।

কর্ণ। ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, শুনিতে না চাই
স্বার্থ-কথা বাসব তোমার।
অর্জ্জুনে রক্ষিতে, স্বার্থ রক্ষিতে তোমার
কবচ কুণ্ডল তুমি নিয়েছ হরিয়া।
পুনঃ আজ পাঠায়ে নারীরে
নিয়ে গেলে ভিক্ষা করি পাণ্ডবের প্রাণ।
পাণ্ডবের ক্রীতদাস তুমি—

দৈববাণী। যদি কহে পিতা তব—

কর্ণ। অধিরথ পিতা মোর—কহিবেন তিনি— ?

দৈববাণী। পিতা তব দেব দিবাকর—

কর্ণ। আরও মনোহর—

দৈববাণী। অজ্ঞাতে তোমার
প্রত্যেক উষায় তুমি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়
বিনামূল্যে ক'রে থাক আত্ম সমর্পণ।

(সূর্য্যের আবির্ভাব)

কর্ণ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ দেব—তিষ্ঠ ঐ স্থানে
শুনিতে চাহিনা আমি আর—

(সূর্য্যের আরও নিকটে আবির্ভাব)

তিষ্ঠ দেব, জ্যোতিঃ তব কর সম্বরণ—
শুনিলাম বুঝিলাম সব—
মানিলাম তুমি পিতা মোর,
জনম দুঃখিনী কুন্তী জননী আমার।
যাও যাও দেব, ত্যাগ কর মোরে,
ল'য়ে যাও প্রণাম আমার। (প্রণাম করণ)

(সূর্য্যের অন্তর্দ্ধান)

কর্ণ। গেছ দেব, গেছ ল'য়ে রচনা তোমার !
ক্ষণেক অপেক্ষা কর দেব !
ক্ষণ তরে ভুল হে আমায়—
কতদিন, কতদিন লইয়াছি সেবা,
সূত জননীর বক্ষ রক্ত কতদিন
করিয়াছি পান—
কতদিন কতদিন—সূত পিতা মোর,

এই গণ্ডে ক'রেছে চুম্বন ।
সূত মাতা—বক্ষে রাখি এই দেহ ভার
কতশত রচিয়াছে নন্দন কানন !
অকৃতজ্ঞ ক'রনা আমারে,
শেষ ক'রে নিতে দাও পুরাতন পাঠ ।
একটু অপেক্ষা কর দেব—
পুত্র আমি—
জলপিণ্ড দিয়ে আসি পূর্ব্ব জনমের ।
এখনি আসিব দেব, এখনি আসিব
কৌন্তেয় হইব । (কিছুপরে)
কৌন্তেয়—কৌন্তেয়—
পুনঃ পুনঃ এই ধ্বনি—উঠে চারিভিতে,
কৌন্তেয় বলিয়া ডাকে সম্মুখে পশ্চাতে ।
না—না—সূতপুত্র আমি—আমিরে রাধেয়,
দুর্য্যোধন সেনাপতি আমি— ।
ডাক্ ডাক্ ঐ নামে একজন ডাক্,
ভুলারে আমারে মহা প্রলোভন হতে,
সূতপুত্র বলি মোরে একজন ডাক্ ।

(যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রবেশ)

ভীম । প্রাণভয়ে এসেছ পলায়ে
ধিক ওরে সূতের নন্দন—

কর্ণ । ডেকেছে ডেকেছে—
সূতের নন্দন বলি আমায় ডেকেছে,
চির আকাঙ্খিত সেই দীনের কুটীরে
আদরেতে ফিরায়ে দিয়াছে—

ডেকেছে ডেকেছে মোরে—ডেকেছে যে জন
মহা উপকারী সে—
কে সে—কে সে—বল দেখি মন ?
বন্ধু সে, ভাই সে, আমার স্বজন। (ভীমকে আলিঙ্গন)

ভীম। আরে হীন, সূতের নন্দন!
বন্ধু বলি, ভাই বলি—
ক্ষত্রিয় নন্দনে তুমি কর আলিঙ্গন!
(আলিঙ্গন মুক্ত হওন)

কর্ণ। কেন ? সূতপুত্রে গড়েনি ঈশ্বর!
দক্ষিণ হস্তেতে বিধি গড়েছেন তোমা,
বাম হস্তে গড়েছে আমায়—
বিধাতার পোষ্য পুত্র তুমি—
আরে আরে, সৃষ্ট জীবে ঘৃণা কর হীন!
নম্র হয়ে থাকে তারা ব'লে
দলিয়া রাখিতে চাও তারে চিরদিন!
অন্ন নাহি চাহে—বস্ত্র নাহি চাহে
ভাই বলে চাহে ডাকিবার
নাহি অধিকার—
দেখ্ তবে হীন অভিমান—
প্রস্তুত হইয়া নেরে ভীম—

ভীম। প্রস্তুত—প্রস্তুত—

কর্ণ। তবে—তবে—বুঝাইতে
ভাই বলে ডাকিবার আছে অধিকার,
নীচ উচ্চে সেতুবন্ধ করিতে নির্ম্মাণ,
জানাইয়া দিতে—রাধেয়ে কৌন্তেয়ে

নাই কোন ব্যবধান,
কাণে কাণে দিয়ে যেতে কুড়ান সন্ধান—
এই ধনুমুখে,
একটি বন্ধনে, বাঁধি চারি ভায়ে
মুদ্রিত করিয়া দিনু আজ গর্ব্বভরে
পুঞ্জীকৃত আশীষ চুম্বন ! (ভীমের গলদেশে ধনুস্থাপন)
আরও আরও আনিতে নিকটে
সর্ব্বশক্তি দিয়ে আমি করি আকর্ষণ !
(ভীম প্রভৃতির বন্ধন মুক্ত হইতে চেষ্টা)
ছাড়া, ছাড়া দেখি এ বন্ধন—
এ বাঁধন নহেক ধনুর
জলে ভাসা এক রহস্যের।
অনিদ্রায় অনাহারে বহু বর্ষ যাপি—
বক্রমূর্ত্তি ধরিয়াছে ধনুর আকার।
হবেনা হবেনা ভীম ও বিক্রমে তোর—
নহি আমি হিড়িম্ব রাক্ষস,
জরাসন্ধ নহি আমি নহিরে কীচক,
দুর্য্যোধন ভ্রাতা নহি আমি,
দুঃশাসন বক্ষ নাই আমার ভিতর।
পারিলি না—পারিলি না—
তবে ডাক্‌রে অর্জ্জুনে—
ডাক্ ডাক্ তোদের কেশবে—
ডাক ভগবানে—
প্রাণ যায়—লজ্জা কিবে ডাক্‌রে পবনে,
ধর্ম্মে, দেবেন্দ্র বাসবে,

ডাক্—তোর জননী কুন্তীরে—।
ওই যা, মুক্ত হয়ে গেলি— (ধনু খুলিয়া গেল)
অসতর্ক বাহিরিল বাণী—
মুক্তি মুক্তি হ'ল প্রতিধ্বনি।
না—না—পুনর্ব্বার বাঁধিনু তোদের—
ভাই বলে ডেকেছিনু ক'রেছিলি ঘৃণা
আজ—"সেই ভাই"—না শুনিয়া কাণে
ছাড়িবনা—ছাড়িবনা—আমি ছাড়িবনা।

যুধিষ্ঠির। অপমান—অপমান—দারুণ যন্ত্রণা,
সহিতে না পারি ;
দাও ভাই ছাড়ি আমাদের—

কর্ণ। প্রাণভয়ে, প্রাণভয়ে, তবু বলিয়াছে—
ভাই বলিয়াছে, ভাই বলিয়াছে।
চ'লে যারে, চ'লে যারে, সম্মুখ হইতে—
চ'লে যারে, চ'লে যারে, বুক জ্বলিতেছে—
চলে যারে, চলে যারে, কর্ণ কাঁদিতেছে।

ভীম। অপমান—অপমান—কোথায় অর্জ্জুন—

(সকলের প্রস্থান)

কর্ণ। আমারও ঠিক ঐ কথা—কোথায় অর্জ্জুন ?
কৃষ্ণে করি ভর—
শ্রেষ্ঠ হ'তে চায় সে বর্ব্বর, জ্যেষ্ঠ হ'তে !
এই মত—এই মত—
না—না—কেশবের বুক থেকে ছিড়িয়া লইয়া
জ্যেষ্ঠ পদে দিব গড়াইয়া— (প্রস্থান)

(কর্ণের পুনঃ প্রবেশ)

কর্ণ কিন্তু যাব কোথা—ঐ কথা—ঐ কথা—
কৌন্তেয়—কৌন্তেয়—আমারে গিলিতে চায়।
তূণ হতে শর যেন কৌন্তেয় বলিয়া
ডাকিছে আমারে—
না—না —কোথা শর—বধিব কৌন্তেয়ে—

(পৃষ্ঠ হইতে তূণ নামাইয়া শর বাছিতে লাগিল)

কোথা কোথা তুমি কৃতান্ত করাল,
হে একাঘ্নীবাণ—
জীবনের বিনিময়ে পেয়েছিনু যাহা
কোথা—কোথা—তুমি—
ও হো-হো—সে যে করেছি নিঃশেষ,
ঘটোৎকচ বিনাশিতে !
করিনি নিঃশেষ আমি, করায়েছে মোরে।
তবে আমি নিশ্চয় কৌন্তেয়—
নিষ্কৃতি পেয়েছি বুঝি ভ্রাতৃবধ হ'তে।
কিন্তু—কিন্তু—কি হল আমার—
একটা জীবন ল'য়ে আসিনু ধরায়
এক ভুলে হল তাতে শত প্রত্যবায় !
কোন প্রাণে অর্জ্জুনে বধিব—
না বধি অর্জ্জুনে—কোন মুখে
দুর্য্যোধন সম্মুখে দাঁড়াব—
কোন দিকে যাব—আমি কোন দিকে যাব।
এক হস্ত টানিতেছে—বন্ধুত্ব আমার,
অন্য হস্ত ধরিয়াছে ভ্রাতৃত্ব সজোরে।

উভয়ে সমান শক্তিমান—
বুঝি ছিন্ন হ'বে—বুঝি বা ডুবিব !
না—না—দিতে হবে কিছু
কাহারেও না বঞ্চিত করিব।
কি দিব— কি দিব—
দেব্ দিবাকর, তুমি বলে দাও মোরে।

(প্রণাম)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ ও সম্মুখে দণ্ডায়মান হওন)

(কর্ণ উঠিয়া ব্যস্ততা সহকারে)

কর্ণ। সখা, বন্ধু, ভাই—মনে কি তোমার আছে ?
ঘটোৎকচ বধকালে দিতে তুমি চেয়েছিলে
রাজ্য তব—রাজ সিংহাসন।
বড় সাধ হয়েছে আমার—দিতে পার ?

দুর্য্যোধন। দিতে পারি কিনা—জিজ্ঞাস আমারে ভাই—
ভীষণ সে পরিণাম হ'তে
রক্ষিলে যেরূপে তুমি দুর্য্যোধন মান
রাজ্য কি হে সখা—দিতে পারি প্রাণ।
নাও ভাই মুকুট আমার,
রাজ্য ধন মোর নহে আর—
আজ হ'তে তুমি রাজা—

কর্ণ। আমি যদি হই হে পাণ্ডব ;
তথাপি কি দিতে পার ?

দুর্য্যোধন। শোন কথা—তুমি পাণ্ডব—হাসালে আমারে—

কর্ণ। শুন সখা—নহি আমি শুধুই পাণ্ডব
সত্য সত্য সর্ব্বজ্যেষ্ঠ আমি তাহাদের।

দুর্য্যোধন। সত্য সত্য সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে যায় মোর,
শুনিলে ঐ ঢক্কার নিনাদ!
পাণ্ডব—পাণ্ডব—
মনে হয় সহস্র লোচন হই—
সহস্র লোচন হ'তে অগ্নিকণা করি বিচ্ছুরিত
দিই ভস্ম করি।
পাণ্ডব—পাণ্ডব—
শত ভাই মধ্যে আমি—অবশিষ্ট আছি।
প্রয়োজন হইয়াছে—বুঝিয়াছি সখা,
উত্তেজিত করিতে আমারে—
কর উত্তেজিত—কিন্তু সত্য করিওনা।

কর্ণ। সত্য তাই সত্য করি সখা—
সত্য সত্য সত্য আমি পাণ্ডব প্রধান।
সূর্য্যের ঔরসে—মাতা কুন্তীর জঠরে
কণ্যাকালে তাঁর—জনম আমার।
কলঙ্কের ভয়ে মাতা ফেলে দিল জলে
রাধা মাতা দিল মোরে কোল—
তারপর তারপর—হল সব গোল।

দুর্য্যোধন। একি আত্মগ্লানি—একি আপশোষ!
সমস্ত জীবন ধরি—তাড়ানু যাদের
করি দূর দূর—
আজি সন্ধ্যা পরে—ফিরিয়া স্বপুরে
দেখিনু বসিয়া তারা ঘরের ঠাকুর!

কর্ণ। উত্তেজিত হইওনা ভাই—
দিবে তুমি বলেছিলে চেয়েছিনু তাই,

দিবেনা বলিলে, এবে আপশোষ নাই।

দুর্য্যোধন। কি করিয়া দেব—দিতে ত পারিনা সখা!
কি ক'রে বিলায়ে দেব অস্তিত্ব আমার!
ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোরে— (নতজানু হইল)
না—না—দিব দিব দিব—
মনে ছিল মারিব পাণ্ডবে
আজ শেষ তার।
স্থির হয়ে দাঁড়াও পাণ্ডব—
লহ এ মুকুট মোর রাজ্য সিংহাসন
বিজয় মণ্ডপ হক—হক রক্ষা পণ।
কাঁপিতেছে হাত দেখে হওনা বিস্মিত—
কাঁপিছে সর্ব্বাঙ্গ দেখে হওনা দুঃখিত—
কাঁপা স্বাভাবিক কিন্তু কাঁপি নাই আমি;
কাঁপিতেছে বসুমতী পদতলে মোর।

(মুকুট কর্ণের মস্তকে পরাইয়া দিল)

কর্ণ। কোথা যুধিষ্ঠির ভাই কোথা বৃকোদর,
অর্জ্জুন নকুল সহদেব—
হের, হের দূর হ'তে—
জ্যেষ্ঠ-শিরে শোভিতেছে কুরু-শির-ভূষা।
রক্ত পাতে বিলম্ব হইয়া যায় দেখে
পুরস্কারে লহিনু চাহিয়া।
উদ্দেশে জননী পদে নামাইয়া শির,
মুকুট সমেত এই মস্তক আমার,
তোদের শ্রীকরে ভাই দিনু উপহার।

বাজারে বাজারে বাদ্য বাজারে বিষাণ
এত দিনে কুরুক্ষেত্র হ'ল অবসান।

দুর্য্যোধন। হে পাণ্ডব—
পেলে রাজ্য দেশ—রণ নহে অবসান।
বনে বনে ঘুরি,
আনিব হে সংগ্রহ করিয়া
নব অক্ষৌহিণী—পুনঃ হবে রণ।
বিদায় বিদায়—দাও আলিঙ্গন।

(কর্ণ আলিঙ্গন অবস্থায়)

কর্ণ। কোথা যাবি ভাই—
আমি লব মুকুট তোমার!
নে নে ভাই ফিরে—
রাজ্যদানে ধনদানে সহায় সম্পদে,
বিজ্ঞাপিত সম্মানিত করিল যে মোরে
তার তরে রাখিয়াছি প্রাণ।
তবে, তবে, কি জানিস ভাই—
বহু বর্ষ ভাসি কিনারায় আসি
পাইনু যে শ্যামলা ধরণী,
ধরণী উপরে থরে থরে থরে
হেরিনু যে ফুল রাশি.
নাহি আঘ্রাণিয়া, মালা না গাঁথিয়া
শুধু ব'লে যাব "আসি"।
তাই ভাই
শত্রুকে সর্ব্বস্ব দান—তোর কাব্য গাথা
নিজ নামে গ্রথিত করিয়া,

কবির মতন ভাই—দু'চারিটা আঁচড় কাটিয়া,
দিয়ে গেনু ভায়েদের হাতে।
দেখাইয়ে দিলাম তাদের
দিব্যমূর্ত্তি আমার সখার।
বুঝাইয়ে দিয়ে গেনু জননীরে ভাই—
নিরাশ্রয় নহে কর্ণ।
সে যাহার লভেছে আশ্রয়
বড় উচ্চ সে, বড় সদাশয়।
বিষণ্ণ হওনা সখা—নাহি কোন ভয়,
সখা তব ধরাধামে দুরন্ত দুর্জ্জয়।
দুই দিকে দুই মাতা মোর,
মম সম কেবা ভাগ্যবান!
কুন্তী গেল—রাধা এল—
রাধা গেছে—কুন্তী আসিয়াছে।
হারায়েছি একবিঘাতিনী
আছে আর এক— (শর দেখাইল)
বল দেখি কি নাম ইহার?
ঐরাবত নাগসম্ভূত এ শর,
সুবর্ণ তূণীর মধ্যে চন্দন লেপিয়া
বহু দিন গোপনে রেখেছি।
আজি এই শরে—

(বেগে অশ্বসেনের প্রবেশ)

অশ্ব। শুধু ও শরে ত হবে না, হুকুম কর—ঐ শরের মধ্যে প্রবেশ করি—দেখতে না দেখতে অর্জ্জুনের মাথাটা কেটে নিয়ে আসি—

কর্ণ। কে তুমি ?

অশ্ব। নাই বা শুনলে—না না শুন—আমি একটা সাপ—আমার নাম অশ্বসেন—অর্জ্জুন আমার মাতৃহন্তা। অনেক দিন আগে খাণ্ডব বন দাহন ক'রেছিল—শুনেছ ত ? সেই আগুনে আমার মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল—বড় জ্বালা হুকুম কর।

কর্ণ। যাও নাগ, ফিরে যাও ঘর—
বধিতে কাহারে, অন্য শক্তিপরে
কভু কভু কভু কর্ণ করেনা নির্ভর।

অশ্ব। হুকুম দেবে না ? না না দাও তোমার ভাল হবে—কোন কষ্ট করতে হবে না। হুকুম দাও বড় জ্বালা।

কর্ণ। মিনতি মিনতি নাগ—যদি নাহি যাও
এই শরে বধিব তোমায়—

অশ্ব। (স্বগতঃ) কি করি, কর্ণকে দংশন ক'রব ! না না—বড় জ্বালা। অলক্ষ্যে ঐ বাণের মধ্যে প্রবেশ করি। (প্রস্থান)

কর্ণ। যদি কিছু ছিল সন্দেহ আমার,
শেষ তার, বধিব অর্জ্জুনে।
দেখিলেনা, ক্ষুদ্র নাগও আজ বিপক্ষে তাহার।
ঐ ঐ যায় ধনঞ্জয়—
সখা সখা, ত্যজিলাম আমি এই শর— (প্রস্থান)

(পটপরিবর্ত্তন—রথোপরি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন)

(অশ্বরজ্জু ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল ভাবে রথের উপর দাঁড়াইয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। গেল গেল বুঝি সব
কিনারায় আসি বুঝি ডুবেরে তরণী !
কর্ণের নিক্ষিপ্ত ঐ ভীষণ নাগাস্ত্র,
অন্তরীক্ষে উঠেছে জ্বলিয়া।

সহস্র সহস্র উল্কা করি উদ্গীরণ
কালান্তক আসে ঐ ভীষণ সায়ক
গ্রীবা লক্ষ্য করি তব।
সখা, বন্ধু, ভাই, মোর প্রাণ,
কি ক'রে করিব রক্ষা আজ !
কি উপায় কি উপায় আমি নিরুপায়।
হয়েছে হয়েছে--
ধরিত্রীর বক্ষ দীর্ণ করি
প্রোথিত করিনু রথ ভূতল ভিতরে
পদভরে মোর—
অশ্বগণ করিয়াছে জানু সঙ্কুচন,
তুমি শুধু নত কর শির—
নত কর শির—নত কর শির
শুধু নত কর শির—   (অর্জ্জুনের তথাকরণ)

(কীরিটে শরাঘাত হইয়া ভীষণ শব্দ হইল ও
কীরিট মাটিতে পড়িল, অর্জ্জুন কাঁপিতে লাগিল)

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন !

কৃষ্ণ। ভয় নাই ধৈর্য্য ধর।
রুদ্রের পিনাক সখা বরুণের পাশ,
ইন্দ্র বজ্র কুবের সায়ক,
যে কীরিট ধ্বংসিতে অক্ষম—

অর্জ্জুন। সে কীরিট সুদর্শনে আবৃত রহিয়া
বিমর্দ্দিত হ'ল কর্ণ শরে !
কে কর্ণ জনার্দ্দন !

কৃষ্ণ। স্থির হও—

(রথোপরি কর্ণের প্রবেশ ও লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতরণ)

কর্ণ। হাঃ বিধাতঃ ! ব্যর্থ হল—

(অশ্বসেনের প্রবেশ)

অশ্বসেন। কারণ আছে। তোমার অলক্ষ্যে আমি শর-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়েছিলেম—তুমি আমায় না দেখে পরিত্যাগ ক'রেছিলে তাই আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন ক'রতে পারলেম না—এইবার আমায় দেখে পরিত্যাগ কর, কিছুতেই ব্যর্থ হবে না।

কর্ণ। বিনাশিতে সহস্র অর্জ্জুনে
কর্ণ কখনও
এক শর দুইবার করে না সন্ধান।
না—না—ব্যর্থ হয় নাই—
কেটে দিছি কীরিট তাহার,
মাটীতে বসায়ে দিছি
কেশব সমেত কপিধ্বজ রথ।
ঠিক যেন প্রাণ-ভয়ে আজ ধনঞ্জয়
পাছে আমি চিনে ফেলি বলে
মুকুট খুলিয়া ত্বরা
মাটীর ভিতরে মুখ লুকায়ে রেখেছে।
একি—একি—উঠিতেছে রথ পুনঃ ধরা গর্ভ হ'তে !
উঠুক—আছে বহু শর হানিব আবার।

অশ্ব। শুনিলিনা—তবে মর্ (প্রস্থান)

(কর্ণ নিজ রথে উঠিতে যাইয়া)

কর্ণ। এ কি—এ কি—রথধ্বজা কাঁপে কেন মোর !
বসুমতী কাঁপে ঘন ঘোর,

রথ-চক্র নামিতেছে গর্ভে পৃথিবীর !

দৈববাণী। নামিবেনা ! কর নাই গো হত্যা পামর !

কর্ণ। কিঃ, ব্রাহ্মণের অভিশাপ ক্ষত্রিয়ের শক্তিকে তুচ্ছ করবে ! ব্রাহ্মণের অভিশাপ মিথ্যা কথা—রথচক্র কর্দ্দমে প্রোথিত হয়েছে।

(রথচক্র আকর্ষণ)

আশ্চর্য্য, একখানা রথের চাকা তুলতে পারলুম না ! হো হো ব্রহ্ম-

(পুনর্ব্বার আকর্ষণ)

শাপ ! মৃত্যুর মত আজ তুমি আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছ ? বসুন্ধরা ! মা আমার, কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হ'য়ে উর্দ্ধে উত্থিত হলি তবু রথচক্র-খানা ছাড়লিনে ! তোর বুকেও আজ এত হিংসা ! দে মা, ছেড়ে দে —চেয়ে দেখ কর্ণের চোখ ফেটে আজ জল বেরুচ্ছে। দে মা রথখানা ছেড়ে দে—কর্ণ তোকে ক্রীতদাসের মত চিরজন্ম সেবা করবে।

কৃষ্ণ। উঠ বীর, অবসাদের সময় নয়। আমি ভুতল হ'তে রথ উদ্ধার করি—তুমি অঞ্জলিক বাণ গ্রহণ কর—বধ কর—

কর্ণ। (নিজের ও অর্জ্জুনের রথের দিকে তাকাইয়া)

এ কি দৃশ্য মধুর ভীষণ—
গলা ধ'রে দাঁড়াইয়া জীবন-মরণ !
অর্জ্জুনের রথ ঐ উঠে ধীরে ধীরে
কর্ণ রথ নামিতেছে ধরিত্রী গহ্বরে !
ধনঞ্জয়-সূর্য্য উঠে রাঙ্গিয়া আকাশ,
কর্ণ-সূর্য্য অস্ত যায় ফেলিয়া নিশ্বাস !
কিম্বা—মোরা দুটী ভাই
জীবনের দুটী শেষে বসি দুইজন
দিতেছিনু চাপ্‌
কে পারে নামাতে কারে মাত্র এক ধাপ্‌—

গো-বধে বাড়ানু পাপভার
উঠিছে ফাল্গুনি তাই পতন আমার !
নহে নহে নহে অভিশাপ—
জীবনের মর্ম্ম-কথা বিম্বিত মুকুরে
জলে ভেসে আসিতেছে সকরুণ সুরে।
বসুমতী ধরিয়াছে আজি কুন্তী-রূপ
পুত্র সাথে জননীর দ্বন্দ্ব অপরূপ।
যে গর্ভে করিল সে অর্জ্জুনে উদ্ধার
ঠিক সেই গর্ভে হ'ল কর্ণের সংহার।
তবে কেন আর, জনার্দ্দন লহ নমস্কার !

(অর্জ্জুনের বাণ নিক্ষেপ ও কর্ণের পতন)

কৃষ্ণ। যাও দানে মহাদাতা কর্ম্মে শ্রেষ্ঠ বীর,
তুচ্ছ করি প্রলোভন শত আবেদন
কৃতজ্ঞতা পদে ছিন্ন ক'রে দিলে শির ;
যাও প্রিয় যাও ভক্ত কৃতজ্ঞ পরাণ—
মুক্ত তুমি, আত্মা তব, লভুক বিরাম।
যাও তুমি যাও তুমি, যাও হে কৌন্তেয়—
না—না—অর্জ্জুন, অর্জ্জুন—ঐ দুর্য্যোধন—

অর্জ্জুন। কি বলিলে—কি বলিলে—

কৃষ্ণ। বলিলাম—প্রণাম করিতে—

(কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করণ)

(নেপথ্যে যুধিষ্ঠির)

যুধিষ্ঠির। ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়, বধনা জ্যেষ্ঠেরে—
ওহো-হো—শেষ সব—শেষ সব—
ভ্রাতৃহত্যা করালে কেশব !

(কর্ণের পদতলে আছাড়াইয়া পড়িলেন)

পঞ্চম অঙ্ক

—:(*):—

প্রথম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

শকুনি

শকুনি। সুবিধা ত হল না—এক এক খানি ক'রে বুকের পাঁজরা খসিয়ে দিলুম, দুর্য্যোধন একবার ত বুকে হাত দিয়ে কাঁদলেনা! গুরুরক্তে রাজ্য সংস্কার করিয়ে, জ্ঞাতি, পুত্রের কঙ্কালে এমন নূতন ক'রে সিংহাসন গড়্‌লুম, একবার পিছু ফিরে সে তাকিয়ে ত দেখ্‌লেনা! প্রতি লোম-কূপে কোটি বিদ্যুতের জ্বালা ঢেলে দিলুম—একটু চঞ্চল হ'ল না, বিশ্বের একটি প্রাণীকে সে জানতে দিলেনা—আপনার গরিমায় দশদিক উজ্জ্বল ক'রে উচ্চশিরে সে যে চ'লে যায়। না, তা হ'তে দেব না—উচ্চশির আজ নত করাব—পাণ্ডবের পায়ে ধরিয়ে দুর্য্যোধনকে আজ কাঁদাব।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। জীবনের শেষ দিনে স্থির কেন মাতুল? এস চেষ্টা কর, নিরাশ হ'য়োনা।

শকুনি। দুর্য্যোধন! যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হও।

দুর্য্যোধন। নিবৃত্ত হব! তুমি ব'লছ—

শকুনি। আমি ব'লছি, শত বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে তোমায় আমি উত্তেজিত করেছিলুম, আজ আবার আমিই তোমায় বলছি—নিবৃত্ত হও—আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—

দুর্যোধন। তুমি আমায় উত্তেজিত ক'রেছিলে? মিথ্যা কথা—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, তাই নিজের উত্তেজনায় নিজেই দুর্যোধন ছুটে এসেছে। তুমি যদি না থাকৃতে মাতুল! বুঝি জতুগৃহ দগ্ধ হ'ত না—বুঝি দ্যূত ক্রীড়া হ'ত না। প্রকাশ্য সভায় কুললক্ষ্মীর অবমাননা হত না—কিন্তু কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হ'ত।

শকুনি। কি ব'লছ দুর্যোধন! নিবৃত্ত হও, আমি তোমার চিরহিতৈষী—

দুর্যোধন। যার নিরেনব্বইটী ভাইকে অনাহারে মেরেছি সে কখনও আমার হিতৈষী হ'তে পারে!

শকুনি। এসব কি কথা দুর্যোধন!

দুর্যোধন। তথাপি তোমায় কেন সঙ্গের সাথী ক'রেছিলুম জান মাতুল! সহস্র ষড়যন্ত্রে তুমি আমায় নরকের পথে নামিয়ে দিতে সঙ্গ নিয়েছিলে, আদর ক'রে তোমায় আলিঙ্গন দিয়েছিলুম—তোমার ভয়ে ভীত হয় নি, তোমাকে আমি তুচ্ছ করেছিলুম।

শকুনি। দুর্যোধন। স্থির হও! ভুলে যাও যা চলে গেছে। ক্ষমা চাও, পাণ্ডবেরা তুষ্ট চিত্তে তোমায় রাজ্য ফিরে দেবে—যদি না পার আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।

দুর্যোধন। কেন? গুরুহত্যা ত দেখেছ। আমার পুত্রহত্যা। একটী একটী ক'রে নিরেনব্বইটী ভাইকে ম'রতে ত দেখেছ—তবু সাধ মিটল না! দুর্যোধন সেগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। তার স্থির লক্ষ্য শকুনির কুট বুদ্ধিকে পরাজিত ক'রে স্বর্গের পথে চ'লে যাবে মাতুল! আজ তুমি দুর্যোধনের শির নত ক'রে দিতে নূতন সংকল্পে দৃঢ় হ'য়েছ? ক্ষতি নাই, শত্রু হও—এস মাতুল! দুর্যোধনের ধ্বংস দেখবে এস! মিত্র হও, চল মাতুল! জীবনের শেষ স্পন্দন শত্রুকে দেখিয়ে দিয়ে যাই। [প্রস্থান।

শকুনি। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! এমন অপদস্থ ত আমায় কেউ করেনি। দুর্য্যোধন! না—না—আর না। যাও দুর্য্যোধন! প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে জীবনে কখনও মিত্রতা করিনি—জীবনের শেষ দিনে আজ আমি তোমার মিত্র। যাও বীর! নূতন উদ্যমে যুদ্ধ কর, উচ্চ শিরে স্বর্গে চ'লে যাও! একি, আজ শকুনির চক্ষে জল আস্‌ছে কেন! আজ শকুনি, বড় দুঃখ, বড় দুঃখ—একটা একটা কীর্ত্তি রেখে কুরুক্ষেত্রের বুকে সব ঘুমিয়ে প'ড়্‌ল—কেবল দুর্ণাম কিনলে শকুনি! তাকে সহানুভূতি দেখাতে বিশ্বে আজ কেউ নেই! (কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আছে। প্রাণ আছে যার, তোমায় সহানুভূতি না দেখিয়ে সে থাক্‌তে পারবে না।

শকুনি। বাসুদেব! আমায় ক্ষমা কর। প্রতিহিংসায় উন্মাদ হ'য়ে পাপমূর্ত্তিতে আমি দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন ক'রেছিলুম—শত শত পাপানুষ্ঠানে কুরুক্ষেত্রের বাতাস কলুষিত ক'রে এসেছি—তোমায় উপেক্ষা ত আমি করিনি বাসুদেব!

কৃষ্ণ। তোমায়ও তাই আমি আজ সহানুভূতি দেখাতে ছুটে এসেছি সুবলনন্দন!

শকুনি। জনার্দ্দন! মহাপাপী আমি—জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আজ আর ব্যঙ্গ কেন? আমায় মরণের পথ দেখিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। ব্যঙ্গ! না সুবলনন্দন! তুমি আমার কুরুক্ষেত্রের প্রধান সহায়। তোমারই স্পর্শে কুরুরাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি শিথিল হ'য়েছে—তোমারই অনুষ্ঠান ব্যাধির মত কুরুবংশে ছড়িয়ে প'ড়েছে—তোমারই নিশ্বাসে হস্তিনার সিংহাসন নড়ে গেছে। বিষ হ'লেও আমার চক্ষে তুমি অমৃত।

শকুনি। বল বাসুদেব! ম'র্‌তে তবে পার্‌ব!

কৃষ্ণ। আজ শেষ দিন—কুরুক্ষেত্র-রঙ্গমঞ্চে আজ তোমার শেষ অভিনয়।

শকুনি। অর্জ্জুন থাকৃতে সহদেবের হস্তে আমার নিধন কেন জনার্দ্দন ?

কৃষ্ণ। তোমায় বধ ক'রতে অর্জ্জুনের সাধ্য কোথা ?

শকুনি। অর্জ্জুনের সাধ্যাতীত ! কোন্ বিধানে তবে সহদেবের হস্তে আমার পতন ?

কৃষ্ণ। যে শৃঙ্খলায় তোমার ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসা অজ্ঞাতে নূতন স্বষ্টির সহায়তা ক'র্‌লে এও সেই শৃঙ্খলা। কূট হ'লেও বুদ্ধির রাজা তুমি—তাই সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ সহদেবের হস্তে তোমার নিধন। সুবলনন্দন ! আমি পরাক্রম দিয়ে পরাক্রমকে পরাস্ত করি—বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিকে নষ্ট করি—গর্ব্ব দিয়ে গর্ব্বের শির নত ক'রে দিই। সুবলনন্দন ! আমি বিষ দিয়ে বিষের প্রক্রিয়া নষ্ট করি। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উৎপাটন করি। অমৃত সিঞ্চনে সাধকের প্রাণ আপ্লুত ক'রে দিই। তাই আমার একহস্তে অমৃত, এক হস্তে বিষ—বিষ হ'লেও আমার চক্ষে তুমি অমৃত।

শকুনি। তবে ম'রতে পারব ?

কৃষ্ণ। যাও বীর ! ঐ দেখ সহদেবের হস্তে কুরুসৈন্যের দুর্গতি। যাও, ক্ষত্রিয় তুমি—শেষ মুহূর্ত্তে হিংসা ভুলে যাও, স্বর্গকাম হ'য়ে যুদ্ধ কর। ক্ষণেকের তরে সহদেবের প্রতিদ্বন্দী হ'য়ে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ধন্য হও।

শকুনি। তবে আসি বাসুদেব ! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বৈপায়ন হ্রদ

বিদুর ও গান্ধারী।

বিদুর। আর নয়—এইবার ফিরিতে হইবে
পদে ধরি ফেরগো জননি !

গান্ধারী। বড় ক্লান্ত হ'য়েছ বিদুর !
বস' বস'—বিশ্রাম করিয়া লও ভাই—
এই আমি রহিনু দাঁড়ায়ে।

বিদুর। ক্লান্ত নহি মাতা, ক্লান্ত ধরা,
বুঝিছনা—কুরুক্ষেত্র হইয়াছে শেষ,
আর যাবে কোথা জননী আমার !

গান্ধারী। ওঃ—এই বুঝি পৃথিবীর শেষ !
এর পর বুঝি আর নাই কোন দেশ !
হাঁ-হাঁ তাই বটে—তাই বটে—
একেবারে কিনারায় দাঁড়ায়ে আমরা।
তাই যদি—এই যদি শেষ
তবে কোথা গেল দুর্য্যোধন !
রে বিদুর ! সৃষ্টি ছেড়ে কোথায় পালাল !
কোথায় লুকাল—
মরিয়াছে ? ম'রিবার স্থান প্রয়োজন,
কোথায় মরিল খুঁজে দে বিদুর !

বিদুর। ফিরে চল মাতা—

গান্ধারী। কি হিংস্র তুই রে বিদুর !
কি জঘন্য কলুষিত প্রবৃত্তিরে তোর,
অপমান জ্বালা ভুল নাই !
মৃতের উপরে ক্রোধ রেখেছ জীবিত !
মৃত যে দেবতা সে—সে যে নারায়ণ।
ওরে কৃষ্ণভক্ত—শুননি কখনও ?
পাছে আমি তার দেখা পাই,
মৃত্যু শুষ্ক কণ্ঠে পাছে দিই ফোঁটা জল

চির-নিদ্রিত নয়নে তাহার
পাছে দিই একটি চুম্বন—
তাই তুই সাথে সাথে আবরিত করি
মোর চারি ধার,
পদে পদে বাধা দিস—ফিরাইতে চাস—!
চলে যা বিদুর—
শতপুত্র সঙ্গ আমি ত্যজেছি হরষে
তোরেও ছাড়িনু আজ—

বিদুর। কর অপমান মাতা!—ফিরে চল ঘরে—

গান্ধারী। ক্রুদ্ধ হইওনা ভাই—
খোঁজ ভাই তারে—ডাক্ ডাক্ ভাই তারে।
বড় দুঃখী সে ছিল আমার,
পিতৃহীন মাতৃহীন বন্ধুহীন ওরে।
ভাগ্যবান অভাগা এমন
দেখ নাই ধরার ভিতরে!
দৌরাত্ম্য করিয়া যবে নাচে মার ছেলে
মা কিয়ে শাসে না তারে মর্ মর্ ব'লে?
সত্য সত্য আজ গেছে ছাড়ি
কাঁদিবেনা মা কি তার আছাড়ি বিছাড়ি!
ওরে ওরে আমি সেই মা রে,
ডাক্ ডাক্—তারে
ডাক্ ডাক উচ্চে ডাক্—কোথা দুর্য্যোধন!

(দ্বৈপায়ন হ্রদ হইতে দুর্য্যোধনের উত্থান)

দুর্য্যোধন। মাতা!

গান্ধারী। সে ই স্বর, সেই স্বর, হে বিদুর ঠিক সেই স্বর—

না—না—সাবধান যাসনে বিদুর,
কেশবের ছল বুঝি কেশবের ছল—
শিখণ্ডি রাখিয়া অগ্রে ভীষ্মেরে বধিল,
জয়দ্রথে মারিল কৌশলে,
"অশ্বত্থামা হত" বলি দ্রোণেরে বধিল,
দুর্দৈব আবর্ত্তে ফেলি কর্ণে বিনাশিল।
অবশিষ্ট বধিতে আমারে
ডাকে বুঝি সে কপট দুর্য্যোধন স্বরে!
না না, পারিব না মরিতে বিদুর,
দুর্য্যোধনে না দেখিয়া মরিব না আমি।

দুর্য্যোধন। মাতা! নহি আমি কেশব তোমার,
দ্বৈপায়ন হ্রদ মধ্যে লুক্কায়িত আমি,
সত্য আমি তোর দুর্য্যোধন।

গান্ধারী। সত্য তুমি মোর দুর্য্যোধন,
প্রাণভয়ে লুক্কায়িত দ্বৈপায়ন হ্রদে!
রে বিদুর, রে বিদুর—
এ কি মরণ আসিনু দেখিতে!
না—না—বল তুমি মোর দুর্য্যোধন,
রণশ্রান্ত পড়িয়াছ সম্মুখ সংগ্রামে।
রেখে গেছ মার তরে একটী মুহূর্ত্ত,
ক্ষীণ আলো রেখা, এক শুভক্ষণ—
হেরিয়া স্মরিয়া যারে
অভাগিনী জননী তোমার
করিবেক অবশিষ্ট জীবন যাপন।

দুর্য্যোধন। শুন মাতা, তিরস্কার কর মোরে পরে।

গান্ধারী। শুনিতে চাহিনা—
সভামাঝে একবার মরিলিরে ভীরু,
রমণীর অঞ্চল টানিয়া।
সপ্তরথী মিলি সবে শিশুরে বধিয়া,
বড়সাধে মরিলি আবার।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে
মলি পুনর্ব্বার—
কাঁদ কাঁদরে বিদুর, কাঁদিতে পারি না আর—
কাঁদিতে সাহায্য কর মোরে।
ওরে ওরে বীরপুত্র মরে একবার
ভীরুপুত্র মরে শতবার।

দুর্য্যোধন। কেঁদনা জননি !
এতদিনে পূজা শেষ পূর্ণ মনস্কাম।
নরমুণ্ডে সাজায়ে প্রতিমা
অস্থি মাংসে নৈবেদ্য গড়িয়া
নররক্তে স্নাতঃ করি মানসীরে মোর
তপ্তরক্ত দিয়েছি অঞ্জলি।
হাতে করি অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিভিতে
লক্ষ লক্ষ জীবের পরাণ
ধূপ ধুনা সম আমি দিয়াছি আহুতি।
বাকি আছে দেবীর আরতি ;
হাহাকারে সাজ করি মর্ম্মের উচ্ছ্বাস
বক্ষে করি বক্ষের মানসী
ডুবে যাব দিব বিসর্জ্জন।

বিদুর। অতুল সমৃদ্ধি ল'য়ে আসিলে ধরায়

জগতের কি হ'ল মঙ্গল!
প্রাণ গেল, মান গেল, হ'ল সর্ব্বনাশ,
হাহাকারে ভরিল মেদিনী।

দুর্য্যোধন। প্রাণ, সেত মাটীর খেলানা,
মান গেল! মিথ্যা কথা,
দুর্য্যোধন নত শির কভু না করিবে।
হ'ল সর্ব্বনাশ!
না না—জগতের হইল মঙ্গল।
হাহাকারে ভরিল মেদিনী
কিন্তু প'ড়ে র'ল ভারতের বুকে
পুণ্যেগড়া পীঠস্থান এক;
বিশ্ববাসী সসম্ভ্রমে করিবে প্রণাম।
রক্তমাখা যূপকাষ্ঠ রহিল প্রোথিত
শিহরিবে আতঙ্কে জগৎ;
প'ড়ে র'ল শোণিতাক্ত ইতিহাস এক
সন্তর্পণে পড়িবে পৃথিবী।
ভুলে যাবে দ্বেষ হিংসা দ্বন্দ্ব কোলাহল,
ভাই ভাই রবে এক ঠাঁই।

গান্ধারী। কি বলিলি—কি বলিলি—বলরে আবার—
বিশ্বেরে শুনায়ে বল, বল পুনর্ব্বার।

দুর্য্যোধন। খুল্লতাত! পদশব্দ যেন কর্ণে আসে,
যাও ফিরে, বল গিয়ে জনকে আমার
দুর্য্যোধন মরেনি এখনও—
দেবীর আরতি তরে লভিছে বিশ্রাম।

(হ্রদে নিমগ্নহওন)

গান্ধারী। কোথা গেলি—কোথা গেলি কোথায় লুকালি!
একবার, মাত্র একবার—
অমৃতের স্বাদ মা'র মুখে দিয়ে গেলি!
ওঠ ওঠ বল্ আর একবার—
জীবনে মরণে মোর হক একাকার!
বল্ বল্ আরবার শুনিতেরে চাই—
"ভুলে যাবে দ্বেষ হিংসা দ্বন্দ্ব কোলাহল
ভাই ভাই রবে এক ঠাঁই।" (সহসা দূরে দেখিয়া)

কি সর্ব্বনাশ করিছ বিদুর দাঁড়ায়ে এখানে
ঐ শত্রু আসে সব—
এখনি বুঝিবে হেথা আছে দুর্য্যোধন
বিশ্রামে ব্যাঘাত দেবে ভাই—
ভীরু পুত্র নহে মোর—আর দুঃখ নাই।
শ্রান্ত শুধু—চল্ চলে চল্
গান্ধারীর স্তনদুগ্ধ হয়নি বিফল।
বল্ বল্ ঐ কথা বল্;
শুনিতে শুনিতে আমি যাই—
"ভুলে যাবে দ্বেষ হিংসা দ্বন্দ্ব কোলাহল
ভাই ভাই রবে এক ঠাঁই।" (প্রস্থান)

(কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মধ্যম পাণ্ডব! এবার তোমায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে দুর্য্যোধন।
ভীম। তোমায় দেখিয়েছে, ভীমকে দেখায়নি।
যুধি। তাইত, কি হ'বে বাসুদেব।

কৃষ্ণ। দুষ্ট জলস্তম্ভ ক'রে হ্রদে লুকিয়ে আছে। দেখুন যদি ডেকে তুল্‌তে পারেন।

ভীম। তোমার মিনমিনে পরামর্শে হ'বে না। ধর্ম্মরাজ! আদেশ করুন গদাঘাতে হ্রদ বিদীর্ণ ক'রে দুর্য্যোধনকে তুলে আনি।

কৃষ্ণ। তোমার গদার বাহাদুরী এখানে চ'ল্‌বে না বৃকোদর!

ভীম। ভীমের গদা চলে না এমন জায়গাই নাই।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! দুর্য্যোধন বড় অভিমানী, আমার বোধ হয় মর্ম্মে আঘাত দিয়ে কিছু না ব'ল্‌লে হবে না।

ভীম। হুঁঃ—এই ভীমের গদার ভয়েই একটু একটু ক'রে মাথা খেলছে। কিন্তু দাদা! এ কাজ আপনার দ্বারা অসম্ভব। আমিই আরম্ভ করি। দুর্য্যোধন! একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নষ্ট ক'র্‌লি—তোর জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, শল্য, বড় বড় বীর সব ধ্বংস হ'ল। শেষে শকুনি পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে সহদেবের হস্তে প্রাণ দিলে, আর তুই কুলাঙ্গার, ভীরু, শৃগালের মত পালিয়ে এলি! কুরুবংশের সর্ব্বনাশ, নরকের গ্লানি, প্রাণের ভয়ে হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে রইলি!

(সহসা দুর্য্যোধনের উত্থান)

দুর্য্যোধন। সাবধান বৃকোদর! দুর্য্যোধন প্রাণের ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকোয়নি। নূতন উদ্যমে যুদ্ধ সজ্জা ক'র্‌বে ব'লে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছে।

যুধি। সাধু, সাধু, দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। ধর্ম্মরাজ! একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যে দুর্য্যোধনের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছে, তার আজ কেউ নাই—আছে দুর্য্যোধন, আর তার শেষ সহায় এই গদা। ধর্ম্মরাজ! আমি গদাযুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌ছি—সামর্থ্য থাকে যে কোন বীর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ক্।

কৃষ্ণ। বেশ, বৃকোদর তোমায় এ যুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌ছে, কেমন বৃকোদর!

ভীম। সে কথা আর বৃকোদরকে জিজ্ঞাসা ক'রছ?

দুর্য্যো। জানি কেশব! যে দিকে তুমি সে দিকে জয়, তথাপি তোমার প্রতিপত্তি মানতে চাই না। আমি চাই জগতে একটা নূতন কীর্ত্তি রেখে যেতে—যেটা জগৎ প্রথম আর শেষ মনে ক'রে আদরে বুকে ধরে থা'ক্‌বে!

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) তোমার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হ'ক।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। কৃষ্ণ! এখনও কি তোর আশা মিটে নাই ভাই!

কৃষ্ণ। দাদা! এসেছ, কুশল ত ভাই!

যুধি। রেবতীপতি! আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

দুর্য্যো। হলধর! হলধর! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

বল। দুর্য্যোধনের চক্ষে জল! কৃষ্ণ! ক'রেছিস কি? আচ্ছা বেশ ধর, তুই তোর সুদর্শন ধর. আর আমি আমার এই হল্ ধারণ ক'রে দুর্য্যোধনের পার্শ্বে দাঁড়াই—দেখি, কুরুক্ষেত্র আবার নূতন মূর্ত্তি ধরে কিনা!

কৃষ্ণ। দাদা! পাণ্ডবেরা যুদ্ধের পক্ষপাতী ত কোন কালেই নয়। তুমি ত জান ভাই! সহস্র অত্যাচার সহ্য ক'রে তারা শুধু কর্ত্তব্য পালন ক'রে এসেছে। তারা পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিল আর সে দৌত্যকার্য্য আমিই সম্পাদন ক'রেছিলুম। তুমি ত জান ভাই, দুষ্ট দুতের সম্মান রাখে নাই, সে আমাকে বন্ধন পর্য্যন্ত ক'র্‌তে এসেছিল—বেশ আজ আবার পাণ্ডবেরা সেই পাঁচ খানি গ্রাম ভিক্ষা কর্‌ছে, তুমিই মীমাংসা ক'রে দাও, কুরুপাণ্ডবের প্রীতি তুমিই সংস্থাপন কর।

বলরাম। দুর্য্যোধন!

দুর্য্যো। চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখে এত হেয় জ্ঞান আমাকে ক'র্‌লে হলধর! এ অশ্রু আমার সর্ব্বনাশে ঝ'রে পড়েনি—আমার এমন একটা বিরাট উদ্যম, এমন একটা গম্ভীর উত্তেজনা তোমায় দেখাতে পারলুম না, এই দুঃখে এ অশ্রু ঝ'রে প'ড়েছে। গুরুদেব! আমি তোমার শিষ্য—এই আমি চোখের জল মুছে ফেল্‌লুম—এস বৃকোদর! যুদ্ধ দাও, যা ভেঙ্গেছে—তা চূর্ণ হ'য়ে যাক্।

বলরাম। কৃষ্ণ! আমি ভুল ক'রেছি ভাই! তোর কর্ত্তব্য তুই কর—আমি দ্বারাবতী যাই!

কৃষ্ণ। না দাদা! গদাযুদ্ধ দেখে যেতে হ'বে তা নইলে আমি ছাড়্‌ব না।

বল। যখন তুই ছাড়বি না, তখন তোর হাতে নিস্তার নাই—কিন্তু দামোদর! এ যুদ্ধ এখানে নয়—সমন্ত-পঞ্চকতীর্থে এ যুদ্ধ হ'ক, বিনষ্ট যে হ'বে, চিরকাল সে স্বর্গে বাস ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ। বেশ তাই হ'ক।

বল। এস দুর্য্যোধন! তোমার অভীষ্টই পূর্ণ হ'ক।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সমন্ত-পঞ্চক তীর্থ।

গান্ধারী ও বিদুর।

গান্ধারী। "প্রাণ সেত মাটীর খেলানা,
মান গেল! মিথ্যা কথা—
দুর্য্যোধন নতশির কভুনা করিবে।

বিদুর—বিদুর—হল সর্ব্বনাশ—
না—না—জগতের হইল মঙ্গল।
ভুলে যাবে দ্বেষ হিংসা দ্বন্দ্ব কোলাহল
ভাই ভাই রবে এক ঠাঁই।"
মল্লযুদ্ধ জানিস বিদুর!

বিদুর। চল মাতা ফিরে চল—

গান্ধারী। বল্ বল্ তুই শুধু ঐ কথা বল্
আমি শুধু বলি—চল্ ওরে চল্—।
চল্ চল্ দেখে যাই অবনী মণ্ডল
শতপুত্র মুণ্ড মালা পরিয়া গলায়
কেমনে সে করে ঝলমল।
হাঁ—হাঁ—ভাল কথা যাই সব ভুলে।
কুরুকুলে জন্ম তোর মল্লযুদ্ধ জানিস নিশ্চয়—

বিদুর। মাতা! উন্মাদ হইতে চাও—

গান্ধারী। না—না—বড় স্বুস্থ বড় শান্ত প্রকৃতিস্থ আমি—
বড়ই উল্লাস আজ প্রাণে
মনে হয় মনে হয় মরি এই স্থানে।
কিন্তু মারিবার লোক কই ভাই—
শুধু তুই আর আমি।
আত্মহত্যা মহাপাপ—
আয় ভাই মল্লযুদ্ধ করি,
আয় আয় সাপুটিয়া ধরি দুজনায়—
পুত্র পৌত্র ফেলে মোরে ঐ দেখ যায়।

(নেপথ্যে—গীত—)

কিবা উন্নত করি শির—

গান্ধারী। সঙ্গীত—সঙ্গীত—এখনও মানুষ—আছে !
শুধু সে মানুষ নয়—সাহসী দুর্জ্জয়।
মৃত্যু মুখরিত এই বিভীষিকা মাঝে—
নৃত্য গীতে আসিতেছে উদাসীন সাজে !

(উদাসীনের প্রবেশ ও গীত)

কিবা উন্নত করি শির,
কর্ম্মের শেষে ধীরে স'রে যায় যুগের কর্ম্মবীর।
কিবা রক্তিম আভা ভঙ্গে—কীর্ত্তি গরিমা রঙ্গে
ঐ ডুবে যায় দিনের মণি গম্ভীর কিবা ধীর॥
মোদের পাপের সাক্ষী—জীবন দ্বারের রক্ষী
যাও চলে যাও নূতন দেশের মুছাতে নয়ন নীর।
আবার এস হেসে, রইলুম মোরা বসে
আবার তুমি দেখিয়ো আলো ওগো কর্ম্মবীর।

[প্রস্থান।

গান্ধারী। কি গান গেয়ে যায় বুঝিলে বিদুর।
বিদুর। ঐ সন্ধ্যা আসে—
অস্তাচলে নামিয়াছে দেব দিনকর
উদাসীন যায় দেবি—বন্দিয়া তাহারে।
গান্ধারী। মূর্খ তুমি—
রাজভক্ত প্রজা এ রাজার
গীতবন্দে দিয়ে গেল পুত্রে রাজকর।
তবু তুমি কহিতেছ "না"—
তুমি কি জানিবে—
বসুমতী মাত্র জানে তারে সবিশেষ
বক্ষ যার গেঁথে রাখে উদয় ও শেষ ;
ওরে ওরে আমি সেই "বসুমতী"।

অমনি রক্তাভ করি সর্ব্ব অঙ্গ মোর
আলোক-ঝলকে করি পুলকিত মোরে,
উঠেছিল দুর্য্যোধন
প্রভাত গগনে মোর। পীড়িয়া দারুণ,
জ্বালা ঢালি মধ্যাহ্ন গগনে,
ঐ ঐ যায় বুঝি—রক্তস্রোতে ডুবি—
চল ভাই—অস্ত দেখে যাই—
কিন্তু ভাই—বলাত হলনা ওরে
অস্তে গেছে দুর্য্যোধন—

বিদুর। মাতা—অকল্যাণ করনা পুত্রের—

গান্ধারী। তবে মরিবে এখনি—
কিন্তু রেখে যাবে পশ্চাতে তাহার
"শোণিতাক্ত ইতিহাস এক—
সন্তর্পণে পড়িবে পৃথিবী—
ভুলে যাবে দ্বেষ হিংসা দ্বন্দ্ব কোলাহল
ভাই ভাই রবে এক ঠাঁই।" (প্রস্থান)

(পঞ্চ-পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। বৃকোদর !
দুর্য্যোধন শির যদি পার চূর্ণিবারে
সসাগরা ধরিত্রী তোমার।

ভীম। পার যদি ভীমেরে বধিতে—
কীর্ত্তি তব রহিবে জগতে।

দুর্য্যো। যুদ্ধ দাও, যুদ্ধ দাও, স্মর ইষ্টদেবে।

ভীম। সহ্য কর ভীমের প্রতাপ—

(গদাঘাত ও দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে গদা স্খলন)

ভীম।　　দুর্য্যোধন ! নিরস্ত্রে না বধে বৃকোদর—

দুর্য্যো।　　পুনর্ব্বার ধর গদা বীর !

(গদাঘাত ও ভীমের হস্ত হইতে গদা স্খলন)

দুর্য্যোধন ক্ষমা করে আতুরে অধম !

যুধি।　　কেশব !

কৃষ্ণ।　　স্থির হ'ন !

ভীম।　　তন্দ্রা, তন্দ্রা জেগেছে চেতনা।　　(গদাঘাত)

দুর্য্যো।　　পিতৃদেবে ডাক উচ্চে পবননন্দন।

(গদাঘাত ও ভীমের পতন)

হলধর।　　সাধু ! সাধু ! দুর্য্যোধন !

যুধি।　　মাধব ! রক্ষা কর ভীমে।

দুর্য্যো।　　বৃকোদর ! চিরনিদ্রা এল কিহে বীর !

ভীম।　　চির নিদ্রা হউক শত্রুর। (উত্থান ও যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত)

কৃষ্ণ। বাহবা বৃকোদর ! বাহবা—বড় চমৎকার যুদ্ধ হ'চ্ছে—বড় চমৎকার যুদ্ধ হ'চ্ছে।　　(উরুদেশে করাঘাত)

ভীম।　　(কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া স্বগতঃ)

পড়েছে স্মরণে।

(প্রকাশ্যে) আত্মরক্ষা কর দুর্য্যোধন !

ব্যর্থ যদি হয় আজ ভীমের প্রহার

ব্যর্থ তবে সৃষ্টি বিধাতার।

(উরুদেশে আঘাত, উরুভঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধনের পতন)

দুর্য্যো।　　অত্যাচার, অত্যাচার,

নাভিতলে ক'রেছে আঘাত।

বল। অত্যাচার, অত্যাচার,
বলরাম-শিষ্য পড়ে অন্যায় সমরে।
উঠ হল্
হলাহল তুলে আন কর্ষিয়া ধরণী,
ভীমেরে করাও পান প্রতি লোমকূপে।

কৃষ্ণ। বৃথা ক্রোধ কেন কর ভাই!
একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যবে
সভামধ্যে দেখাইল উরু
উরুভঙ্গ বৃকোদর করিল প্রতিজ্ঞা,
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম ক'রেছে পালন
অযুক্ত তোমার ক্রোধ ভাই।

বল। তথাপি এ অন্যায় সমর,
তথাপি এ অত্যাচার, কলঙ্ক তোমার।
থাক্ কৃষ্ণ পাণ্ডবে লইয়া
কুরুক্ষেত্র হ'তে আজ লইনু বিদায়।
দুর্য্যোধন! প্রিয় শিষ্য মোর
ধন্য বীর! বৃথা গুরু আমি হে তোমার। [প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের মূর্চ্ছাভঙ্গ পরে)

দুর্য্যো। কে তুমি? যুধিষ্ঠির!
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন,
শাসিলাম সসাগরা ধরা,
করিলাম নানা যজ্ঞ আর বহুদান,
উচ্চ হ'তে নেমেছে ইঙ্গিত

রাজাগণে বীরগণে লয়ে যাই আমি,
বিধবা লইয়া রাজ্য কর এবে তুমি।

[চক্ষু মুদিত করন, কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কুরুরাজ!

দুর্য্যোধন। কে তুমি হে দেখিছ কৌতুক?
চিনেছি চিনেছি, অত্যাচারী তুমি শঠ—
মাধব! জানি তুমি বিশ্বপাতা
জানি তুমি জন্ম মৃত্যু সৃষ্টির সংহার।
একি শাস্ত্র রচিলে জগতে!
ক্ষুদ্র কীট দুর্য্যোধনে করিতে বিনাশ—

কৃষ্ণ। ক্ষুদ্র কীট তুমি!
একমাত্র সঙ্কল্প যাহার
ক্ষিপ্ত ক'রে দিল বিশ্বে দুন্দুভি নিনাদে,
একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা
ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ মহাবীর
দিল প্রাণ যাহার সেবায়
সে কি কভু ক্ষুদ্র হতে পারে!
দুর্য্যোধন! ধন্য তুমি করেছ আমারে
ধুলাখেলা খেলি নাই আমি,
ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত ধরা, তুমি প্রিয় মোর,
তাই আজ চক্ষে আসে জল,
ভয় হয় তাই যত্নে রেখেছি রুধিয়া,
পাছে যায় সংসার ভাসিয়া!

দুর্য্যো। সত্য কথা? না না ছলনা তোমার,
লুক্কায়িত ব্যঙ্গের নিশ্বাস—

সত্য হয় হোক তাই বল জনার্দ্দন !
উচ্চ শির রহিল আমার !

কৃষ্ণ। উচ্চ শির রহিল তোমার।
পরাজয়ে জয়ী তুমি, পতনে উত্থান।

দুর্য্যো। দেবীর আরতি শেষ,
যাও কৃষ্ণ ! নিদ্রা যাব আমি।
ভাঙ্গে যদি এ ঘুম আমার।
বাজাব বিজয়া বাদ্য গভীর স্বননে।

কৃষ্ণ। পূর্ণ হ'বে মনস্কাম তব। প্রস্থান।

দুর্য্যো। হা বিধাতঃ ! বুকে নাচে রক্তের তুফান,
উত্থানের নাহিক শকতি !
সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি আমি
সব শেষ কেহ নাই আর !

(অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। আছে—অশ্বত্থামা রয়েছে জীবিত।
বেঁচে আছে কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা বীর।

দুর্য্যো। সত্য না এ স্বপন কুহক !
মৃত্যুত্থিত জীবনের মত
কোথা হ'তে এলে সব ?
গুরুপুত্র ! সত্য কি হে গুরুপুত্র তুমি ?
তবে কেন দুর্য্যোধন লুটায় ধুলায়—

অশ্বত্থামা। ভগ্নকীর্ত্তিস্তম্ভ পুনঃ গড়িতে ভারতে
সেনাপতি কর মোরে রাজা !
নিশাশেষে নিষ্পাণ্ডবা হোরিবে ধরণী।

দুর্য্যো। পুনঃ যুদ্ধ কথা !
ভুলেছিনু মুহূর্ত্তেক সব গেল দেখে।
না—না—জ্বলুক আবার
দেবীর বিজয়া বাদ্য বাজুক এবার,
আন বারি, ধৈর্য্য নাহি ধরে,
আন বারি, কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা বীর !

[উভয়ের প্রস্থান।

গুরুপুত্র ! যদি পার বধিতে পাণ্ডবে—

অশ্বত্থামা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অমর জগতে—
এনে দেব পাণ্ডবের পঞ্চ ছিন্ন শির।

(জল লইয়া উভয়ের প্রবেশ)

দুর্য্যো ধর, ধর, তুলে ধর মোরে,
বৃথা যায় অমূল্য সময় ;
দাও বারি ঢেলে দাও অঞ্জলি ভরিয়া,
গুরুপুত্র ! এই অভিষেক—
জ্বাল অগ্নি পুনর্ব্বার ভারতের বুকে। (মস্তকে সিঞ্চন)

অশ্বত্থামা। হের রাজা অন্ধকারে ডুবে গেল ধরা,
ডুবে যাবে পাণ্ডব গরিমা,
হত্যাকাণ্ডে শিহরিবে সমগ্র জগৎ,
চমকিবে আকাশে বিদ্যুত,
আর সেই কম্পিত আলোকে
পাণ্ডবের পঞ্চশির হেরিবে আতঙ্কে।

দুর্য্যো যাও বীর ! বিজয়ার কর আয়োজন।

চতুর্থ দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

পঞ্চ-পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। না, না. যুদ্ধ জয় হয়েছে আজ শিবিরে রাত্রিবাস ক'রতে নাই।

ভীম। কেন?

যুধি। দেখ ভীম! তোর এই কেন আর গদা এ দুটোর একটু চক্ষু লজ্জা পর্য্যন্ত নাই—চল আজ রাত্রিবাস হস্তিনায় করব।

কৃষ্ণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী আর ছেলেপিলেরা এখানে থাক—তোমাদের আজ অন্যত্র বাস করতে হয়।

যুধি। কিন্তু শিবির রক্ষার ভার—

কৃষ্ণ। ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি—আপনারা আসুন সব!

যুধি। ভীম, এস সব। [সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ভোলানাথ! বিশ্বনাথ! (মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। জনার্দ্দন!

কৃষ্ণ। এসেছ, জাহ্নবীর কুলুতানের মত তোমারও স্নেহ কি অবিশ্রান্ত ব'হে চলেছে দিগম্বর! পাণ্ডবদের এত ভালবাস!

মহাদেব। দর্পণে মুখ দেখ্‌ছ কেশব!

কৃষ্ণ। ত্রিলোচন! এই শিবিরদ্বার আজ তোমাকে রক্ষা ক'রতে হবে।

মহা। কেন? তোমার হাত দুটো বুঝি লাগাম ধরে ক্ষয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। ত্রিভুবনে তোমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর খুঁজে পাচ্ছি না।

মহা। রক্তের ছিটে লাগাতে এমন ভস্মমাখা শ্বেতমূর্ত্তি বুঝি আজ আর পেলে না! তা চক্ষু বুজে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে ত! বেশ, এই বস্‌লুম তুমি নূতন চক্রান্তের সৃষ্টি ততক্ষণ করগে।

কৃষ্ণ। তবে আসি আশুতোষ। [প্রস্থান।

মহা। তা আর আসবে না, আসা-যাওয়া ত তোমারই। রাজার আজ্ঞা পালনে বড় সুখ। (কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। চুপি, চুপি দু'ধারে দুজন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকুন—

কৃপ। কার্য্যটা কি ভাল হবে অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা। চমৎকার হবে—সেই শ্যেন পক্ষী যেমন একটী একটী ক'রে পক্ষীর মুণ্ড তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা কেটে ফেলেছিল—আমিও তেমনি একটা একটা করে পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ শির নখাগ্রে ছিন্ন ক'রব। চুপ ক'রে দাঁড়ান, পথে যে আসবে—তাকে চিৎকার ক'রতে দেবেন না—হত্যা করবেন।

(নিঃশব্দে অথচ দ্রুতবেগে শিবির দ্বারে যাইলেন ও মহাদেবকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন)

এ কি! কে তুমি?
বল, কেবা তুমি কিবা প্রয়োজন?
নীরব, নিথর!
জান আমি অশ্বত্থামা অমর জগতে,
ছাড় দ্বার প্রবেশি শিবিরে।
আশ্চর্য্য প্রকৃতি!
উপেক্ষা ক'রনা মূর্খ দ্রোণের কুমারে—
ছাড় দ্বার কহি পুনর্ব্বার;
তবে মৃত্যু শিয়রে তোমার—

(বাণ নিক্ষেপ ও মহাদেবের গ্রাস)

অত্যদ্ভুত, অত্যদ্ভুত,
শীর্ণ বাণ লঘু হস্তে করেছি প্রহার
কর গ্রাস দেখি এইবার— (পুনরায় গ্রাস)
নহ তুমি সামান্য মানব;
যেই হও কর গ্রাস দেখি শক্তি কার। (পুনরায় গ্রাস)

শূন্য তূণ শূন্য তূণ মম
অবশিষ্ট ধনুক আমার—কর গ্রাস তাহা—

(নিক্ষেপ ও গ্রাস)

কিছু নাই—
অশ্বত্থামা শক্তি আজ প্রতিহত দ্বারে।
না, না, অসম্ভব—পেয়েছি পেয়েছি
বিল্ববৃক্ষ উপাড়িব করিব প্রহার।
কর গ্রাস দেখি এইবার। (প্রহার)

মহাদেব। আয় আয় প্রিয় ভক্ত মোর
বর নেরে অশ্বত্থামা, তুষ্ট আশুতোষ।

অশ্বত্থামা। আশুতোষ!
রুদ্রদেব! রুদ্রদেব! ক্ষম অপরাধ।
সংহারিয়া দুর্ব্বৃও অসুরে
ভূভার হরণ তুমি ক'রেছ পিণাকি!
কণ্ঠে ধরি তীব্র হলাহল—
নীলকণ্ঠ! রেখেছিলে সকল সংসার।
ভোলানাথ! প্রেমিক পাগল
দক্ষযজ্ঞে তুলেছিলে প্রেমের তুফান,
স্কন্ধে করি সতীশব দেহ
কেঁদে কেঁদে ছুটেছিলে এ তিন ভুবন,
গেয়েছিলে প্রেমের কাহিনী।
তুমি রজঃ, তুমি সত্ত্বঃ, তমঃ তুমি দেব!
সবাকার ধাতা শূলপাণি!
ছাড় দ্বার দিগম্বর করি শত্রুনাশ
কর দয়া বড় দীন আমি।

মহাদেব। 　পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে না পারি—
অন্য বর চাহ অশ্বত্থামা !

অশ্বত্থামা। 　অন্য বর ! তবে মৃত্যু দাও।
খড়্গাঘাতে স্কন্ধচ্যুত কর মম শির।
ত্রিলোচন ! উগার অনল
ভস্ম ক'রে দাও মহাকাল !

মহাদেব। 　অশ্বত্থামা ! মুক্ত দ্বার, প্রবেশ শিবিরে— 　[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সমন্ত-পঞ্চকতীর্থ।

গান্ধারীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধন।

(মূর্চ্ছাভঙ্গে)

দুর্য্যোধন। 　কীর্ত্তিখ্যাতি প্রতিপত্তি যশ মানবের
ধার্য্য নহে ততক্ষণ—
দয়া ক'রে যতক্ষণ না দেখে সকলে,
দিয়ে নাহি দেয় তারা চক্ষের সাক্ষর।
কুকীর্ত্তি, কুখ্যাতি, অপমান,
বাজিলেও তত নাহি বাজে—
যদি কেহ সাক্ষী হ'য়ে নাহি রহে তার।
অসতর্কে পড়ে যে ভূতলে
ব্যথা ভুলি সর্ব্ব অগ্রে পশ্চাতে চায়।
সেই ভাগ্যে ভাগ্যবান আমি—
দেখিবার কাঁদিবার কেহ নাহি মোর

যদ্যপি বা থাকে কেহ—
ভয়ে কেহ আসিবেনা ভীষণ শ্মশানে।
যদিও বা আসে কেহ পাবে না সন্ধান।

(পুনর্ব্বার মায়ের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া)

বসুমতী—বড়ই কোমলা তুমি আজ—
কতদিন ফেলেছি চরণ—
কতদিন বক্ষে তোর আছাড়ি প'ড়েছি
কতই পেয়েছি ব্যথা—বল্ বল্ মাতা—
এমন কুসুম গাত্র আজ পেলি কোথা ?
মাগো—মাগো—

(হাত বুলাইতে যাইয়া)

একি একি—এত নহে কঠিন মৃত্তিকা,
এযে কোন নারীর পরশ !
আমি যে শুয়ে রে কার কোলে !
কে তুমি—কে তুমি—তুমি কি দ্রৌপদী ?
ক্রোড়ে রাখি চিরিবে আমায়
নরসিংহ মত।
একি—একি—কোথা হ'তে পড়ে এত জল
জল নয়—জল নয়—এযে অগ্নিকণা !
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি—
এমন নিষ্ঠুরভাবে আমায় মেরনা। (মূর্চ্ছিত হওন)

গান্ধারী। দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন—
দ্রৌপদী নহিরে আমি—আমি তোর মা—
অগ্নিকণা বটে আজ মোর অশ্রুজল,
কাঁদিতেও কি পাব নারে আমি !

দুর্য্যোধন। তুমি মোর মাতা—ঠিক ঠিক "বসুমতী"—

গান্ধারী। স্থির হও—স্থির হও—

দুর্য্যোধন। আসেনি বিদুর ওরে এসেছেরে মা!
সঞ্জয় আসেনি ওরে এসেছেরে মা!
ধৃতরাষ্ট্র আসেনিরে এসেছেরে মা!
ভানুমতী আসেনিরে এসেছেরে মা!
মা—মা—মা—কি ক'রেছি তোমায়!

গান্ধারী। স্থির হও দুর্য্যোধন—
মরিবে জননী তোর পুনঃ মূর্চ্ছা গেলে।

দুর্য্যোধন। দেবতা আসিতে যেথা ঘৃণায় ফিরিল,
দানব আসিতে যেথা ভয়ে ফিরে গেল,
আসিতে যেথায় যক্ষ স্পর্দ্ধা না করিল,
সেই পথ ধ'রে শুধু মা আমার এল!
মাগো মাগো কি ক'রেছি তোমার!

গান্ধারী। বজ্র হও ব'লে যবে ক'রেছি আশীষ—
কার্পণ্যত করি নাই কিছু—
তবে কেন অশ্রুজল—কেন এই সাজ
জননীর আশীর্ব্বাদে কে হানিল বাজ!

দুর্য্যোধন। কে হানিবে বাজ মাতা—কে হানিবে বাজ?
নাহি শক্তি দেবেন্দ্রের,
নাহি শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের,
জননীর আশীর্ব্বাদে কেবা দিবে লাজ!
এই দেখ শির মাতা—দেখ হাত দিয়ে
তেমনি অটুট আছে।
একটি আঘাতে পারি পর্ব্বতে চূর্ণিতে।

এই দেখ ভুজদ্বয় বিশাল অক্ষয়—
করিমুণ্ড হ'তে তুণ্ড পারি ছিঁড়ে নিতে।
এই বক্ষ লৌহ কক্ষ—দেখ্ মা আমার।
কে ভাঙ্গিবে—আশীষ যে পড়েছে তোমার।
শুধু ভেঙ্গে গেল উরু—সেই উরু—সেই উরু—
যে উরু দেখানু আমি দর্পে দ্রৌপদীরে
পারি নাই দেখাতে মায়েরে।
পড়িলনা মাতৃ-আশীর্ব্বাদ,—
তাই উরু সহিলনা একটি আঘাত।
কে হানিবে বাজ মাতা—কে হানিবে বাজ
জননীর আশীর্ব্বাদে কেবা দিবে লাজ!
ওরে ওরে শোন্ বিশ্ববাসী—
মাতৃপদ মোক্ষপদ, তীর্থ বারাণসী।
প্রবঞ্চনা ক'রো দেবতারে
প্রবঞ্চনা ক'রোনা মায়েরে।

গান্ধারী। পর্ব্বত প্রমাণ প্রাণ উপেক্ষি হেলায়
হে কেশব—
শিলাখণ্ড ল'য়ে মত্ত রহিলে খেলায়!
এই প্রাণে করস্পর্শ দিতে যদি হরি
সার্থক তোমার শ্রম হ'তনা মুরারি!
ভাল ভাল সাঙ্গ কর খেলা,
গান্ধারী রহিল ব'সি ক'রনাক হেলা।
কুরুক্ষেত্র অবসানে হবে মহারণ
একদিকে শতপুত্র বিহীনা গান্ধারী
অন্যদিকে তুমি নারায়ণ—

(নেপথ্যে—মহারাজ ! মহারাজ !)

দুর্য্যোধন। কে ?

অশ্বত্থামা। কার্য্য শেষ করেছি কিন্তু অন্ধকারে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না—মহারাজ, কোথায় আপনি।

দুর্য্যোধন। ছুটে এস—স্বর লক্ষ্য ক'রে ছুটে এস—প'ড়ে আছি—উঠ্‌তে পারছি না ! (অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। মহারাজ ! পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড—অকাতরে ঘুমুচ্ছিল—আর আমি—এই নিন্—এই নিন্—

গান্ধারী। স্থির হও—স্থির হও—দুর্য্যোধন !
দুর্গা বল শুভ যাত্রা কালে—

দুর্য্যোধন। সংহারের ইতিহাস শেষ—
মাতা, উপসংহার লিখিতে হইবে।
দাও, দাও, ভীমের মুণ্ডটা আগে দাও।

অশ্বত্থামা। সব নিন—সব এক ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

দুর্য্যোধন। হাঃ হাঃ, এই ভীমের—এই ভীমের—বৃকোদর ! (ঈষৎ চাপ দিয়া) একি ! চাপ দিতে না দিতে ভেঙ্গে গেল ! ভীমের মাথা তিলের মত গুড়িয়ে গেল ! শত শত গদাঘাতে যে মাথা ভাঙ্গতে পারিনি সেই মাথা—অশ্বত্থামা ! দেখি, দেখি, আর দেখি—এতে যে হাত দিতে না দিতে ভেঙ্গে গেল ! গুরুপুত্র ! গুরুপুত্র ! দেখি, দেখি, বাকি তিনটা দেখি—ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে গেল, ও হো হো—এত পঞ্চপাণ্ডবের মাথা নয়—অশ্বত্থামা ! ক'রেছ কি—দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মুণ্ড কেটে এনেছ ? শিশু বধ ক'রেছ ? কুরুকুল নির্ব্বংশ ক'রলে ? জলপিণ্ড দিতে কাউকে রাখলে না ! ও হো-হো—বুক ভেঙ্গে গেল—বুক ভেঙ্গে গেল—

(মৃত্যু)

কৃপাচার্য্য। মহারাজ! মহারাজ!

কৃতবর্ম্মা। যাক, শেষ হ'য়ে গেছে। (প্রস্থান)

অশ্বত্থামা। এ্যাঁঃ এ্যাঁঃ— (প্রস্থান)

কৃপাচার্য্য। অশ্বত্থামা! কি কর্‌লি! দুর্য্যোধনকে হত্যা কর্‌লি।
(প্রস্থান)

গান্ধারী। দুর্য্যোধন—কোথা দুর্য্যোধন—
কোথা যাস আমারে ছাড়িয়া—
ওঠ বাপ—ওঠ দুর্য্যোধন—
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোরে যুদ্ধের কারণ।
ওঠ পুত্র—ত্যজ নিদ্রা—লহ অস্ত্র হাতে
গদাযুদ্ধ কে করিবে ভীমেরে বধিতে।
কোথা দুর্য্যোধন—কোথা দুর্য্যোধন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুরুক্ষেত্রে স্তূপীকৃত শবরাশির মধ্যে উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র

ধৃতরাষ্ট্র। ভেঙ্গে দেরে, ভেঙ্গে দেরে লৌহবক্ষ মোর,
ভেঙ্গে দেরে বিষের আবাস,
সৃষ্টি ধ্বংসে ছুটে যাক গরলের জ্বালা;
পুত্র স্নেহ দেখুক জগৎ!
এনে দেরে এনে দেরে পাণ্ডু-পুত্রগণে,
হস্তিনার রাজ-সিংহাসন,
মুষ্টাঘাতে পদাঘাতে চূর্ণিয়া দলিয়া

নিশ্বাসেতে দিই উড়াইয়া !
দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন ! সর্ব্বস্ব আমার,
তীব্র জ্যোতিঃ অন্ধের নয়নে—
শতপুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা—
ক্ষুদ্র একটা জীবন্ত জগৎ—
মুছে গেল পৃথিবীর ইতিহাস হ'তে !
জ্বালা, জ্বালা, বুকে বড় জ্বালা,
প'ড়ে র'ল ধৃতরাষ্ট্র বিধবার রাজা !
ধর, ধর, ধররে বিদুর !
পৃথিবীর বক্ষে আমি বেড়াব ছুটিয়া,
ভেঙ্গে দেব পৃথিবীর হিয়া।
ধর ধর তুলে ধর ফেলিব নিশ্বাস,
দেখি জ্বলে যায় কিনা আকাশ বাতাস।

(কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মহারাজ ! পঞ্চ-পাণ্ডব আজ আপনার চরণ দর্শনে এসেছে, তাদের অভয় দিন।

ধৃতরাষ্ট্র। এসেছে, আমার পাণ্ডুর পুত্রগণ এসেছে ! আজ তাদের এত দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে কেন কেশব ! বুঝেছি আজ আমার ব'লতে আর কেউ নাই। তাই সুদূর প্রবাসে শত্রুকেও যেমন আপনার ক'রে নিতে ইচ্ছা করে আমারও আজ সেই ইচ্ছা হ'চ্ছে। বৃকোদর ! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু আমি আজ কাঁদব না বৃকোদর ! আজ বড় আনন্দের দিন। পৃথিবীর বক্ষ হ'তে একটা গুরুভার নেমে গেল, একটা বিশ্বগ্রাসী অত্যাচার ধর্ম্মের গদাঘাতে আর্ত্তনাদ ক'রে শেষ হ'ল। বৃকোদর ! আজ আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রব। আজ তুমি অস্ত্র চালনা ক'রে

ধরিত্রীর দেহ হ'তে একটা বিস্ফোটক দূর ক'রেছ। বৃকোদর! পুত্রস্নেহে অন্ধ হ'য়ে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর বাপ—আমায় একবার আলিঙ্গন দে—বুকে বড় জ্বালা।

যুধি। অমন কথা ব'ল্বেন না মহারাজ! যাও বৃকোদর! জ্যেষ্ঠতাতের কাছে যাও। (বৃকোদরের গমনোদ্যোগ ও কৃষ্ণের হস্তধারণ)

কৃষ্ণ। ক'রছ কি—চুপ ক'রে দাঁড়াও—আমি আস্ছি। [প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। বৃকোদর! একবার কাছে আয়—ও হো হো—বিশ্বাস করলি না—কাজ নাই, সুখে থাক্ সুখে থাক্—

(লৌহ-ভীম লইয়া কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কি জানেন মহারাজ! হাজার হ'ক অপরাধী কিনা—তাই যেতে একটু শঙ্কা হচ্ছে, তা ভয় কি ভীম! যাওনা. তোমার জ্যাঠামশাই যে—যাও, এই নিন্ কুরুরাজ! আপনার দুর্য্যোধনও যে ভীমও সে—এই নিন্।

ধৃতরাষ্ট্র। আয় বাপ্ আয়—আমার বুকে বড জ্বালা—আরও কাছে আয়। (জড়াইয়া) বৃকোদর। বৃকোদর! বড় জ্বালা বড় জ্বালা, এইবার জ্বালা মেটাব—আমার শতপুত্রহন্তা বৃকোদর! এইবার—এইবার (পেষণ)

কৃষ্ণ। মহারাজ। ক'র্ছেন কি? ভীমের যে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেল!

ধৃতরাষ্ট্র। এইবার এইবার (পেষণ) বুকের ভিতর যত নিশ্বাস আছে সব টিপে বা'র ক'রে দিচ্ছি। কৃষ্ণ! রক্ষা ক'র্বে? কর দেখি—এইবার, এইবার—যা চূর্ণ হয়ে যা—জ্বালা মিটেছে। (লৌহ-ভীম চূর্ণ হইয়া গেল।

কৃষ্ণ। মহারাজ! ভীমকে গুঁড়িয়ে ফেললেন!

ধৃতরাষ্ট্র। মেরে ফেল্লুম, ওহোহো কি ক'র্লুম! বৃকোদর! ওহোহো বাপ আমার, বাপ আমার, কি ক'র্লুম, কি ক'র্লুম—

কৃষ্ণ। কাঁদবেন না মহারাজ! ভীম কুশলে আছে। আপনি

ক্রুদ্ধ হবেন তা আমি আগেই জানতে পেরেছিলুম—তাই ভীম যে লোহার ভীমটে নিয়ে ক্রীড়া ক'র্‌ত সেইটে আপনাকে দিয়েছিলুম। ক্রুদ্ধ হবেন না মহারাজ! পাণ্ডবেরা কোন অপরাধে অপরাধী নয়, আর ভীমকে মারলে দুর্য্যোধনকে ফিরেত পাবেন না মহারাজ! তবে আর কেন পৃথিবীতে অপযশ রেখে যান! শান্ত হ'ন।

ধৃতরাষ্ট্র। বাসুদেব! আমাকে হত্যা কর, মহাপাপী আমি, ধিক্ আমায়। অষ্টাদশ দিনে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার বিনাশ দেখে, ভীষ্ম দ্রোণের নিধন দেখেও তোমার মহিমা বুঝতে পারিনি। ধিক্ আমায়! আজ আমি তোমার বিপক্ষে বিদ্রোহ ক'রেছিলুম। কেশব! আজ আমি তোমাকে তুচ্ছ ক'রেছিলুম! বৃদ্ধ, অন্ধ আমি—ধিক আমায়—ধিক আমায়—বাসুদেব কোথায় তুমি আমায় ক্ষমা কর।

(উত্থানের উদ্যোগ)

কৃষ্ণ। আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ!

(গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। ক্ষমা!

ক্ষমা চাও প্রাণীহন্তা পুত্র-হন্তারক!
হে কেশব! মনে পড়ে সব,
অষ্টাদশ দিন আগে বীরপুত্র মোর
গর্ব্বদৃপ্ত উচ্চ করি শির
মাতার আশীষ তরে বন্দিল চরণ।
বড় আশা করি কহিল আমায়
"বল মাতা মহাযুদ্ধে হ'বে কার জয়?"
কেশব! কেশব!

মূর্ত্তি তব সঙ্গোপনে রাখি হৃদিমাঝে
তব নাম করিয়া স্মরণ
কহিলাম রুদ্ধ করি নয়নের বারি
"যথা ধর্ম্ম তথা জয় বাছা"।

কৃষ্ণ। বিশ্বের আরাধ্যা দেবী সতী শিরোমণি!
সতী, সতী, জগৎ জননী!
কীর্ত্তি সতী, ধৃতি সতী, তন্ত্রী ধরিত্রীর
শক্তি ভক্তি বিধাতার বাণী!
ধর্ম্মের প্রচার সতী, কর্ম্মের বিচার,
সতীবাক্য সুতীক্ষ্ণ কুঠার,
জননী গো সতীবাক্য হয়েছে সফল
অশ্রুজল ফেলনাক মাতা!

গান্ধারী। অশ্রুজল! কোথা অশ্রু!
জনার্দ্দন! শত পুত্র নিহত আমার—
অশ্রুজল গিয়াছে ফুরায়ে।
শক্তি নাই—মনে হয় করিয়া চীৎকার
সৃষ্টি ফেলি করিয়া বিদার।
ইচ্ছা হয় অশ্রুজলে গড়িয়া সাগর
ডুবাই তোমার কীর্ত্তি।
শক্তি নাই—অশ্রুজল গিয়াছে ফুরায়ে।
বাসুদেব! পাণ্ডবের সখা!
উড়ালে পুণ্যের ধ্বজা দণ্ডিয়া পাপেরে
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিলে ধরায়;
তাই শির তব পদে নত হ'য়ে যায়।
কিন্তু হরি! থাকে থাকে কেঁদে উঠে প্রাণ

থাকে থা.ক জলে উঠে বুক
পুত্র-স্নেহ পুত্র-স্নেহ ভুলিতে না পারি।
জনার্দ্দন !
তুমি যে হে নিরপেক্ষ দয়াল বিধাতা—
তবে কেন ছলে বলে আজ
কুরুকুল বিনাশিলে দেবকীনন্দন !
দয়া, মায়া, স্নেহ, অত্যাচার,
তুমি যদি বিধাতা গো তার
লহ তবে হৃদয় দেবতা
পুত্রহীনা জননীর ক্ষুব্ধ উপহার।
বাসুদেব ! বাসুদেব !
পুত্র শোকে যথা দগ্ধ গান্ধারীর প্রাণ
তুমিও তেমতি দগ্ধ হবে হে পাষাণ !
শুন কৃষ্ণ ! বধুগণ করিছে ক্রন্দন,
ভাল ক'রে শুনে রাখ হরি !
এই কান্না ভেঙ্গে দেবে সাধের স্বপন।
কুরুবংশ ধ্বংশ করি দিলে যেই তাপ
যদুবংশ ধ্বংশ হবে দিনু অভিশাপ।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষান্ত হও কি কর গান্ধারী !

কৃষ্ণ। জননীগো ! করুণার রাণী !
অভিশাপ নহে মাতা, আশীষ তোমার।
কার্য্যতরে আসিনু ধরায়
ভুলে গেনু শত কর্ম্ম পশ্চাতে আমার।
মাগো, মাগো, পড়েছে স্মরণে—
পঞ্চদশছয়কোটি যদুবংশ মম

দলিতেছে ধরণীর হিয়া।
ভূমিভার নিবারণে আসিনু মরতে
পৃথিবীর মহাভার গেল এতদিনে।
সিদ্ধ আজ সাধনা জননী !
তৃপ্ত মাগো বাসনা আমার !
নেত্র আগে দীপ্ত হয়ে উঠেছে আলোক,
পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ আমার !
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণে তুমি দিলে পুরস্কার ;
লহ মাতা লহ নমস্কার
অভিশাপ নহে মাতা আশীষ তোমার !

সমাপ্ত।